Contents

দশম বর্ষ

তৃতীয় সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

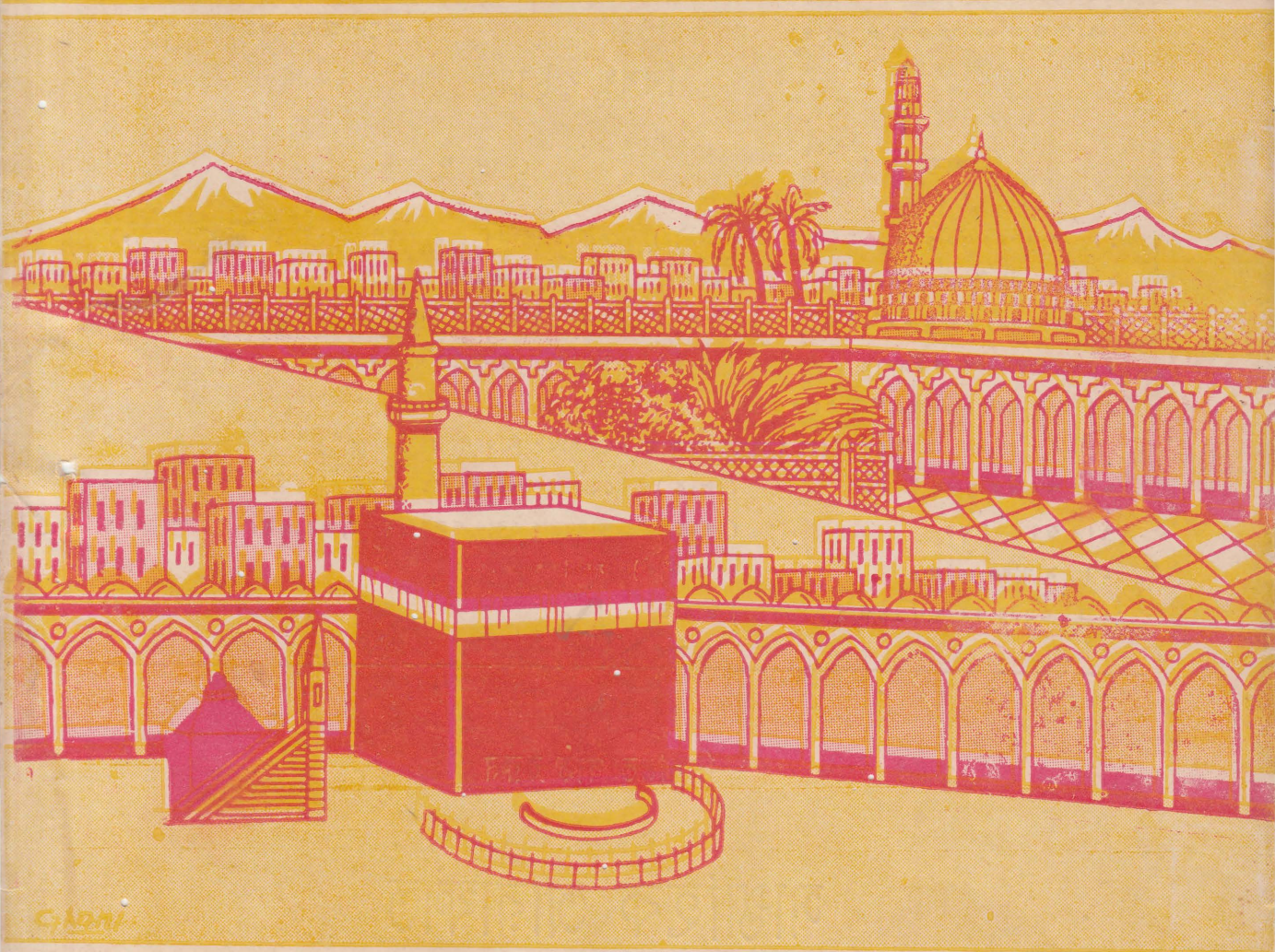

সম্পাদক

আকতার আহমদ রহমানী এম. এ.

এই সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬.৫০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদীস

মাসিক)

দশম বর্ষ—তৃতীয় সংখ্যা

অগ্রহায়ণ, ১৩৬৮ বাং নবেম্বর, ১৯৬১ ইং

বিষয় সূচী

বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
১। কুরআনের বঙ্গানুবাদ	(তফসীর)	শেখ মোঃ আবদুররহীম এম, এ, বি, এল, ডি টি	১০১
২। মোহাম্মদী জীবন-ব্যবস্থা	(অনুবাদ)	মুনতাছির আহমদ রহমানী	১০৯
৩। কুরআনের দৃষ্টিতে সত্য ধর্ম	(আলোচনা)	মোহাম্মদ আবদুছ ছামাদ এম, এম,	১১৭
৪। সোশ্যালিজম ও ইসলাম	(প্রবন্ধ)	অধ্যাপক আফতাব আহমদ রহমানী এম, এ	১২৪
৫। তকবিরাতে-ঈদায়ন পাঠ করার সহিহ তরিকা	(একটি মস্‌আলা)	মোহাম্মদ আবদুস সুবহান	১২৯
৬। আধুনিক তুরস্কে ইসলাম	(প্রবন্ধ)	মোহাম্মদ আবদুর রহমান বি এ, বি টি	১৩৩
৭। সুবহে-সাদিক	(প্রবন্ধ)	আবদুল্লাহ ইবনে ফজল এম এম, এম এফ	১৩৭
৯। সাময়িক প্রসঙ্গ	(সম্পাদকীয়)	সম্পাদক	১৪১
১০। জমঈয়তের প্রাপ্তিস্বীকার	(স্বীকৃতি)		১৪৫

নিয়মিত পাঠ করুন

সাপ্তাহিক আরাফাত

৫ম বর্ষ চলিতেছে

সম্পাদক : মোহাম্মদ আবদুর রহমান বি, এ বি টি

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুল হাদীস

মাসিক

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

দশম বর্ষ	নভেম্বর ১৯৬১ খৃস্টাব্দ, জুমাদিউস্‌সানী-১৩৮১ হিঃ, অগ্রহায়ণ ১৩৬৮ বংগাব্দ	তৃতীয় সংখ্যা

প্রকাশ মহল ঃ ৮৬ নং কাযীআলাউদ্দীন রোড, রমনা, ঢাকা

بسم الله الرحمن الرحيم

ষষ্ঠ রুকু ঃ আয়াত ৪৭ — ৫৯

ইস্‌রাইলীদের প্রতি আল্লাহ-তা'আলার অনুগ্রহ ও আল্লাহ তা'আলার প্রতি ইস্‌রাইলীদের অবাধ্যতার বিবরণ

٤٧) يبني اسراءيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العلمين،

৪৭। ওহে ইস্‌রাইল-সন্তানগণ, আমি তোমাদেরে যে আরাম-আয়েশ দান করিয়াছিলাম সেই আরাম-আয়েশের কথা এবং আমি যে তোমাদিগকে জগদ্বাসীর উপর [এক কালে] নিশ্চিত ভাবে মর্যাদা দান করিয়াছিলাম তাহা [একবার] স্মরণ কর।

www.ahlehadeethbd.org

(৪৮) واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون ○

৪৮। এবং ঐ দিবসটিতে আত্মরক্ষা [-র ব্যবস্থা] কর যে দিবসে কোন [মনুষ্য] প্রাণ অপর কোন [মনুষ্য] প্রাণের পক্ষ হইয়া কিছুই শোধ দিবে না, তাহার সম্বন্ধে কোন সুপারিশ কবুল হইবে না, তাহার পক্ষ হইতে কোন বিনিময় গৃহীত হইবে না এবং তাহাদের সাহায্য করা হইবে না। ৩৭

৩৭। (ক) দুনয়া'তে দণ্ডিত ব্যক্তি সাধারণতঃ চারিভাবে দণ্ড হইতে মুক্তি পাইতে পারে। (এক) দণ্ডিত ব্যক্তির শাস্তি অপর কেহ গ্রহণ করিতে রাযী হইলে, (দুই) প্রভাব প্রতিপত্তিশালী কোন লোক দণ্ডিত ব্যক্তিকে শাস্তি হইতে অব্যাহতি দিবার জন্য সুপারিশ করিলে, (তিন) দণ্ডের পরিবর্তে অন্য কিছু গৃহীত হইলে, যথা—জেল-শাস্তির পরিবর্তে অর্থদণ্ড গৃহীত হইলে এবং অর্থ আদায় দিলে, (চার) দণ্ডিত ব্যক্তির পক্ষের লোক দণ্ডিত ব্যক্তিকে দণ্ডদানকারীর হাত হইতে জোর জবরদস্তি কাড়িয়া লইলে। এই চারি ভাবে দণ্ডিত ব্যক্তি দণ্ড হইতে রক্ষা পাইতে পারে।

এই আয়াতে বলা হইতেছে যে, কিয়ামত দিবসে দণ্ডিত ব্যক্তির পক্ষে শাস্তি হইতে মুক্তি পাইবার কোনই উপায় থাকিবে না।

প্রথমতঃ দণ্ডিত ব্যক্তির দণ্ড নিজ ঘাড়ে লইবার জন্য কিয়ামত দিবসে কেহই অগ্রসর হইয়া আসিবে না; বরং ভাই, মা, বাপ, স্ত্রী, সন্তান সকলের নিকট হইতেই মানুষ দূরে সরিয়া পড়িবে।

দ্বিতীয়তঃ দুনয়াতে দণ্ডদানকারী ব্যক্তিগণ প্রভাব প্রতিপত্তিশালী লোকদের নিকট হইতে ভবিষ্যতে উপকার পাইবার আশায় তাহাদের সুপারিশ অগ্রাহ্য করিতে সাহস করে না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সম্বন্ধে এই প্রকার কোন কিছু ধারণা করাও কোনক্রমেই সম্ভব নয়। কাজেই আল্লাহ তা'আলার সামনে সুপারিশ করিতে যাওয়ার কথাও চিন্তা করা যায় না।

তৃতীয়তঃ কিয়ামত দিবসে মানুষের কাছে তাহার আমল ছাড়া আর কিছুই থাকিবে না—তারপর তাহার ঐ আমলের দোষ ত্রুটির জন্যই তো দণ্ডিত ব্যক্তির প্রতি শাস্তির হুকুম হইবে। দণ্ড হইতে মুক্তি পাইবার উদ্দেশ্যে দিবার মত কোন আমলই তাহার কাছে থাকিবে না। যদি তাহা থাকিত তবে তো সে দণ্ডিতই হইত না। কাজেই দণ্ডের বিনিময় দিয়া দণ্ড হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার কোন প্রশ্নই উঠিতে পারেনা।

চতুর্থতঃ আল্লাহ তা'আলার চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী কেহই নাই। কাজেই আল্লাহ তা'আলার কবল হইতে ছিনাইয়া লওয়া সম্বন্ধেও কোন কথাই উঠিতে পারে না।

অতএব আয়াতটির তাৎপর্য হইল এই যে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলার শাস্তি হইতে কোন অপরাধীর কোনও উপায়ে অব্যাহতি পাইবার কোনই উপায় থাকিবে না।

(খ) **শাফা'আত**—কুর্আন মজীদে শাফা'আত সম্বন্ধে বহু আয়াত রহিয়াছে। ঐ আয়াতগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, আয়াতগুলির মধ্যে শাফা'আতের বিবরণ চারি ভাবে দেওয়া হইয়াছে। (এক) কোন কোন আয়াতে দেখা যায় যে, কিয়ামত দিবসে শাফা'আতের অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করা হইয়াছে। যথা সূরা আল বাকারার ২৫৪ আয়াত,

يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة

"সে দিনে না থাকিবে কোন বেচাকেনা কারবার, না থাকিবে কোন বন্ধুত্ব, আর না থাকিবে কোন শাফা'আত।"

(দুই) কোন কোন আয়াত হইতে বুঝা যায় যে,

www.ahlehadeethbd.org

কিয়ামত দিবসে শাফা'আত হইবে কিন্তু উহা কবুল করা হইবে না। যথা এই আলোচ্য ৪৮ আয়াত; আবার সূরা আলবাকারার ১২৩ আয়াত।

কোন্ প্রকার লোক সম্বন্ধে এই দুই রকমের আয়াত নাযিল হইয়াছে তাহার কোন উল্লেখ এই দুই রকমের আয়াতের মধ্যে নাই।

(তিন) কোন কোন আয়াতে বলা হইয়াছে যে, কাফিরদের সম্বন্ধে কোন সুপারিশ কবুল করা হইবে না। যথা সূরা আল্ মুমিনের ১৯ আয়াত

مالظلمين من حميم ولا شفيع يطاع

"সেদিন কাফিরদের জন্য না থাকিবে কোন বন্ধু, না থাকিবে এমন কোন সুপারিশকারী যাহার সুপারিশ কবুল কর যাইতে পারে।"

সূরা আল্ মুদ্দাস্সির আয়াত ৪৮

فما تنفعهم شفاعة الشافعين

"সুপারিশকারীদের সুপারিশ কাফিরদের কোন উপকারে আসিবেনা"।

এই তৃতীয় প্রকারের আয়াতগুলি প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের আয়াতগুলির তফসীর হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে।

(চারি) কোন কোন আয়াতে বলা হইয়াছে যে, কিয়ামত দিবসে শাফা'আত হইবে এবং কাহার জন্য শাফা'আত করা হইবে তাহাতে তাহারও উল্লেখ করা হইয়াছে। যথা, সূরা আল্-বাকারা ২৫৫ আয়াত

من ذا الذى يشفع عنده الا باذنه

"কে আছে এমন লোক যে লোক আল্লার হুকম ছাড়া তাঁহার নিকটে সুপারিশ করিবে?"

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যাঁহাকে যে ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করিবার হুকম দিবেন তিনি সেই ব্যক্তির জন্যই সুপারিশ করিতে পারিবেন।

সূরা আল্ আম্বিয়া ২৮ আয়াত:

ولا يشفعون الا لمن ارتضى

"আল্লাহ তা'আলা যাহার ব্যাপারে সুপারিশ শুনিতে রাযী, কেবলমাত্র তাহার জন্যই তাঁহারা সুপারিশ করিবেন।"

প্রথম প্রকার আয়াতের অর্থ এবং চতুর্থ প্রকার আয়াতের অর্থ আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী মনে হইলেও বাস্তবক্ষেত্রে উহাদের তাৎপর্যে কোন গরমিল নাই। আল্লাহ তা'আলা যে পাপীকে মুক্তি দিতে ইচ্ছা করিবেন কেবলমাত্র তাহার জন্যই সুপারিশ করিতে ইজাযত দিবেন। এই প্রকার শাফা'আতকে কেবলমাত্র রূপ ও আকার হিসাবে শাফা'আত নাম দেওয়া যাইতে পারে; বাস্তবতা ও তাকীকাতের দিক দিয়া ইহাকে শাফা'আত বলা চলেনা। কাজেই প্রকৃত শাফা'আত যাহাকে বলা হয় তাহা অস্বীকার করাও যেরূপ সঙ্গত, শাফা'আতের আকারের অস্তিত্ব স্বীকার করাও সেইরূপ সঙ্গত হইয়াছে।

এই আয়াতগুলি হইতে জানা গেল যে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলার অনুমতক্রমে পাপী মুমিনদের জন্য শাফা'আত হইবে।

তারপর, 'হযরত মুহম্মদ স: কিয়ামত দিবসে শাফা'আত করিবেন' তাহার প্রমাণ এই :—

সূরা বানী ই-সরাঈল ৮৯ আয়াত :

عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا

"ভবিষ্যতে আপনার রব্ব আপনাকে মাকাম মাহমুদে নিয়োগ করিবেন।"

বিভিন্ন সহীহ হাদীস হইতে জানা যায় যে, এই মাকাম মাহমুদ বলিতে "আখিরাতে শাফা'আতের অধিকার" বুঝায়।

তারপর, তফসীরকারগণ সকলেই বলেন যে, 'মাকাম মাহমুদের' তাৎপর্য হইতেছে 'আখিরাতে শাফা'আতের অধিকার।' কাজেই আয়াতাংশের

www.ahlehadeethbd.org

وَاِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ (৭৮
سُوْٓءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ
نِسَآءَكُمْ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ

৪৯। আর [স্মরণ কর] যে সময়ে আমি তোমাদের ফির্'আউনের [৩৮] লোকদের [হাত] হইতে নাজাত দিয়াছিলাম—তাহারা তোমাদের উপরে জঘন্য কার্যের কষ্টভার চাপাইত,[৩৯] তোমাদের পুত্রসন্তানদেরে যবহ করিত, কিন্তু তোমাদের মহিলাদের [৪০] জীবিত ছাড়িয়া দিত। আর উহাতে তোমাদের রব্বের পক্ষ হইতে [তোমাদের জন্য] একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা ছিল।[৪১]

অর্থ এই দাঁড়াইল যে, 'আল্লাহ তা'আলা আখিরাতে হযরত মুহম্মদ সঃ-কে শাফা'আতের অধিকার দান করিয়া সম্মানিত করিবেন।

সূরা আয্-যুহার পঞ্চম আয়াত

وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى

"আর অনতিবিলম্বে আপনার রব্ব আপনাকে এমন দান দিবেন যে, আপনি তাহাতে সন্তুষ্ট হইবেন।"

তফসীরকারগণ বলেন, উম্মত-দরদী হযরত মুহম্মদ সঃ নিজ উম্মতের নাজাত না দেখা পর্যন্ত কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতে পারিবেন না। কাজেই এই আয়াতের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এই দাঁড়ায় যে, আল্লাহ তা'আলা আখিরাতে নবী করীম সঃ-কে গুনাহগার মুমিনদের নাজাতের জন্য সুপারিশ করিবার অনুমতি দিবেন।

বহু সহীহ হাদীস হইতে প্রমাণিত হয় যে, কিয়ামত-দিবসে হযরত মুহাম্মদ সঃ-কে শাফা'আতের অধিকার দেওয়া হইবে।

তারপর তামাম সাহাবী ও সালাফ-সালিহীন এই ই'তিকাদ রাখিতেন যে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ-তা'আলা হযরত মুহম্মদ সঃ-কে গুনাহগার মুমিনদের নাজাতের জন্য সুপারিশ করিতে অনুমতি দিবেন এবং হযরত সঃ তদনুযায়ী সুপারিশ করিবেন। আমরাও এই ই'তিকাদ পোষণ করি।

৩৮। ফির্'আউন মিসরের তৎকালীন রাজার উপাধি ছিল। উহা মিসর-রাজের নাম নয়। হযরত মুসা আঃ-র যমানার ফির্'আউনের নাম ছিল 'মুস্'আব অথবা 'মুস্'আব-পুত্র অলীদ', অথবা 'মুস্'আব-পুত্র কাবুস।"

৩৯। ফির্'আউন শাসক-গোষ্ঠী ইসরাঈলীয়দিগকে ঘৃণ্য, জঘন্য, দুঃসাধ্য ও কঠোর পরিশ্রমের কাজে নিযুক্ত করিত। তাহাদের দ্বারা মেথর, মুটে মজুরের কাজ, মাটি খুঁড়া, কাঠ কাটা, ভারী ভারী বোঝা বহন, ইত্যাদি কষ্টসাধ্য কাজ করাইত। ইহা করিয়াই তাহারা ক্ষান্ত হইত না বরং ইসরাঈলীয়দের শক্তিতে যতদূর কুলাইত তাহার চেয়ে বহু বেশী ও কষ্টকর কাজ করিতে তাহাদিগকে বাধ্য করিয়া তাহাদের প্রাণান্ত করিয়া ছাড়িত। ফল কথা, ইসরাঈলীয়দের দুর্দশার অন্ত ছিল না।

৪০। আয়াতে কন্যা সন্তান না বলিয়া মহিলা বলা হইয়াছে। ইহার রহস্য এই: সন্তান পুত্রই হউক অথবা কন্যাই হউক তাহাকে হত্যা করা যেমন অন্যায় সেইরূপ তাহাদের জীবিত থাকিতে দেওয়া ভাল কাজ বলিয়াই গণ্য হয়। কিন্তু পুত্র সন্তানদেরে হত্যা করিয়া কন্যা সন্তানদেরে জীবিত থাকিতে দেওয়ার পরিণাম ভয়াবহ, অশুভ ও অমঙ্গলজনক। কিছুকাল পর ঐ কন্যা সন্তানগুলি যৌবনে পদার্পণ করিলে তাহারা এক মহা সমস্যার পরিণত হইবার কথা, এবং পুরুষ লোকের স্বল্পতার কারণে তাহাদের বিবাহ শাদীর পরিপূর্ণ ব্যবস্থার উপায় না থাকায় দুর্নীতি ব্যাপকভাবে পরিব্যাপ্ত হইবার বাস্তব আশঙ্কার কথা অনস্বীকার্য। কাজেই দেখা যায়, পরিণামে কন্যাগণ মহিলায় পরিণত হইলে ইসরাঈলীয় গোষ্ঠির কেলেঙ্কারী ও দুর্নাম অবধারিত ছিল এই রহস্যের দিকে ইঙ্গিত করিবার জন্য

www.ahlehadeethbd.org

(৫০) وَاِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَاَنْجَيْنٰكُمْ
وَاَغْرَقْنَا اٰلَ فِرْعَوْنَ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ

৫০। আরও (স্মরণ কর) যে সময়ে আমি তোমাদের নিমিত্ত সমুদ্রটিকে ভাগ ভাগ করিয়া তোমাদেরে নাজাত দিয়াছিলাম ও ফির্'আউন-গোষ্ঠীকে ডুবাইয়া [মারিয়া] ছিলাম[৪২]। আর তোমরা [উহা চর্ম-চক্ষে] দেখিতেছিলে।

আয়াতে 'কন্যা-সন্তানদেরে' না বলিয়া 'মহিলাদেরে' বলা হইয়াছে।

৪১। আল্লাহ তা'আলা তাঁহার বান্দাকে দুইভাবে পরীক্ষা করিয়া থাকেন। কখন পরীক্ষা করিয়া থাকেন বিপদাপদ, দুঃখ-কষ্ট, রোগ-শোক, প্রভৃতি মানুষের অপ্রিয় ব্যাপারে বান্দাকে লিপ্ত করিয়া এবং কখন পরীক্ষা করিয়া থাকেন ধন-সম্পদ, পুত্র-পরিজন, সুখ-শান্তি, ইত্যাদি মানুষের প্রিয় বস্তু বান্দাকে দান করিয়া। আয়াতে উভয় প্রকার পরীক্ষার দিকেই ইঙ্গিত রহিয়াছে। আল্লাহ তা'আলা ইসরাঈলীয়দেরে প্রথমে ফির্'আউন গোষ্ঠীর কবলে ফেলিয়া দুঃখ কষ্ট, নির্যাতন ও দুর্দশার ভিতর দিয়া পরীক্ষা করেন এবং পরে ফির্'আউন গোষ্ঠীর কবল হইতে তাহাদিগকে নাজাত দিয়া পরীক্ষা করেন।

আল্লাহ তা'আলার পরীক্ষায় কৃতকার্যতা ও কাম্য়াবীর স্বরূপ এই: বিপদাপদে সবর, সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য ধারণ করা এবং আল্লাহ তা'আলার বিরুদ্ধে মনে, মুখে অথবা কার্যের ভিতর দিয়া কোন প্রকার অভিযোগ বা বিরক্তি ভাবের উদয় বা প্রকাশ না হওয়া। আর আল্লাহ তা'আলার নে'মত লাভ হইলে শুক্র ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, এবং মনে মুখে অথবা কার্যে তাঁহার নে'মতের অবমাননা না করাই আল্লাহ তা'আলার পরীক্ষায় কৃতকার্যতা ও কাম্য়াবীর লক্ষণ। অন্তরে অহংকারের উদয় না হওয়া, মুখে আল্লাহ তা'আলার নে'মত সম্পর্কে নিজস্ব কৃতিত্বের দাবী না করা এবং কার্যে আল্লাহ'তাআলার কোন হুকুমের অবমাননা না করার মধ্যেই এই কাম্য়াবী নিহিত রহিয়াছে।

৪২। আল্লাহ তা'আলা যখন ইসরাঈলীয় জাতিকে ফির্'আউন-গোষ্ঠীর কবল হইতে নাজাত দিবার ইচ্ছা করেন তখন হযরত মূসা আ: আল্লাহ তা'আলার আদেশ ক্রমে ইসরাঈলীয়দেরে সঙ্গে লইয়া রাত্রির অন্ধকারে মিসর ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার জন্য যাত্রা করেন। সেই সময়ে ইসরাঈলীয় জাতির মধ্যে বালক, কিশোর, বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোক বাদে কেবলমাত্র কুড়ি বৎসর বয়স্ক হইতে ষাট বৎসর বয়স্ক পর্যন্ত লোকেরই সংখ্যা ছিল ছয় লক্ষের ঊর্ধ্বে। ভোরের দিকে ফির্'আউন এই সংবাদ পাইয়া এত উত্তেজিত হইয়া উঠে যে, ইসরাঈলীয়দেরে সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্য যাবতীয় সেনাধ্যক্ষ ও সতেরো লক্ষ সৈন্যসহ নিজেই যুদ্ধ অভিযানে বাহির হয়।

কিছু বেলা হইলে ফির্'আউন সৈন্যসহ সমুদ্রতীরের কাছাকাছি পৌছিয়া দেখে যে, ইসরাঈলীয়গণ সম্মুখে সমুদ্র লইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তাহাদের অগ্রসর হইবার কোনই উপায় নাই। তখন একদিকে ফির্'আউন দলের যেরূপ আনন্দের সীমা ছিলনা, সেইরূপ অপর দিকে ইসরাঈলীয়দের উৎকণ্ঠারও অন্ত ছিলনা।

অনন্তর ফির্'আউন সৈন্যের পুরোভাগ যখন ইসরাঈলীয়দের পশ্চাদভাগের নাগাল পাইবার উপক্রম হইল তখন আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে হযরত মূসা আ: তাঁহার আসা (লাঠি) দ্বারা সমুদ্রের উপর আঘাত করেন। ফলে, সেখানকার সমুদ্রের পানি ভাগ ভাগ হইয়া বারোটি শুষ্ক পথ দেখা দেয়। ইসরাঈলীয়দের বারোটি দল ঐ বারোটি পথ ধরিয়া সমুদ্র পার হইতে থাকে এবং ফির্'আউন তাহার সৈন্যসহ ইসরাঈলীয়দের পশ্চাদধাবন করিতে থাকে। অবশেষে ইসরাঈলীয়দের সর্ব পশ্চাতের লোকগুলি যখন সমুদ্রতীরে উঠিয়া দাঁড়ায় এবং ফির্'আউন সৈন্যের সর্ব পশ্চাতের লোকগুলি যখন সমুদ্র পথে নামিয়া পড়ে তখন আল্লাহ তা'আলার হুকুমে সমুদ্র পুনরায় মিলিত হয় এবং তাহাতে ফির্'আউন, ফির্-

www.ahlehadeethbd.org

৫১) واذ وعدنا موسى اربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظلمون

৫১। আবার [স্মরণ কর] যে সময়ে আমি মূসার সহিত চল্লিশ রাত্রির কথা ঠিক করিয়াছিলাম। তারপর তাঁহার [রওয়ানা হইবার] পরে গোবৎসটিকে [মা'বুদ-রূপে] গ্রহণ করিয়াছিলে, তোমরা এবং তোমরা [এ সম্পর্কে বাস্তবিকই] অন্যায় আচরণকারী হইয়াছিলে[৪৩]।

৫২) ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون .

৫২। অনন্তর তোমরা যাহাতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এই জন্য উহার পরেও [তোমরা তওবা করায়] আমি তোমাদেরে মাফ করিয়াছিলাম।

৫৩) واذ اتينا موسى الكتب والفرقان لعلكم تهتدون .

৫৩। আরও, তোমরা যাহাতে পথে আস এই জন্য আমি যে সময়ে মূসাকে কিতাব ও ন্যায়-অন্যায় বিচার-ক্ষমতা দান করি [তাহা স্মরণ কর]

'আউনের মন্ত্রী—সেনাধ্যক্ষ এবং সৈন্যগণ সকলেই ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করে।

৪৩। ইসরাঈলীয়দের মিসরে অবস্থান কালে হযরত মূসা আঃ তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁহাদিগকে ফির'আউন গোষ্ঠীর হাত হইতে উদ্ধার করিবার পরে তাহাদের জন্য একটি গ্রন্থ দিবেন। ঐ গ্রন্থে আল্লাহ তা'আলার তামাম আদেশ নিষেধ লিখিত থাকিবে। অনন্তর মূসা আঃ যখন ইসরাঈলীয়দেরে সঙ্গে করিয়া সমুদ্র পার হইয়া আসিলেন তখন একদিন তিনি ইসরাঈলীয়দেরে জানাইলেন যে, ঐ দিন হইতে ৪০ দিন পরে তিনি ঐ গ্রন্থ লইয়া আসিবেন। এই বলিয়া তিনি গ্রন্থ আনিতে বাহির হইয়া যান।

এ দিকে ইসরাঈলীয় মহিলাগণ বাৎসরিক পর্বে যোগদানের কথা বলিয়া ফের'আউন দলের নারীদের নিকট হইতে যে সকল স্বর্ণালঙ্কার ধার লইয়া আসিয়াছিল ঐ সকল স্বর্ণ সামিরী নামক একজন বদলোক সংগ্রহ করিয়া, আগুনে গলাইয়া উহা দ্বারা এমন ভাবে একটি গোবৎস-মূর্তি তৈয়ার করিল যে, উহা হইতে 'হাম্বা, হাম্বা' রব বাহির হইতে থাকিল। তখন সামিরী ও তাহার পক্ষের ইসরাঈলীয়গণ অপর ইসরাঈলীয়দের বলিতে লাগিল "ইহাই তোমাদের রব্ব—ইহাই মূসার রব্ব। মূসা ভ্রমবশতঃ অন্য কোথাও চলিয়া গিয়াছেন।" ফলে, অধিকাংশ লোকই গোবৎস মূর্তিটিকে পূজা করিতে লাগিল। হযরত হারূন আঃ মাত্র বারো হাজার লোক লইয়া দূরে সরিয়া রহিলেন।

তারপর হযরত মূসা আঃ কিতাবসহ ফিরিয়া আসিলেন। তিনি ঐ শিরক দেখিয়া ক্ষোভে, ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া প্রথমে হযরত হারূন আঃ—র নিকট কৈফিয়ত তলব করেন। তারপর, প্রকৃত ঘটনা জানিতে পারিয়া সামিরীকে এই বলিয়া বদ্-দু'আ দেন যে, সে মানুষের স্পর্শ সহ্য করিতে পারিবে না। ফলে তাহাকে বাকী জীবন মানুষ হইতে দূরে থাকিয়া কাটাইতে হইবে। তারপর হযরত মূসা আঃ-র আদেশে ঐ গোবৎস মূর্তিটিকে রেণুকণায় পরিণত করিয়া সমুদ্র তীরে বাতাসে উড়াইয়া দেওয়া হইল।

www.ahlehadeethbd.org

(৫৪) واذ قال موسى لقومه يقوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم، ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم، انه هو التواب الرحيم ۝

৫৪। আবার [স্মরণ কর] যে সময়ে মুসা তাঁহার জাতিকে বলিয়াছিলেন, হে আমার জাতি, আপনারা গোবৎস-মূর্তিটিকে [মা'বুদরূপে] গ্রহণ করিয়া বাস্তবিকই নিজের [বিবেকের] প্রতি যুলম করিয়াছেন। অতএব আপনারা আপনাদের সৃষ্টিকর্তার নিকট তওবা বা প্রত্যাবর্তন করুন ও নিজেদের [৪৫] হত্যা করুন। আপনাদের সৃষ্টিকর্তার নিকটে আপনাদের জন্য ইহাই মঙ্গলজনক। ফলে, [ইস্‌রাঈলীগণ গুনাহ হইতে তওবা করায়] আল্লাহ তা'আলা তাহাদের প্রতি তওবা বা প্রত্যাবর্তন [৪৪] করেন। নিশ্চয় আল্লাহ [দয়ার সহিত] অত্যন্ত প্রত্যাবর্তনকারী এবং অত্যন্ত দাতা।

৪৪। 'তওবা" শব্দের অর্থ 'ফিরিয়া আসা', 'প্রত্যাবর্তন'। পাপ কাজ সম্পাদন করার অর্থই হইতেছে আল্লাহ তা'আলা হইতে দূরে গমন। বান্দা যখন আল্লাহ তা'আলা হইতে দূরে সরিয়া যায় তখন সে পাপ কাজ করিয়া থাকে। আবার এ কথাও বলা যাইতে পারে যে, বান্দা যখন পাপ কাজ করে তখন সে আল্লাহ তা'আলা হইতে দূরে সরিয়া পড়ে, এবং আল্লাহ তা'আলাও তাহার নিকট হইতে সরিয়া যান। তারপর, বান্দা যখন আবার আল্লার দিকে ফিরিয়া আসিতে চায় তখন সে তাহার পূর্বকৃত কার্যের জন্য লাঞ্ছিত ও অনুতপ্ত হয় এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে যে, সে ভবিষ্যতে আর কখনও আল্লার আদেশ অমান্য করিবেনা। তারপর, সে আল্লার দরবারে তাহার ঐ আন্তরিক অনুতাপ ও প্রতিজ্ঞা নিবেদন করিয়া প্রার্থনা করে যে, আল্লাহ তা'আলা যেন তাহাকে আবার বান্দা বলিয়া গ্রহণ করে। ইহারই নাম বান্দার তওবা বা প্রত্যাবর্তন। শুধু মুখে 'তওবা, তওবা, লাখ তওবা' বলিলে তাহা প্রকৃত তওবা হয় না।

তারপর বান্দা যখন আল্লাহ তা'আলার দিকে ফিরিয়া আসে তখন আল্লাহ তা'আলাও বান্দার দিকে রহমত ও দয়া সহ ফিরিয়া আসেন। ইহার নাম আল্লার তওবা বা আল্লার প্রত্যাবর্তন। বান্দার তওবা অনুতাপের মধ্য দিয়া এবং আল্লার তওবা রহমতের মধ্য দিয়া প্রকাশ পায়।

বান্দার তওবা ও আল্লার তওবার মধ্যে ভাষার দিক দিয়া একটু পার্থক্য রাখা হইয়াছে। বান্দার তওবা বুঝাইতে 'তওবা" শব্দের পরে الى শব্দ যোগ করা হয়, কিন্তু আল্লার তওবা বুঝাইতে 'তওবা' শব্দের পরে على শব্দ যোগ করা হয়।

৪৫। আয়াতে 'নিজেদের হত্যা করার' অর্থ 'আত্মহত্যা' নয়। ইহার স্বরূপ এই ছিল যে, যাঁহারা গোবৎস-মূর্তিটির পূজা করেন নাই তাঁহারা গোবৎস মূর্তি পূজারীদেরে হত্যা করিবে। গোবৎ মূর্তির পূজারীগণ মুরতাদ্দ হইয়াছিল বলিয়া তাহাদের জন্য মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। ইসলামেও মুরতাদ্দের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। হযরত আবু বকর রাঃ-র খিলাফত কালে এই আইন বলেই হাযার হাযার মুরতাদ্দকে হত্যা করা হইয়াছিল।

তারপর, ইস্‌রাঈলীদের এই হুকম পালন সম্বন্ধে তফসীরকার ইবনে-জারীর বলেন, হযরত মুসা আঃ-র নির্দেশক্রমে গোবৎস-মূর্তির পূজারীগণ বধ্যভূমিতে উপস্থিত হইয়া বসিয়া পড়িল। তারপর যে সকল ইসরাঈলীয়

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ঐ মূর্তিটির পূজার বিরোধী ছিলেন তাঁহারা তরবারী ও খনজর হাতে মূর্তি পূজারীদেরে হত্যা করিবার জন্য অগ্রসর হইল। হত্যাকামী পিতা পূজারী পুত্রকে দেখিয়া, হত্যাকামী পুত্র পূজারী পিতাকে দেখিয়া, হত্যাকামী আত্মীয় পূজারী আত্মীয়কে দেখিয়া অস্ত্র চালাইতে অক্ষম হইল। তখন আল্লাহ তা'আলার হুকমে বধ্যভূমিতে মেঘের মত এক প্রকার তমসা নামিয়া আসিল। তখন হত্যাকাণ্ড চলিতে লাগিল। অনেকক্ষণ হত্যাকাণ্ড চলিবার পরে হযরত মূসা আঃ ও হযরত হারূন আঃ আল্লাহ তা'আলার দরবারে হত্যাকণ্ড মওকুফ করিবার জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের প্রার্থনা মনজুর হইল; বধ্যভূমির তমসা দূর হইল এবং আল্লাহ তা'আলা অবশিষ্ট পূজারী ইস্‌রাঈলদেরে ক্ষমা করিলেন।

ছয় লক্ষেরও অধিক ইস্‌রাঈলীয় গোবৎস মূর্তিটির পূজা করিয়াছিল তন্মধ্যে কেবলমাত্র সত্তর হাযার ইস্‌রাঈলীয় নিহত হওয়ার পরে আল্লাহ তা'আলা অবশিষ্ট সকলকে ক্ষমা করেন। আয়াতে এই ক্ষমার দিকে ইঙ্গিত করা হয়াছে। (ক্রমশঃ)

www.ahlehadeethbd.org

মোহাম্মদী জীবন-ব্যবস্থা

বুলুগুল মরামের বঙ্গানুবাদ

—মুনতাছির আহমদ রহমানী

(পূর্বানুবৃত্তি)

৫০৩) হযরত আবু ছাঈদ খুদ্‌রীর (রাযিঃ) বাচনিক —বর্ণিত হইয়াছে তিনি বলিয়াছেন, রসূলুল্লাহর যুগে আমরা ফিত্‌রা স্বরূপ এক ছা' গম অথবা এক ছা' খাজুর অথবা এক ছা' যব অথবা এক ছা' কিশ্‌-মিশ প্রদান করিতাম।—বুখারী ও মুস্‌লিম। অপর বর্ণনাতে "অথবা এক ছা' পনির" উধৃত হইয়াছে। আবুছাঈদ খুদ্‌রী বলেন, কিন্তু আমি রসূলুল্লাহর (দঃ) সময় যেমন (এক ছা') ফিত্‌রা দিয়া আসিয়াছি সেইরূপই যাবজ্জীবন দিতে থাকিব। (অর্থাৎ মোআ-বিয়া (রাযিঃ) কর্তৃক অর্ধ ছা' প্রবর্তিত হইলেও আমি কখনও উহা স্বীকার করিবনা বরং যতদিন পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকি ততদিন পর্যন্ত রসূলুল্লাহর সুন্নতই পালন করিয়া চলিব।) আবুদাউদ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে আমি সর্বদা এক ছা' পরিমাণই ফিত্‌রা প্রদান করিতে থাকিব।

قال كنا نعطيها فى زمن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم صاعا من طعام اوصاعا من تمر اوصاعا من شعير اوصاعا من زبيب وفى رواية اوصاعا من اقط

৫০৪) হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযি) হইতে বর্ণিত হইয়াছে তিনি বলিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) রোযা-কে অযথা কথাবার্তা এবং অশ্লীলতা হইতে পবিত্র করার জন্য এবং মিছ্‌কিনদের আহার যোগানোর উদ্দেশ্যে ফিত্‌রা ফর্‌য করিয়াছেন। অতএব যাহারা (ঈদের) নমাযের পূর্বে উহা আদায় করিবে তাহাদের ফিত্‌রা গ্রহণীয় হইবে এবং যাহারা নমাযের পর আদায় করিবে (তাহাদের উক্ত দান ফিত্‌রাস্বরূপ গ্রহণীয় হইবেনা বরং) ইহা সাধারণ সদ্‌কার পর্যায়ভুক্ত হইবে। —আবুদাউদ ও ইবনে মাজাহ, হাকিম ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

قال فرض رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم زكوة الفطر طهرة للصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن اداها قبل الصلوة فهى زكوة مقبولة ومن اداها بعد الصلوة فهى صدقة من الصدقات

তৃতীয় পরিচ্ছেদ :

নফল ছদ্‌কার বিবরণ :

হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে ; রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন, সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ প্রলয় দিবসে তাঁহার (আর্‌শের) ছায়াতলে স্থান প্রদান করিবেন যেদিবস সেই ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকিবেনা। অতঃপর পূর্ণ হাদীস উল্লেখ করিয়াছেন। উহাতে ইহাও উল্লিখিত হইয়াছে যে, সপ্ত ব্যক্তির মধ্যে একজন হইবে সেই ব্যক্তি যে অতি-গোপনীয় ভাবে ছদ্‌কা প্রদান করিয়া থাকে। সে এইরূপ গোপনীয়তা অবলম্বন করে যে, তাহার দক্ষিণ হস্ত যাহা খরচ করিয়াছে তাহার বাম হস্ত তাহা অবগত হইতে পারেনা।—বুখারী ও মুস্‌লিম।

عن النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لاظل الا ظله فذكر الحديث وفيه ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لاتعلم شماله ماتنفق يمينه

৫০৬। হযরত উক্‌বা বিন আমের (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়া-ছেন, (প্রলয় দিবসে) মানুষের মধ্যে চূড়ান্ত মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় ছদ্‌কার ছায়ায় আশ্রয়

قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم يقول كل امرأ فى ظل صدقته حتى يفصل بين الناس

www.ahlehadeethbd.org

গ্রহণ করিবে।—ইব্‌নে হিব্বান ও হাকিম।

৫০৭। হযরত আবু সাঈদ খুদরীর (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যেকোন মুসলিম অপর বস্ত্রহীন মুসলিমকে কাপড় দান করিবে, আল্লাহ তাহাকে বেহেশ্‌তের সবুজ কাপড় পরাইবেন। আর যেকোন মুসলিম অপর ক্ষুধার্ত মুসলিমকে আহার প্রদান করিবে আল্লাহ তাহাকে বেহেশ্‌তের ফলসমূহের দ্বারা আহার করাইবেন। এবং কোন মুসলিম তাহার অপর পীপাসু মুসলিম ভ্রাতাকে পানীয় বস্তু দান করিবে আল্লাহ তাহাকে (পরকালে) মোহরকৃত বিশুদ্ধ শরাব—মদীরা পান করাইবেন। —আবুদাউদ, এই হাদীসের সনদ দুর্বল।

عن النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال ايما مسلم كسا مسلما ثوبا على عرى كساه الله من خضر الجنة وايما مسلم اطعم مسلما على جوع اطعمه الله من ثمار الجنة وايما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم

৫০৮) হযরত হাকীম বিন হেযাম (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন, ঊর্ধ-হস্ত (দাতা) নিম্ন-হস্ত (গ্রহীতা) অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। দেখ, তুমি তোমার পরিবার হইতে ব্যয় আরম্ভ কর (যাহাদের ভরণ-পোষণ তোমার প্রতি অবশ্যম্ভাবী তাহাদিগকে সর্বাগ্রে দান কর অতঃপর উদ্বৃত্ত হইলে অন্যের প্রতি ব্যয় করিবে।) এবং অভাবগ্রস্ত না হওয়ার সময় ছদ্‌কা করা অতি উত্তম। যাহারা (মানুষের নিকট) সওয়াল করা হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিবে আল্লাহ তাহাদিগকে (সওয়াল করার অভিশাপ হইতে) মুক্ত রাখিবেন এবং যাহারা লোভ করিবেনা বরং নিজস্ব সম্পদে সন্তুষ্ট থাকিবে আল্লাহ তাহাকে পরমুখাপেক্ষী করিবেন না।—বুখারী ও মুসলিম। শব্দগুলি বুখারীর।

عن النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وخير الصدقة ماكان عن ظهر غنى ومن يستعف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله

৫০৯) হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে তিনি বলিয়াছেন, রসূলুল্লাহকে (দঃ) জিজ্ঞাসা করা হইল, হে আল্লাহর রসূল! কোন্ ছদ্‌কা সর্বোৎকৃষ্ট? রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, অল্প সম্পদ হওয়া সত্বেও উহা হইতে যে ছদ্‌কা করা হইয়া থাকে। আর দেখ, (যখনই তুমি দান কর তখন) তোমার পরিবারের হকদারদের প্রতিই সর্বাগ্রে দান করিও। —আহমদ ও আবুদাউদ; ইব্‌নে খুযায়মা, ইবনে হিব্বান এবং হাকিম ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

قيل يارسول الله اى الصدقة افضل قال جهد المقل وابدأ بمن تعول

৫১০) হররত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিলেন, তোমরা ছদ্‌কা কর জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহর রসূল! (যদি) আমার নিকট একটি দীনার (বা টাকা) থাকে (তাহাহইলে কি করিব?) তিনি বলিলেন, তোমার নিজের প্রতি ব্যয় কর। সে বলিল, যদি আর একটি থাকে? তিনি বলিলেন, তোমার সন্তানের জন্য ব্যয় করিবে? সে বলিল, যদি আরও একটি থাকে? তিনি ফরমাইলেন, উহা তোমার সহধর্মীণীর প্রতি রচ করিও। সে আরয করিল, যদি আরও একটি দীনার আমার নিকট থাকে তাহা হইলে উহা কি করিব? হুযূর বলিলেন, উহা তোমার ভৃত্যের প্রতি ব্যয় করিবে। সে পুনরায় আরয করিল, হুযূর, আরও একটি দীনার আমার নিকট থাকিলে উহা কি করিব হুযূর (দঃ)

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تصدقوا فقال رجل يارسول الله عندى دينار فقال تصدق به على نفسك قال عندى آخر قال تصدق به على ولدك قال عندى آخر قال تصدق به على زوجتك قال عندى آخر قال تصدق به على خادمك قال عندى آخر قال انت ابصر به

www.ahlehadeethbd.org

ইর্শাদ করিলেন, উহা কোথায় খরচ করা ভাল (উপযোগী) সেই সম্বন্ধে তুমিই অধিক জ্ঞাত রহিয়াছ।—আবুদাউদ ও নসায়ী। ইবনে হিব্বান এবং হাকিম ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

৫১১) জননী আয়েশা সিদ্দিকা (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন, নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন, যদি কোন স্ত্রীলোক স্বীয় (স্বামীর) গৃহের আহার্য হইতে দান করে কিন্তু উহাকে বিনষ্ট করেনা তাহা হইলে উক্ত দানের জন্য সে পুণ্য লাভ করিবে, তাহার স্বামী

عن النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اذا انفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها اجرها بما انفقت وازوجها اجره بما اكتسب واخازن مثل ذلك لاينقص بعضهم من اجر بعض شيأ

উপার্জনের জন্য পুণ্যের অধিকারী হইবে এবং খাজাঞ্চীও (হিসাব রক্ষা করার জন্য) এইরূপ পুণ্য লাভ করিবে, কেহ কাহারও পুণ্য হইতে কিঞ্চিৎ পরিমাণও হ্রাস করিবেনা[১]।—বুখারী ও মুসলিম।

৫১২) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, একদা ইবনে মসউদের স্ত্রী যয়নব রসূলুল্লাহর খিদমতে হাযির হইয়া বলিলেন; হে আল্লাহর রসূল; আপনি অদ্য

جاءت زينب امرأة ابن مسعود فقالت يارسول الله انك امرت اليوم بالصدقة وكان عندى حلى لى فاردت ان اتصدق به فزعم ابن مسعود

ছদকা (যকাত) দান করার নির্দেশ দান করিয়াছেন। আমার নিকট অলঙ্কার রহিয়াছে এবং আমি উহার

انه و ولده احق من تصدقت به عليهم فقال النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك احق من تصدقت به عليهم

ছদকা করার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে (আমার স্বামী) ইবনে মসউদ বলিলেন, তিনি এবং তাঁহার সন্তান আমার ছদকা পাওয়ার অধিক হকদার। রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিলেন, ইবনে মসউদ ঠিক বলিয়াছে, তোমার স্বামী এবং সন্তান তোমার ছদকা-প্রাপ্তির অধিক হকদার।—বুখারী।

৫১৩) হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, একজন লোক সর্বদা সওয়াল করিতে করিতে উহাতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িবে

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مايزال الرجل يسأل الناس حتى ياتى يوم القيامة وليس فى وجهه مضغة لحم

আর (অনাবশ্যক সওয়ালের জন্য) তাহার পরিণামে সেইব্যক্তি কিয়ামত দিবসে উত্থিত হইবে কিন্তু তাহার মুখমণ্ডলে গোশ্তের একটু অংশও থাকিবে না।—বুখারী ও মুসলিম।

৫১৪) হযরত আবু হুরায়রার (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ

من سأل الناس اموالهم تكثرا فانما يسأل جمرا

---

১) যেহেতু সাধারণ নিয়ম অনুসারে স্ত্রীলোকের জন্য স্বামী-গৃহ হইতে দান দক্ষিণা করার অনুমতি থাকেই সেইহেতু আলোচ্য হাদীসে স্ত্রীর ব্যয় করার সঙ্গে স্বামীর অনুমতির কথা উল্লেখিত হয় নাই। স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর সম্পদ হইতে খরচ—দান করা জায়েয কিনা এবং জায়েয হইলে উহা অনুমতি সাপেক্ষ কিনা এই সম্পর্কে সুধীবৃন্দের মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। তন্মধ্যে একদল বলিয়াছেন, যদি সামান্য পরিমাণ খরচ করিয়া থাকে যাহাতে স্বামীর সম্পদের কোনরূপ লোকসানের আশঙ্কা না হয় তাহা হইলে উহা জায়েয হইবে। পক্ষান্তরে অপর দল বলিতেছেন, যদি মোটামুটি ভাবেও স্বামীর অনুমতি থাকে তবে স্ত্রী খরচ করিতে পারিবে অন্যথায় নহে। তিরমিযী আবু উমামার বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন কোন স্ত্রীলোক স্বামী-গৃহ হইতে তাহার অনুমতি ব্যতীত কিছুই ব্যয় করিবেনা। আহার্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে হযরত বলিলেন, ইহা ত' আমাদের উত্তম সম্পদ। কিন্তু বুখারী কর্তৃক আবু হুরায়রার বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে, যদি কোন স্ত্রীলোক স্বামীর নির্দেশ ব্যতীতই ব্যয়—দান করে তবে সে অর্দ্ধেক পুণ্যের অধিকারী হইবে। হাদীস দ্বয়ের মধ্যে সমীকরণার্থে বলা হইয়াছে, স্ত্রীলোক যদি স্বামীর অনুমতিতে ব্যয় করিয়া থাকে তাহাহইলে সে পূর্ণ ছওয়াব লাভ করিবে। পক্ষান্তরে অনুমতি ছাড়া ব্যয় করিলে অর্দ্ধেক পুণ্যের অধিকারী হইবে। আর স্বামী কৃপণ হইলে তাহার অনুমতি ছাড়া ব্যয় করা নিষিদ্ধ কিন্তু যদি কৃপণ না হয় তাহাহইলে স্ত্রীর পক্ষে তাহার অনুমতি ছাড়াই ব্যয় করা জায়েয কিন্তু এমতাবস্থায় স্ত্রী অর্দ্ধেক পুণ্যের অধিকারী হইবে। অতএব এই বিবিধ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কোন হাদীসে "অনুমতি" শব্দটি বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং কোনটিতে হয় নাই।—অনুবাদক।

www.ahlehadeethbd.org

فليستقل او ليستكثر করিয়াছেন, যে ব্যক্তি স্বীয় মাল বৃদ্ধির জন্য মানুষের নিকট সওয়ালের হস্ত প্রসারিত করিয়া রাখে বস্তুতঃ সে নরকের অঙ্গার অর্জন করিতেছে। সুতরাং তাহার পক্ষে (সওয়াল করতঃ) উহা হ্রাস করা উচিত অথবা বর্ধিত করা উচিত (সেই কথা তাহার পক্ষে চিন্তা করা বাঞ্ছনীয়)।—মুস্‌লিম।

৫১৫) হযরত যুবায়র বিন আওওয়াম (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন, নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন, তোমাদের কেহ যদি রশি সংগ্রহ করিয়া উহা দ্বারা লাকড়ির আঁটি বাধিয়া নিজের পিঠে বহন করিয়া বিক্রয় করতঃ

عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لان يأخذ احدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من ان يسأل الناس اعطوه او منعوه

উহার মূল্যদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতে থাকে—এবং এইরূপে আল্লাহ তাহাকে সওয়ালের অভিশাপ হইতে রক্ষা করেন—তাহা মানুষের নিকট সওয়ালের হস্ত প্রসারিত করার চাইতে অনেক উত্তম। কারণ মানুষের নিকট সওয়াল করিলে তাহারা দিতেও পারে অথবা বঞ্চিতও করিতে পারে।—বুখারী।

৫১৬) হযরত সামুরা বিন জুন্দব (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, সওয়াল ক্ষত স্বরূপ যাহা দ্বারা মানুষ স্বীয় চেহারাকে বিক্ষত করিয়া থাকে।

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم المسئلة كدوح يكدح بها الرجل وجهه الا ان يسأل الرجل سلطانا او فى امر لابد منه

কিন্তু যদি কেহ শাসনকর্তার নিকট সওয়াল করে অথবা অতীব আবশ্যকীয় বিষয়ে সওয়াল করে (তাহা-হইলে উহা সেইরূপ হইবেনা)।—তিরমিযী ; তিনি ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

৪র্থ পরিচ্ছেদ ঃ

ছদ্‌কা বিতরণ

৫১৭) হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لاتحل الصدقة لغني الا لخمسة لعامل عليها او رجل اشتراها بماله او غارم او فى سبيل الله او مسكين تصدق عليه منها فاهدى منها لغني

সম্পদশালীর জন্য ছদকা বৈধ নহে কিন্তু পঞ্চবিধ লোকের জন্য বৈধ হইবে, ছদ্‌কা আদায় করার কার্যে নিযুক্ত কর্মচারী; যে ব্যক্তি স্বীয় সম্পদের বিনিময়ে উহা ক্রয় করিয়া লইয়াছে; ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি; আল্লাহর পথে সংগ্রামকারী এবং কোন দরিদ্রের প্রতি ছদ্‌কা প্রদত্ত হইয়াছে এবং সে কোনধনাঢ্য ব্যক্তিকে উহা উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করিলে তাহার পক্ষে উহা বৈধ হইবে।—আবুদাউদ ও ইবনে মাজাহ, হাকিম ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন কিন্তু উহাতে মুর্স'ল হওয়ার দোষ ধরিয়াছেন।

৫১৮) হযরত আবদুল্লাহ বিন আদী বিন খাইয়ার (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, দুইজন ব্যক্তি তাঁহার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন তাঁহারা উভয় রসূলুল্লাহর খিদমতে যকাতের মাল সওয়াল করার জন্য হাযির হইলেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) তাহাদের আপাদ-

ان رجلين حدثاه انهما اتيا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ليسألانه من الصدقة فقلب فيهما البصر فراهما جلدين فقال ان شئتما اعطيتكما ولاحظ فيها لغني ولا لقوى يكتسب

মস্তকের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ দেখিতে পাইলেন যে, তাহারা শক্তিশালী—যুবক। অতঃপর তিনি (দঃ) বলিলেন, যদি তোমরা ইচ্ছা কর তাহাহইলে আমি তোমাদিগকে দিতে পারি কিন্তু স্মরণ রাখিবে যে, মালদার এবং উপার্জনক্ষম শক্তিশালী লোকের জন্য উহাতে কোন অংশ নাই।—আহমদ ; আবুদাউদ ও নাসায়ী ইহাকে সবল বলিয়াছেন।

৫১৯) হযরত কবীসা বিন মখারিক হেলালী (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ বলিয়াছেন, তিন ব্যক্তি ব্যতীত অপর কাহারও পক্ষে সওয়াল করা

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ان المسئلة لاتحل الا لاحد ثلثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسئلة

www.ahlehadeethbd.org

حتى يصيبها ثم يمسك ورجل اصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسئلة حتى يصيب قواما من عيش ورجل اصابته فاقة حتى يقوم ثلثة من ذوى الحجى من قومه لقد اصابته فلانا فاقة فحلت له المسئلة حتى يصيب قواما من عيش فما سواهن من المسئلة ياقبيصة سحت ياكله صاحبه سحتا

বৈধ নহে। ১মঃ যে ব্যক্তি কোন ঋণ অথবা দিয়তের বোঝা (নিজের ঘাড়ে) উঠাইয়া লইয়াছে (এবং সওয়াল ব্যতীত উহা পরিশোধ করার তাহার কোন উপায় নাই) এমতাবস্থায় তাহার পক্ষে সওয়াল করা বৈধ হইবে উক্ত বোঝা অপসারিত না হওয়া পর্যন্ত। অতঃপর সওয়াল হইতে বিরত থাকা উচিত। ২য়ঃ কোন আকস্মিক বিপদ আপতিত হইয়া যেব্যক্তির ধন সম্পদ বিনষ্ট করিয়া ফেলে তাহার জীবন-যাপনের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত তাহার পক্ষে সওয়াল করা বৈধ হইবে। ৩য়ঃ যেব্যক্তি নিঃসম্বল হইয়া যায় এবং তাহার নিজ গোত্রীয় তিনজন বুদ্ধিমান লোকও তাহার এই দুরাবস্থার সাক্ষ্য প্রদান করে তাহার পক্ষেও তাহার অবস্থার পুনর্বহাল পর্যন্ত সওয়াল করা বৈধ হইবে। দেখ, কবীসা! ইহা ব্যতীত যাবতীয় সওয়াল অবৈধ; সওয়াল কারীরা উহা দ্বারা অবৈধই গ্রাস করিয়া থাকে।—মুসলিম, আবুদাউদ, ইবনে খুযায়মা ওই বনে হিব্বান।

৫২০) হযরত আবদুল মুত্তালিব বিন রবীআ বিন হারিস (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন, মুহাম্মদের (দঃ) বংশধরদের পক্ষে সদ্‌কা (ভক্ষণ করা) মুনাসিব নহে কারণ, উহা ত' মানুষের (শরীরের) ময়লা (স্বরূপ)। অপর বর্ণনাতে মুহাম্মদ (দঃ) এবং তদীয় বংশধরদের জন্য সদ্‌কা বৈধ—হালাল নহে বর্ণিত হইয়াছে।—মুসলিম।

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ان الصدقة لاتنبغى لآل محمد انما هى اوساخ الناس وانها لاتحل لمحمد ولا لآل محمد

৫২১) হযরত জুবায়র বিন মুত্‌ইম্‌ (রাযিঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি এবং উছমান বিন আফ্‌ফান (রাযিঃ) রসূলুল্লাহর (দঃ) খিদমতে উপস্থিত হইয়া আরয করিলাম, হে আল্লাহর রসূল, আপনি খয়বরের লড়াইয়ে অর্জিত গণিমতের পঞ্চমাংশ হইতে বনুল মুত্তালিবকে দান করিলেন এবং আমাদিগকে বঞ্চিত করিলেন কেন, অথচ তাহারা এবং আমরা সমপর্যায়ভুক্ত; রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিলেন, দেখ, মুত্তালিব বংশ এবং হাশিমী বংশ একই পর্যায়ভুক্ত। (তোমরা তাহাদের পর্যায়ভুক্ত নহে)—বুখারী।

فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم انما بنو المطلب وبنو هاشم شيئ واحد

৫২২) হযরত আবু রাফে' (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম (দঃ) মখ্‌যূম গোত্রীয় জনৈক ব্যক্তিকে সদকা—যকাত আদায়কারী নিযুক্ত করিলেন, তিনি আবু রাফে'কে বলিলেন, আপনিও আমার সহিত চলুন, আপনিও উহার কিছু অংশপ্রাপ্ত হইবেন। আবু রাফে' (রাযিঃ) বলিলেন, রসূলুল্লাহকে (দঃ) জিজ্ঞাসা না করিয়া আমি কখনও যাইতে পারিব না। অতঃপর তিনি হযরতের (দঃ) খিদমতে হাযির হইয়া সেই বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে হুযূর (দঃ) বলিলেন, দেখ, যে কোন সম্প্রদায়ের ভৃত্য তাহাদেরই দলভুক্ত হইয়া থাকে (তুমি আমাদের ভৃত্য হিসাবে আমাদেরই দলভুক্ত) এবং আমাদের জন্য যকাত (গ্রহণ করা) বৈধ নহে।—আহমদ, তিরমিযী, আবুদাউদ, নসায়ী, ইবনে খুযায়মা ও ইবনে হিব্বান।

فاتاه فسأله فقال مولى القوم من انفسهم وانا لاتحل لنا الصدقة

৫২৩) হযরত ছালেম বিন আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) স্বীয় পিতার মারফত রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) (কোন সময়) হযরত উমরকে (রাযিঃ) যকাতের মাল হইতে কিছু দান করিতেন, তখন হযরত উমর বলিতেন আমার চাইতেও

ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يعطى عمر العطاء فيقول اعطه افقر منى فيقول خذه فتموله او تصدق به وماجاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا

www.ahlehadeethbd.org

যাহারা অধিক দরিদ্র ইহা তাহাদিগকে প্রদান করুন। সেই সময় রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিতেন, (উমর,) ইহা গ্রহণ কর অতঃপর হয় উহাকে নিজের সম্পদে পরিণত কর না হয় সদকা করিয়া দাও। দেখ, তুমি এই সম্পদের লোভী এবং সওয়ালকারী না হওয়া সত্বেও যদি উহা তোমার অংশে পড়িয়া যায় তাহা-হইলে উহা (নিঃসংশয়ে) গ্রহণ কর এবং যাহা তোমার অংশভুক্ত হয়না তাহার জন্য লালায়িত হইওনা।—মুসলিম।

سائل فخذه وما لافلا تتبعه نفسك

পঞ্চম অধ্যায়

রোযার বিবরণঃ

৫২৪) হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহ (দঃ)বলিয়াছেন, এক দিনের রোযা কিংবা দুই দিবসের রোযা দ্বারা তোমরা রমযান মাসের অভ্যর্থনা করিওনা। কিন্তু যদি কেহ সেই দিবসে (পূর্ব হইতে নির্দ্দিষ্ট ভাবে) রোযা রাখিতে অভ্যস্ত থাকে তাহাহইলে সে উহাতে রোযা পালন করিতে পারিবে।—বুখারী ও মুসলিম।

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لاتقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه

৫২৫) হযরত আম্মার বিন ইয়াসীর (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে তিনি বলিয়াছেন, যাহারা সন্দেহ দিবসে (চাঁদ উঠিয়াছে কিনা এইরূপ সন্দেহ যে দিবসে)—রোযা পালন করে তাহারা বস্তুতঃ আবুল কাসেম (মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ) (দঃ) এর অবাধ্য—নাফরমান। ইমাম বুখারী হাদীসটি সনদ বিহীন (মুয়াল্লক) রেওয়ায়ত করিয়াছেন, আহমদ ও সুনন চতুষ্টয় উহাকে সনদ সহকারে (মওসুল) রেওয়ায়ত করিয়াছেন এবং ইবনে খুযায়মা ও ইবনে হিব্বান ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

قال من صام اليوم الذى يشك فيه فقد عصى ابا القاسم

৫২৬) হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, তোমরা চাঁদ দেখিয়া রোযা রাখ এবং চাঁদ দেখিয় রোযা পরিত্যাগ কর। কিন্তু যদি (আকাশ)মেঘাচ্ছন্ন থাকায় চাঁদ দর্শন করা না যায় তাহাহইলে মাসের গণনা পূর্ণ কর।—বুখারী ও মুসলিম। মুসলিমের বর্ণনাতেমাসের (গুণতি) ত্রিশ দিবস পূর্ণ কর, রহিয়াছে এবং বুখারীর বর্ণনাতে স্পষ্টভাবে গুণতি ত্রিশ পূর্ণ কর উল্লিখিত হইয়াছে। বুখারীতে হযরত আবু হুরায়রার (রাযিঃ) সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে (উপরোক্ত অবস্থায়) তোমরা শা'বান মাসের ত্রিশ [দিবস] পূর্ণ কর।

قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له ولمسلم فان اغمى عليكم فاقدروا له ثلاثين

৫২৭) হযরত ইবনে উমর (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে তিনি বলিয়াছেন, লোকে পরস্পর চাঁদ দর্শন করিতে চেষ্টা করিল এবং আমি রসূলুল্লাহর নিকট চাঁদ দেখার সংবাদ প্রদান করিলাম। রসূলুল্লাহ (দঃ) (আমার সংবাদে) রোযা রাখিলেন এবং অপর লোকদিগকেও রোযা রাখিতে নির্দেশ প্রদান করিলেন[১]। আবুদাউদ, হাকিম ও

فاخبرت النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم انى رأيته فصام وامر الناس بصيامه

১। রমযানের চাঁদ দেখা সম্বন্ধে একজন লোকের সাক্ষ্যই গৃহীত হইবে, আলোচ্য হাদীস ইহাই প্রমাণ করিতেছে। ইমাম আহমদ, ইমাম শাফেয়ী (বিশুদ্ধ মতানুসারে) এই মতই পোষণ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে অন্যান্য সুধীবৃন্দ দুইজন সাক্ষ্য হওয়া অপরিহার্য বলিয়াছেন। ইহারা আহমদ ও নসায়ী কর্তৃক আবদুর রহমান বিন যয়দের সূত্রে এবং আবুদাউদ ও দারকুত্‌নী কর্তৃক হারিস বিন হাতিবের সূত্রে বর্ণিত হাদীসের দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন। কিন্তু প্রথমোক্ত হাদীসে একজনের সাক্ষ্য গ্রহণ হওয়া স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছে, উহা পরবর্তী হাদিসের ইংগিতের দ্বারা রদ করা যাইবেনা। সুতরাং উহা গৃহীত হওয়াতে সন্দেহের অবকাশ নাই। অতএব একজন বিশ্বস্ত লোকের সাক্ষ্য দ্বারা রমযানের চাঁদ দর্শন প্রমাণিত হইবে। পক্ষান্তরে ঈদুল ফিত্‌রের চন্দ্র দর্শনের জন্য দুইজন বিশ্বস্ত লোকের সাক্ষ্য অপরিহার্য। আবুহুওয়া ব্যতীত সমস্ত সুধীবৃন্দের ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত—অনুবাদক।

www.ahlehadeethbd.org

ইবনে হিব্বান ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

৫২৮) হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে, জনৈক পল্লীবাসী রসূলুল্লাহর (দঃ) খিদমতে হাযির হইয়া বলিল, (হুযূর!) আমি অবশ্যই চন্দ্র দর্শন করিয়াছি। রসূলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি একথার সাক্ষ্য প্রদান কর কি যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নাই? সে বলিল, হ্যাঁ। হযরত (দঃ) বলিলেন, তুমি কি একথারও সাক্ষ্য প্রদান কর যে, মুহাম্মদ (দঃ) আল্লাহর রসূল। সে বলিল, জী হ্যাঁ। অতঃপর রসূলুল্লাহ (দঃ) বিলালকে লোকদের মধ্যে আগামীকল্য হইতে রোযাব্রত পালন করিবার জন্য ঘোষণা করিতে নির্দেশ প্রদান করিলেন।—আহমদ ও সুনন। ইবনে খুযায়মা ও ইবনে হিব্বান ইহাকে বিশুদ্ধ এবং নসায়ী ইহাকে মুর্সল বলিয়াছেন।

ان اعرابيا جاء الى النبى صلى الله تعالى عليه واله وسلم فقال انى رأيت الهلال فقال اتشهد ان لااله الا الله قال نعم قال اتشهد ان محمدا رسول الله قال نعم قال فاذن فى الناس يابلال ان يصوموا غدا

৫২৯) জননী হাফ্সা (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন যেব্যক্তি রাত্রিকালে ফজরের পূর্বে রোযার নিয়ত করিবেনা তাহার রোযা (কবুল) হইবেনা।—আহমদ ও সুনন। ইমাম তিরমিযী ও নাসায়ী এই হাদীসের মওকুফ (ছাহাবী পর্যন্ত সমাপ্ত) হওয়াকেই সবল (রাজেহ্) বলিয়াছেন। পক্ষান্তরে ইবনে খুযায়মা ও ইবনে হিব্বান ইহার মর্ফু'—রসূলুল্লাহ (দঃ) পর্যন্ত পৌছিয়াছে এরূপ—হওয়াকেই বিশুদ্ধ বলিয়াছেন। দারকুতনী কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, যেব্যক্তি রাত্রিযোগে রোযাকে ফর্য করিবেনা—উহা ফর্য বলিয়া নিয়ত করিবেনা—তাহার রোযা (গ্রহীত) হইবেনা।

ان النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له

৫৩০। জননী আয়েশার (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত, তিনি বলিয়াছেন, একদার রসূলুল্লাহ (দঃ) আমার নিকট আগমন করতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের নিকট আহার্য কিছু আছে কি? আমি বলিলাম, নাই। তখন হযরত (দঃ) বলিলেন, তাহাহইলে আমি এখন হইতে রোযার নিয়ত করিয়া ফেলিলাম। অতঃপর অন্য এক দিবস হযরত তশ্রীফ আনয়ন করিলে আমি বলিলাম, [হুযূর!] আমাদের জন্য খাজুর, আটা ও ঘৃত মিশ্রিত [খিচুড়ি জাতীয়] হাইস উপঢৌকন স্বরূপ প্রেরিত হইয়াছে। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আমাকে উহা দেখাও। আমি ত' অদ্য রোযা অবস্থায় প্রভাত করিয়াছি। (অর্থাৎ নফল রোযা পালন করিতেছি)—উল্লিখিত খিচুড়ি নীত হইলে—তিনি উহা ভক্ষণ করিলেন।—মুসলিম।

دخل على النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيئ قلنا لاقال انى اذا صائم ثم اتانا يوما اخر فقلنا اهدى لنا حيس فقال اريه فلقد اصبحت صائما فاكل

৫৩১) হযরত সহল বিন স'দ (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, মুসলিম সমাজ যতক্ষণ পর্যন্ত (রোযা) ইফ্তার করায় ত্বরান্বিত হইবে ততদিন তাহারা কুশলেই থাকিবে।—বুখারী ও মুসলিম। তিরমিযীতে হযরত আবুহুরায়রা (রাযিঃ) কর্তৃক রসূলুল্লাহ (দঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, মহিমান্বিত প্রভু আল্লাহ বলিয়াছেন, যাহারা (সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই) ইফ্তার করিতে ত্বরান্বিত হইবে তাহারাই আমার প্রিয় বান্দা।

ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال لايزال الناس بخير ماعجلوا الفطر

৫৩২) হযরত আনস বিন মালেক (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন, (মুসলিম সমাজ,)—রোযা ব্রত পালনের জন্য—প্রভাতী—ছেহ্রীর আহার অবশ্যই গ্রহণ কর। কারণ উহাতে প্রচুর বরকত নিহিত রহিয়াছে।—বুখারী ও মুসলিম।

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تسحروا فان فى السحور بركة

৫৩৩) হযরত সল্মান বিন আমির যব্বী (রাযিঃ)

www.ahlehadeethbd.org

প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, তোমাদের ইফ্‌তার করার সময় খাজুর দ্বারাই ইফ্‌তার করা উচিত। যদি উহা পাওয়া না যায় তাহাহইলে পানি দ্বারাই ইফ্‌তার করা উচিত। কারণ, উহা পবিত্র।—আহমদ ও সুনন। ইবনে খুযায়মা, ইবনে হিব্বান ও হাকিম ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اذا افطر احدكم فليفطر على تمر فان لم يجد فليفطر على ماء فانه طهور

৫৩৩) হযরত আবু হুরায়রার (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) (ছেহ্‌রী ও ইফ্‌তার না করিয়া) বিরামহীন রোযা পালন করিতে নিষেধ করিলে জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করিয়া বলিল, হে আল্লাহর রসূল(দঃ), আপনি ত' এইরূপ রোযা পালন করিয়া থাকেন। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তোমরা কি আমার ন্যায় হইতে পার? আমি ত' নিশিযাপন করি এবং আমার প্রভু (আল্লাহ) আমাকে আহার ও পানীয় (বস্তুর শক্তি) প্রদান করেন। অতঃপর যখন সাহাবায়ে কেরাম উক্ত রূপ রোযা পালনে বিরত থাকিবেন না বলিয়া হযরত অনুভব করিলেন তখন তিনি ক্রমান্বয়ে (صوم وصال) বিরতাহীন রোযা পালন করিতে লাগিলেন। এবং সাহাবাগণও তাঁহার অনুসরণ করিলেন। এইরূপে দুই দিবস রোযা পালনের পর দৈবক্রমে (শওওয়ালের) চন্দ্র দর্শন করা হইল। অতঃপর রসূলুল্লাহ (দঃ) সাহাবাগণকে—তাহাদের এই রোযা হইতে বিরত না হওয়ার জন্য—সতর্ক করিয়া বলিলেন, যদি এত শীঘ চন্দ্রোদয় না হইত তাহাহইলে আমি এইরূপ রোযা আরও বেশী করিতাম।—বুখারী ও মুসলিম।

قال نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن الوصال فقال رجل من المسلمين فانك تواصل يارسول الله قال وايكم مثلى انى ابيت يطعمنى ربى ويسقينى فلما ابوا ان ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لوتأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين ابوا ان ينتهوا

৫৩৫) হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যাহারা (রোযা রাখা সত্বেও) মিথ্যা উক্তি ও আচরণ এবং গোঁয়াতুর্মি পরিহার করিলনা,—তাহাদের পানাহার বিরতির আল্লাহ কোন প্রয়োজন বোধ করেন না।—বুখারী ও আবুদাউদ। শব্দগুলি আবু দাউদ হইতে গৃহীত।

من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة فى ان يدع طعامه وشرابه

৫৩৬) হযরত আয়েশা (রাযিঃ) ফরমাইয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) (স্বীয় স্ত্রীকে) রোযা অবস্থায় চুম্বন করিতেন এবং রোযা রাখিয়া (স্ত্রীদের সহিত) আলিঙ্গন করতঃ শয়ন করিতেন। কিন্তু তিনি স্বীয় প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণে তোমাদের চাইতে অধিক সক্ষম ছিলেন। (—অর্থাৎ তোমরা হযরতের ন্যায় নহ সুতরাং তোমাদের পক্ষে রোযা অবস্থায় এইরূপ কার্য হইতে বিরত থাকাই বাঞ্ছনীয়।)—বুখারী ও মুসলিম। শব্দগুলি মুস্‌লিমের। মুস্‌লিমের অপর বর্ণনাতে রমযান (মাসে) বর্ধিত হইয়াছে।

كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان املككم لاربه

৫৩৭) হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম (দঃ) ইহ্‌রাম ও রোযাব্রত পালন করা অবস্থায় সিঙ্গা লাগাইয়াছেন।—বুখারী।

ان النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم

৫৩৮) হযরত শদ্দাদ বিন আওস (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বকী' নামক স্থানে আগমন করিয়া দেখিতে পাইলেন যে; একজন লোক রমযান মাসে শিঙ্গা লাগাইতেছে। ইহা দর্শন করতঃ ইর্শাদ করিলেন যে, যে শিঙ্গা গ্রহণ করিতেছে এবং যে শিঙ্গা প্রদান করিতেছে উভয়ের রোযা নষ্ট হইয়া গিয়াছে[১]। (চলবে)

ان النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم فى رمضان فقال افطر الحاجم والمحجوم

১) ৫৩৭ নম্বর ও ৫৩৮ নম্বর হাদীসে যে বিরোধ পরিলক্ষিত হইতেছে উহার সমীকরণার্থে বলা হইয়াছে, (ক) প্রথমটি মনসুখ আর দ্বিতীয়টি নাসের অর্থাৎ পরবর্তী হাদীস দ্বারা পূর্ববর্তী হুকুম রহিত হইয়া গিয়াছে (খ) যাহারা দুর্বল এবং শিঙ্গা গ্রহণ করিলে দুর্বলতা নিবন্ধন যাহাদের রোযা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা হয় তাহাদের পক্ষে উহা মকরূহ নাপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে যাহারা এরূপ নহে তাহাদের জন্য উহা নিষিদ্ধ নহে। আমাদের মতে উভয় অবস্থাতে উহা হইতে বিরত থাকাই বাঞ্ছনীয়।—অনুবাদক।

www.ahlehadeethbd.org

কুরআনের দৃষ্টিতে সত্য ধর্ম

—মোহাম্মদ আবদুছ ছামাদ এম, এম,

সৃষ্টি-জগতে মানব জাতিকে স্রষ্টা নিজেই সকল সৃষ্ট-জীবের উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চ সম্মান দানে মহিমান্বিত করিয়াছেন। মানব-সৃষ্টির পর মুহূর্ত হইতে অদ্যাবধি সর্বক্ষণেই সাধারণভাবে এই সত্যটি স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে। আল্লাহ্ তাআলার মনোনীত মানব-ধর্ম ইস্‌লামের নীতি, বিধান ও আদর্শে পরিপূর্ণ শাশ্বত ও চিরন্তন ধর্মগ্রন্থ কোরআনে আযীমেও এই সত্যটি যথাযথ ভাবেই স্বীকৃত হইয়াছে। মোটের উপর জাতিগতভাবে মানব জাতি যে সকল জাতিসমূহের উপরই উচ্চ সম্মানের অধিকারী, তাহা সর্বস্বীকৃত বাস্তব সত্যই বটে। যেহেতু মানব জাতি শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চ সম্মানের অধিকারী হিসাবে মহিমান্বিত হইয়াছে, কাজেই তাহাদিগকে যে সর্বোপরি দায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ণ হইতে হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। স্রষ্টা ও নিয়ামক আল্লাহ্ তাআলা নবী ও রছুলগণের মধ্যস্থতায় তাহাদিগকে নিজ নিজ দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করিতে আদৌ কসুর করেন নাই। কিন্তু এই শ্রেষ্ঠতম জাতি মানব সমাজ নিজেদের প্রকৃত কর্তব্য ভুলিয়া আজ আধুনিক সভ্যতার কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হইয়া স্ফীত হইয়া চলিয়াছে। বিংশ শতাব্দির জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ সাধনের সুবর্ণ যুগ সন্ধিক্ষণে ও বহু প্রকার অসম্ভবের সম্ভাবনা মুহূর্তে প্রগতিশীল মানব সমাজ মানবত্বের উৎকর্ষ সাধন করিতে করিতে স্রষ্টাকে পর্যন্ত অস্বীকার করার দুঃসাহসও দেখাইয়া চলিয়াছে। এই দুঃসাহসিক নাস্তিকতার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রকে সাফল্যমণ্ডিত করার নিমিত্ত তাহারা বিশেষ তৎপরতার সহিত নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালাইতেও বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিয়াছে। আবাহমান কাল হইতে স্রষ্টা সম্বন্ধে মানব সমাজের যে সকল আকীদা বা বিশ্বাস প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে, মোটামুটিভাবে তাহার বিচার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে আকীদা বা বিশ্বাস অনুসারে সাধারণতঃ তাহাদিগকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা সংক্ষিপ্ত ভাবে মানব জাতির এই পাঁচটি সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়া স্রষ্টা ও প্রভু আল্লাহ্ তাআলার মনোনীত সম্প্রদায়টির প্রতি আলোকপাত করিতে সচেষ্ট হইব।

প্রথম সম্প্রদায় একেশ্বরবাদী সম্প্রদায়; তাহাদের আকীদা ও বিশ্বাস মতে পরম পূজনীয় প্রভু আল্লাহ তাআলা একজন। তিনি অদ্বিতীয় ও একচ্ছত্র অধিপতি। তাঁহার সত্ত্বা ও গুণাবলীতে তাঁহার সমতুল্য আর কেহই নাই। সকল প্রকার কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা, ভক্তি ও শ্রদ্ধা এবং পূজা ও অর্চনা একমাত্র তাঁহারই প্রাপ্য। তাঁহার পিতা মাত, পুত্র কন্যা, পরিবার পরিজন কিছুই নাই। তিনি সর্বক্ষণ হইতে বিদ্যমান আছেন এবং সর্বদাই থাকিবেন। তাঁহার অস্তিত্ব শাশ্বত ও চিরন্তন। তিনি ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল এবং এতদউভয়ের যাবতীয় বস্তুসমূহের স্রষ্টা ও দ্রষ্টা, নিয়ামক ও ব্যবস্থাপক এবং সর্বোপরি উহাদের একমাত্র অধিপতি ও রক্ষণাবেক্ষণকারী।

দ্বিতীয় সম্প্রদায়:—দ্বিত্ববাদী সম্প্রদায়; তাহারা পূজনীয় প্রভু দুই জন বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকে। এক আল্লাহ তাআলাকে প্রভু ও পূজনীয় বলিয়া মান্য করিয়া এবং তাঁহার পূজা অর্চনা করিয়া তাহারা পরিতৃপ্ত হইতে পারেনাই। মহাগ্রন্থ কুরআনে এই সম্প্রদায়টিকে "ইয়াহুদ" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন; ইয়াহুদ সম্প্রদায় উক্তি করিয়াছে যে, হযরত عزير ابن وقالت اليهود উযাইর আল্লাহ তাআলার الله পুত্র"। যেহেতু হযরত উযাইরকে তাহারা আল্লাহর পুত্র বলিয়া বিশ্বাস করিয়া নিয়াছে, কাজেই তাহারা তাঁহাকে আল্লাহতাআলার স্থলাভিষিক্ত হিসাবে পূজনীয় প্রভু বলিয়া স্বীকার করিয়া নিতে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আদৌ কুণ্ঠাবোধ করেনাই। প্রকৃতপ্রস্তাবে দ্বিত্ববাদী ইয়াহুদ সম্প্রদায়ের আকীদা বাস্তবতার পরিপন্থী একটি ভিত্তিহীন আকীদা মাত্র, তাহাদের এই আকীদা বা বিশ্বাসের যৌক্তিকতার সপক্ষে আদৌ কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

তৃতীয় সম্প্রদায় :—তৃত্ববাদী সম্প্রদায় ; তাহারা পূজনীয় প্রভু তিনজন বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকে। পরম পূজনীয় আল্লাহ তাআলার পূজা অর্চনা করিয়া তাহারাও পরিতৃপ্ত হইতে পারেনাই। অধিকন্তু তাহারা আল্লাহ তাআলার স্ত্রী ও পুত্র বলিয়া যথাক্রমে হযরত মরয়ম ও হযরত ঈছা (আ:)কে পূজনীয় প্রভু হিসাবে গ্রহণ করিয়া নিয়াছে। মহাগ্রন্থ কোরআনে হাকীমে এই সম্প্রদায়টিকে "নাছারা" (খৃষ্টান) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। যথা আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন, "খৃষ্টান সম্প্রদায় এই وقالت النصارى ان الله ثالث ثلثة উক্তি করিয়াছে যে, আল্লাহ তাআলা তিন জন (পূজনীয়) প্রভুর মধ্যে তৃতীয়"। যেহেতু তাহারা হযরত মরয়ম ও হযরত ঈছা (আ:)কে যথাক্রমে আল্লাহর স্ত্রী ও পুত্র বলিয়া মানি করিয়া নিয়াছে, কাজেই তাহারা তাঁহাদিগকে আল্লাহ তাআলার অংশীদার হিসাবে পূজনীয় প্রভু বলিয়া অবলম্বন করিয়াছে। তাহাদের এই আকীদা ও দাবীর অনুকূলে কোন যুক্তি বা প্রমাণ বিদ্যমান নাই। পক্ষান্তরে তাহাদের দাবীর প্রতিবাদে মহাগ্রন্থ কোর্আনে মজিদে একাধিক আয়াত বিদ্যমান রহিয়াছে। দ্বিত্ববাদী ও তৃত্ববাদী দুইটি সম্প্রদায়ের অযৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য মহাগ্রন্থ কোর্আনে মুবীনের "ছুরত এখ্লাছ" কে আমরা যথেষ্ট বলিয়া মনে করিতেছি। প্রসঙ্গক্রমে এখানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, ইয়াহুদ সম্প্রদায়ের এই মুশ্রেকী আকিদার সহিত হযরত উযাইরের আদৌ কোন সম্পর্ক নাই। অনুরূপভাবে খৃষ্টান সম্প্রদায়ের উক্ত মুশ্রেকী আকিদার সহিত হযরত ঈছা ও মরয়ম(আ:)এর অবশ্যই কোনও সম্পর্ক নাই।

চতুর্থ সম্প্রদায় বহু ঈশ্বরবাদী সম্প্রদায়, তাহাদের আকীদা ও বিশ্বাস মতে পূজনীয় প্রভু একজন, দুইজন বা তিনজন নহেন বরং পূজনীয় প্রভুর সংখ্যা আরো অধিক। এই বহু ঈশ্বরবাদীদিগকে কোর্আনে আযীমে মুশরিক বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ইছলামী ইতিহাসের সহিত যাহাদের যৎসামান্যও পরিচয় রহিয়াছে তাহাদের ইহা অবিদিত নহে যে, মক্কার বহু ঈশ্বরবাদী মুশ্রিকগণ কাবাশরীফের অভ্যন্তরে ৩৬০টি মূর্তি প্রতিমাকে সসম্মানে পূজনীয় প্রভু আল্লাহ্ তাআলার আসনে সমাসীন রাখিয়া উহাদের পূজা অর্চনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। হিন্দ উপমহাদেশের হিন্দু সমাজ তাহাদের পূজনীয় দেব দেবীর সংখ্যা বর্দ্ধিত করিতে করিতে তেত্রিশ কোটি দেবতাকে পূজনীয় বলিয়া বিশ্বাস করিয়া উহাদের পূজা অর্চনায় আত্মনিয়োগ করত: তাহারা নিজেদের ধার্মিকতার পরিচয় দিয়া আসিতেছে। এই মুশ্রেকী আকীদা ও বিশ্বাস সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত, কাজেই তাহাদের এই অসদাচরণকে সৃষ্টিকর্তার প্রতি চরম অবিচার বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। পবিত্র কোরআন মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা ان الشرك لظلم عظيم করিয়াছে ; "নিশ্চয়ই শিরক্ বা অংশীবাদ একটা জঘণ্যতম অবিচার ছাড়া আর কিছুই নহে"। মানবজাতি আল্লাহ্ তাআলার শ্রেষ্ঠতম মখ্লুক হিসাবে গৌরবান্বিত হইয়াও তাহারা তাহাদের স্বহস্ত নির্মিত প্রতিমা-মূর্তিগুলিকে অথবা তাহাদের চাইতে নিকৃষ্ট বস্তুগুলিকে পূজা অর্চনা করিবে, ইহার চাইতে অধ:পতন তাহাদের জন্য আর কি হইতে পারে! এই হীন মানসিকতা তাহাদের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত থাকিলে স্রষ্টার চিরাচরিত বিধান অনুসারে তাহারা শ্রেষ্ঠতম জাতি হইয়াও সর্ব নিম্ন ও নিকৃষ্টতম স্তরে নিক্ষিপ্ত হইবে, ইহাতে বিন্দু মাত্রও সন্দেহের অবকাশ নাই।

পঞ্চম সম্প্রদায় নিরীশ্বরবাদী সম্প্রদায় ; তাহাদের আকীদা ও বিশ্বাস মতে পূজনীয় প্রভু, স্রষ্টা, নিয়ামক ও প্রতিপালক বলিতে কেহই নাই। মানব, দানব ও অন্যান্য জীব-জন্তু এবং তাহাদের জীবিকা আবাহমান কাল হইতেই স্বাভাবিক নিয়মে নির্বাহ হইয়া আসিতেছে, ইহার ব্যতিক্রম কখনও হইবেনা। বরং সর্বদাই স্বাভাবিকভাবে এই অবস্থা বিদ্যমান থাকিবে। পৃথিবী কখনও লয়প্রাপ্ত হইবে না এবং কিয়ামত বলিতে কিছুই নাই।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পরকালের হিসাব নিকাশ আবার কিসের? জীবনাবসানের পর কোনই পরিণতি নাই। এই সব মোল্লা-মৌলভীদের কল্পিত কাহিনী, অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নহে। এই মতবাদ কম্যুনিজম মতবাদেরই নামান্তর। যদিও সোভিয়েট রাশিয়া এই মতবাদের গোঁড়াগোড়ি সমর্থক ও প্রচারক, কিন্তু পাক ভারত উপমহাদেশও এই মতবাদের কুহেলিকা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকিতে পারে নাই। বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনের সুবর্ণ যুগে নিরীশ্বরবাদ ব্যতীত অবশিষ্ট মতবাদ চতুষ্টয়ের শিক্ষিত সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যাও নিরীশ্বরবাদী সম্প্রদায়ের অযৌক্তিক প্রভাবে সম্মোহিত হইয়া কম্যুনিজম মতবাদকে সমর্থন জানাইয়া নিজেদের পাণ্ডিত্য ও প্রগতিশীলতার পরিচয় দিতে আদৌ কুণ্ঠাবোধ করে নাই। পক্ষান্তরে বড়ই সুখের বিষয় এই যে, বিশিষ্ট যুক্তিবাদী সুপণ্ডিত ও সুবিজ্ঞ মনিষীবৃন্দের প্রশংসনীয় প্রচেষ্টার ফলে সাধারণতঃ পাক-ভারত উপমহাদেশে এবং বিশেষতঃ পাকিস্তান রাষ্ট্রে এই কম্যুনিজম মতবাদ ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হইতে পারে নাই।

বিশ্ব জগতে আল্লাহ্ তাআলার অস্তিত্ব সম্বন্ধে যাহারা বাগবিতণ্ডা করিয়া বেড়ায়, তাহাদের দাবী যে কিরূপ শূন্যগর্ভ, পবিত্র কোরআনে অতি সংক্ষেপে তাহার স্বরূপ বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আল্লাহ্ তাআলা বলিয়াছেন, "আর কোন কোন মানুষ এইরূপ আছে, যাহারা সাধারণ জ্ঞান ব্যতীত এবং আল্লাহ্ তাআলার স্পষ্ট বর্ণনা সম্বলিত কেতাবের অভিজ্ঞতা ব্যতীত আল্লাহ সম্বন্ধে বাগ-বিতণ্ডা করিয়া থাকে"। (ছুরত হজ্জ ৮ আয়াত)

ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير

প্রথমতঃ নিজস্ব কোনও গভীর জ্ঞান তাহাদের নাই, তাহারা শুধুমাত্র পরমুখী ও পল্লবগ্রাহী ছাড়া আর কিছুই নহে। দ্বিতীয়তঃ যুক্তি ও প্রমাণের সঙ্গে তাহাদের দাবী দাওয়ার বিন্দুমাত্রও কোন সংস্রব নাই। যাঁহারা বর্তমান বিজ্ঞান যুগের দ্রষ্ট, স্রষ্টা ও প্রবর্তক, আল্লাহর অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাহারা কি সাক্ষ্য দিয়াছেন ও দিতেছেন, এই পল্লবগ্রাহীদের অধিকাংশই সেই খবরের সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত। তৃতীয়তঃ আল্লাহর কেতাব মহাগ্রন্থ কোরআনে হাকীমে এই সম্বন্ধে যাহা কিছু আলোচিত হইয়াছে, তাহার সন্ধান নেওয়াও ইহারা আবশ্যক মনে করে না। জনসাধারণকে এই উচ্ছৃঙ্খলতার কবলে নিক্ষেপ করিয়া বিপথগামী করাই এই সব বুদ্ধিমানদের প্রধানতম উদ্দেশ্য।

আকীদা বা বিশ্বাসগতভাবে মানব সমাজের এই পঞ্চবিধ মতবাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়ার পর আল্লাহ তাআলার মনোনীত একেশ্বরবাদ তথা তাঁহার চরম ব্যবস্থা "দীন ইছলাম ও শরীআতে মোহাম্মদীয়"র অবলম্বনকারী, সমর্থক ও প্রচারক একেশ্বরবাদী মুয়াহ্হিদ সম্প্রদায়ের মোকাবেলায় অবশিষ্ট মতবাদ চতুষ্টয়কে ধারাবাহিকভাবে আমরা মহিমান্বিত কোরআনের আলোকে অবলোকন করিতে সচেষ্ট হইব। দ্বিত্ববাদ, ত্রিত্ববাদ, বহু ঈশ্বরবাদ ও নিরীশ্বরবাদ এই চারিটি মতবাদকে আমরা আলোচনার সুবিধার জন্য দুইটি মতবাদ বলিয়াই অভিহিত করিব, প্রথমোক্ত তিনটি মতবাদ একেশ্বরবাদের পরিপন্থী আস্তিকতা আর শেষোক্ত মতবাদটি নাস্তিকতা। এই আস্তিকতা ও নাস্তিকতার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া আমরা প্রথমোক্ত মতবাদের সমর্থকারী মুশরেকদের সমালোচনায় মহাগ্রন্থ কোরআনে হাকীমের সমঅর্থবোধক বহুবিধ আয়াতের মধ্য হইতে "ছুরত ইউনুছ" এর অষ্টাদশ আয়তের দিকে পাঠকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন, "আর তাহারা আল্লাহ ব্যতীত এমন সব বিষয় ও বস্তুর এবাদত করিয়া থাকে, যাহা তাহাদের কোনও ক্ষতি করিতে পারে না এবং কোনো উপকারও করিতে পারে না, অথচ তাহারা (তাহাদের এই মোশরেকী কাজের কৈফিয়ত হিসাবে) বলিয়া থাকে:—"ইহারা সব হইতেছে আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারেশকারী;" (হে রছুল!) আপনি

ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل اتنبؤن الله بما لايعلم فى السموات ولا فى الارض سبحنه وتعالى عما يشركون

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(তাহাদিগকে) জিজ্ঞাসা করুন :—"তোমরা কি (ইহাদের দ্বারা) আকাশ ও ধরণীর সেই তথ্যগুলি আল্লহকে জানাইয়া দিতে চাও যাহা তিনি অবগত নহেন"? প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ তাআলা হইতেছেন এই লোকগুলির মোশরেকী কার্যকলাপ হইতে অতি মহান ও পবিত্র"। চুরত ইউনুছঃ—১৮ আয়ত।

দুনয়ার প্রত্যেক মুশ্‌রিক কওম মুখ্যতঃ আল্লাহকে স্বীকার করিয়া থাকে। মক্কার পৌত্তলিক আরবগণ স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করিত যে, আল্লাহই হইতেছেন আছমান ও জমীনের সৃষ্টিকর্তা। আমাদের দেশের হিন্দু সমাজও তাহাদের শাস্ত্রের ঘোষণা অনুসারে এই বাস্তব সত্যটি অস্বীকার করিতে পারে নাই। এই সকল শ্রেণীর ঈশ্বরবাদীরা মুখে মুখে আল্লহকে পরমেশ্বর বা পরম পূজনীয় প্রভু বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও সঙ্গে সঙ্গে তাহারা এমন সব বিষয় ও বস্তুর পূজা অর্চনা করিয়া থাকে, যাহাদের কাহারও ক্ষতি বা উপকার করার বিন্দুমাত্রও ক্ষমতা নাই। জিজ্ঞাসা করা হইলে তাহারা উত্তরে বলিয়া থাকে—"ভালমন্দের মালেক যে আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কেহই নাই তাহা আমরাও স্বীকার করি। কিন্তু অতি সামান্য মানুষ আমরা, তাঁহার দরগাহে নিজেদের আবেদন পৌছাইবার মত ক্ষমতা আমাদের নাই। কাজেই আমরা ঠাকুর দেবতা, মুনি-ঋষি বা পীর ফকীরদের শরণাপন্ন হইয়া থাকি। তাঁহারা আমাদের জন্য সেই মহান প্রভু আল্লাহ তাআলার কাছে সুপারেশ করিয়া আমাদের যাবতীয় উদ্দেশ্য সফলতার ব্যাপারে আমাদিগকে সাহায্য করিয়া থাকেন।" উপরোল্লিখিত আয়াতের শেষাংশে এই নিছক মোশরেকী দর্শনের চরম প্রতিবাদ করা হইয়াছে। মোটের উপর আকাশ ও পৃথিবীর কোনো বিষয়ও বস্তু আল্লাহর অবিদিত নাই। তিনি প্রজ্ঞাময়, করুণাময়, ন্যায়বান, কৃপানিধান ও সর্বশক্তিমান। সুতরাং তাঁহার হুজুরে আবেদন জানাইবার নিমিত্ত কোন উকীল ধরার বা সুপারিশ সংগ্রহ করার আদৌ কোন সঙ্গত কারণ নাই। এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, নিজেদের অপকর্মের সমর্থনের জন্য এই শ্রেণীর যুক্তির অবতারণা করিয়া থাকে যাহারা, আয়াতে তাহাদিগকে স্পষ্ট ভাষায় মুশরিক বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। মুছলমান সমাজে আজও এই শ্রেণীর অহেতুক যুক্তিবাদের প্রাদুর্ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। তাই উক্ত আয়তটির তাৎপর্য সম্বন্ধে বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবার জন্য আমরা পাঠকবর্গকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি।

আল্লাহ্ ব্যতীত আর যে কেহ বা যাহা কিছু আছে, মানুষের অপকার বা উপকার করার কিছুমাত্র ক্ষমতাও তাহাদের কাহারো নাই। সুতরাং তাহাদিগকে ডাকা বা তাহাদের (গায়রুল্লাহ্‌র) শরণাপন্ন হওয়ার কোনই সার্থকতা নাই। আল্লাহ্‌র কুদ্‌রতে এবং তাঁহার গুণে ও ক্ষমতায় দখল দেওয়ার মতো শক্তি বা অধিকার আর কাহারও নাই এবং থাকিতেও পারেনা। আমরা বিপদে পতিত হইলে ছুটিয়া যাই কোন মাজারে—তাহাতে অবস্থিত মৃত ব্যক্তি বিশেষের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করার উদ্দেশ্যে—অথচ আল্লাহ্ তাআলাকে ভুলিয়া যাইতেও আমরা কসুর করিনা। ফলতঃ এইরূপে পীর-পূজা, গোরপূজা, আহবার রোহবান বা পণ্ডিত পুরোহিত পূজা, জেন পূজা, প্রেত ও আছেব পূজা প্রভৃতি শের্‌কী আমল ও আকীদাগুলি এক দল মুসলমানের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। অথচ শেখ আবদুল কাদের জীলানী, মুয়ীনুদ্দীন চিশ্‌তী, নেজামুদ্দীন আওলিয়া, মুজাদ্দেদে আলফেছানী প্রমুখ ভক্তিভাজন সাধকগণ নিজেরাই এই সব কুকর্ম হইতে নিবৃত্ত থাকার জন্য মুসলমান সমাজকে পুনঃ পুনঃ তাকীদ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের রচীত গ্রন্থাবলী এবং তাঁহাদের মালফুজাত ও মাকতুবাত ইহার অকাট্য প্রমাণ। এই সব প্রমাণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও এই সকল মহাজনকে কেন্দ্র করিয়া ইছলামের পরিপন্থী যে সকল অনাচার প্রচলিত হইয়া চলিয়াছে উহা যে সম্পূর্ণ অবাস্তব ও ভিত্তিহীন তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

দুনয়ার বুকে আজও এমন সব লোক বিদ্যমান রহিয়াছে যাহারা আল্লাহকে অস্বীকার করে না, বাহ্যতঃ কাহাকেও আল্লাহ্‌র শরীক বলিয়াও প্রকাশ করেনা। কিন্তু তাহারা মনে মনে এমন সব ধারণা পোষণ করিয়া

www.ahlehadeethbd.org

Contents

থাকে, অথবা বাস্তবক্ষেত্রে এমন সব কার্য করিয়া থাকে যাহার দ্বারা নিশ্চিতভাবে প্রতিপন্ন হয় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কিছু বা অন্য কাহাকেও ইহারা ইষ্টদানের বা অনিষ্ট করার অধিকারী বলিয়া মনে করিতেছে। শেরকের প্রসঙ্গ উঠিলে শুধুমাত্র হিন্দুদের পুতুল প্রতিমার প্রতি অঙ্গুলী সংকেত করিয়াই স্বস্তিলাভের চেষ্টা করা হইলে আমাদের আত্মপ্রবঞ্চনাই করা হইবে। মুছলমান সমাজে অলী-দরবেশ বলিয়া পরিচিত মহাজনগণ যে পীরপূজা, গোরপূজা, গায়রুল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থী হওয়া প্রভৃতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শেরকের ঘোর বিরোধী ছিলেন, অকাট্য ঐতিহাসিক প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া তাহা দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে। পক্ষান্তরে পীর নামে খ্যাত এমন কতকগুলি ব্যক্তি আছেন যে, শেরক ও বিদ্আতে উৎসাহ দেওয়াই তাঁহাদের পীরী জীবনের প্রধানতম ব্রত। এই শ্রেণীর পীর ও তাঁহাদের অনুসরণকারীদিগের পরিণাম সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া পবিত্র কোরআনে বলা হইয়াছে—"সেই দিন তিনি মোশরেকদিগকে বলিবেন:— তোমাদের ধারণামতে যাহারা আমার শরীক ছিল আজ তাহাদিগকে সাহায্যের জন্য আহ্বান জানাও, তাহারা আহ্বান করিবে কিন্তু সাড়া পাইবেনা, অবস্থা এই যে, তাহাদের মধ্যভাগে আমরা গঠন করিয়া রাখিয়াছি একটি ধ্বংসস্থল—অগ্নিকুণ্ড। ছুরত কাহাফ: ৫২ আয়ত:! মোদ্দাকথা, এই জাতীয় পীর ও মুরীদ উভয়ের জন্যই প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছে একটি সাধারণ সর্বনাশ কেন্দ্র, সেখানে তাহারা হালাক বা বিনাশ হইয়া যাইবে। বলা বাহুল্য, শেরক করা এবং শেরক্ করিতে উৎসাহ দেওয়া—এই দুইয়ের জন্যই বর্ণিত হইয়াছে কোরআনের সেই "ধ্বংসস্থল—অগ্নিকুণ্ড"।

উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা আমরা নাস্তিকতার চারিটি মতবাদের মধ্য হইতে শুধুমাত্র একত্ববাদকেই যুক্তি ও প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া সঠিক তথা বাস্তবক্ষেত্রে আল্লাহ্ তাআলার বাঞ্ছিত মতবাদ বলিয়া স্বীকৃতি দিতেছি। পক্ষান্তরে দ্বিত্ববাদ, ত্রিত্ববাদ ও বহু-ইশ্বরবাদের ভিত্তিহীনতা, অবাস্তবতা, অসারতা ও ব্যর্থতা প্রতিপন্ন হওয়ায় এই মতবাদত্রয় যে আল্লাহ্ তাআলার সম্পূর্ণ অপছন্দনীয় তাহাও স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইতেছি। এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে এই সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনা না করিয়া শুধুমাত্র নাস্তিকতা সম্বন্ধে যৎসামান্য আলোকপাত করিয়াই এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি।

قل من يرزقكم من السماء والارض امن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى ومن يدبر الامر' فسيقولون الله' فقل افلا تتقون

আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন; "হে রছুল! আপনি বলিয়া দিন:—কে সেই দয়াময়, যিনি তোমাদের জন্য আছমান ও যমীন হইতে রুযীর সংস্থান করিয়া দেন এবং কে সেই জ্ঞানময়, শ্রবণ ও দর্শনের নিয়ন্ত্রণ যাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়া আছে এবং কে সেই অদ্ভুত স্রষ্টা, যিনি মৃত হইতে জীবন্তকে এবং জীবন্ত হইতে মৃতকে বহির্গত করেন এবং কে সেই প্রভু পরওয়ারদেগার, যিনি কুদ্রতের সকল ব্যাপারকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করেন? তাহারা নিশ্চয়ই বলিবে:—"আল্লাহ" আপনি বলিয়া দিন:—এই স্বীকারোক্তির পরেও কি তোমরা তাঁহার সম্বন্ধে সংযত হইবে না! ছুরত ইউনোছ: ৩১ আয়ত!

এই আয়তে মানুষকে তাহার দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির কয়েকটা বিষয় স্মরণ করাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করা হইতেছে—এই সবগুলির স্রষ্টা কে, পরিচালক কে? তাহা তুমি নিজেই ভাবিয়া দেখ। জীব মাত্রেরই রুযীর সংস্থান হয় আকাশের উত্তাপ, বৃষ্টি এবং জমিনের উৎপাদন শক্তি প্রভৃতির দ্বারা; ইহার অন্যথা হইলে জীব জীবনের অবসান অনিবার্য্য। আহার্য্যের পর মানব জীবনের প্রধান দরকার উপকরণ হইতেছে তাহার চক্ষু ও কর্ণ। এইগুলির সৃজন নৈপুন্য, ইহাদের নিরাপদের ব্যবস্থা এবং জীব-জীবনের—বিশেষতঃ মানব জীবনের প্রতি স্তরে উহার দরকার ও উপকারিতা মানুষ সহজেই উপলব্ধি করিতে পারে। মৃত হইতে জীবন্তের সৃষ্টি এবং জীবন্ত হইতে মৃতের

www.ahlehadeethbd.org

উদ্ভব কুদ্‌রতের কারখানায় অহরহ চলিয়া আসিতেছে। বীজ হইতে বৃক্ষের সৃষ্টি, ডিম হইতে জীবন্ত পক্ষী শাবকের উৎপত্তি বীর্য্য হইতে মনুষ্যের আবির্ভাব—পক্ষান্তরে বৃক্ষ হইতে বীর্য্যের, পক্ষী হইতে ডিমের এবং মানুষ হইতে বীর্য্যের আবির্ভাব দুনিয়ার সাধারণ ঘটনা ও স্বাভাবিক নিয়ম। এই কুদরতের আরও শত শত নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহা হইতে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্টভাবে একজন কাদেরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইতেছে। উদ্ভিদ, পশুপক্ষী, মানুষ প্রভৃতি সমস্ত জীবনের ও জীবের অস্তিত্ব এই সাধারণ নিয়মের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। সুস্থ মন ও মস্তিষ্ক নিয়া চিন্তা করিয়া দেখিলে মানুষকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ইহার জন্য একজন স্রষ্টার আবশ্যক এবং তিনিই "আল্লাহ"। তাই শ্রেষ্ঠতম দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের প্রায় সকলেই এই সত্যটিকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

আল্লাহ তাআলার সুস্পষ্ট নিদর্শনগুলি আকাশ ও ভূমণ্ডলের প্রত্যেক স্থানে ও প্রত্যেক উপকরণে সুস্পষ্টরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। মানুষ অহরহ সেই সব নিদর্শনের সংস্রবে যাইয়াও সেইগুলিকে এড়াইয়া চলিতেছে—অথচ সেই সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া দেখিতেছে না। বিশ্বজগতের আকাশে বাতাসে, কাননে কান্তারে, উদ্‌ভিদের প্রত্যেক সবুজ পাতায় পাতায়, সাগরের প্রতিটি বারিবিন্দুতে, মরুবক্ষের প্রতিটি বালুকণায় এবং মানুষ তাহার প্রতিটি শ্বাসপ্রশ্বাসে সেই কাদেরের স্পষ্ট নিদর্শন অবশ্যই দেখিতে পাইবে। ইহাই কোরআনে মজীদের প্রধান যুক্তি এবং মহাগ্রন্থ কোরআনে পুনঃ পুনঃ এই যুক্তিগুলির অবতারণা করা হইয়াছে। এইসব জলজ্যান্ত প্রমাণ ও যুক্তির বিদ্যমানতা সত্ত্বেও একদল পরমুখী ও পল্লবগ্রাহী স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া নিজেদের জঘন্য তম হীন মানসিকতার পরিচয় দিতেছে। তাহাদের এই অযৌক্তিক দাবী ও অবাস্তব মনোবৃত্তি আদৌ তাহাদের সুস্থবুদ্ধির পরিচায়ক নহে, অধিকন্তু ইহা তাহাদের অদূরদর্শিতারই পরিচায়ক।

আল্লাহ্ তাআলা الذى خلق سبع سموات طباقا ماترى فى خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور তিনি, যিনি, স্তরকে স্তরকে সপ্ততল আকাশ সৃষ্টি করিয়াছেন, (হে দর্শক!) রহমানের সৃষ্টিতে তুমি কোনই বৈষম্য, ত্রুটিবিচ্যুতি, অপূর্ণতা ও বক্রতা দেখিতে পাইবে না। তবে তোমার দৃষ্টিকে (তাঁহার সৃষ্টি নৈপুণ্যের দিকে) ফিরাইয়া লও, কোন ত্রুটি দেখিতে পাইতেছ কি"? ছুরত মুল্‌ক: ৩ আয়ত: আয়তে সুনিপুন স্রষ্টা আল্লাহ তাআলা রহমান ও রহীমের বৈষম্য ও ত্রুটিহীন সৃষ্টি ক্ষমতার বৈশিষ্ট প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদিগকে চ্যালেঞ্জ করিয়া বলা হইয়াছে যে, তোমরা বারংবার গভীর চিন্তাসহকারে তাঁহার সৃষ্টি সমূহের দিকে দৃষ্টি সংযোগ করিয়া খুব চেষ্টা করিয়াও তাঁহার সৃষ্টিতে কোন প্রকার বৈষম্য, ত্রুটিবিচ্যুতি, অপূর্ণতা ও বক্রতা আদৌ দেখিতে পাইবেনা। কোরআনে হাকীমের চরম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে অবলোকন করিয়া আমরা একমাত্র আল্লাহ তাআলাকেই স্রষ্টা, নিয়ামক, আবিষ্কারক, তত্ত্বাবধায়ক, ব্যবস্থাপক ও প্রতিপালক হিসাবে দেখিতে পাইতেছি। স্রষ্টার সৃষ্টিনৈপুণ্যের দিকে দৃষ্টি সংযোগ করিয়াও যাহারা স্রষ্টার অস্তিত্বকে হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হয়নাই, তাহারা যে নির্বোধ ও অজ্ঞ তাহা স্বতঃসিদ্ধ ভাবেই প্রমাণিত হইতেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে সেই সুনিপুন শিল্পী ও স্রষ্টা আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বকে অস্বীকার করার কোনই হেতুবাদ নাই। কিন্তু এতসব যুক্তি প্রমাণ ও নিদর্শনাদির বিদ্যমানতা সত্ত্বেও নিরীশ্বরবাদী নাস্তিকের দল স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার করিয়া যে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়া আসিতেছে তাহাতে তাহাদের মস্তিষ্কবিকৃতি ও পাগলামি মানসিকতার কুখ্যাত আচরণটি প্রকটতর হইয়া উঠিয়াছে।

যদি জনৈক ব্যক্তি আমাদিগকে সংবাদ দেয় যে; "একটি যাত্রীবাহী ট্রেন চট্টগ্রাম হইতে নারায়ণগঞ্জ প্রত্যহ যথা নিয়মে আসা যাওয়া করিতেছে। ট্রেনটি প্রত্যেক ষ্টেশনে যথানিয়মে ভিড়ে ও তথা হইতে ছাড়িয়া যায় এবং সুশৃঙ্খলভাবে যাত্রীগণ অবতরণ ও আরোহণ করিয়া থাকে; কিন্তু মজার কথা এই যে, ট্রেনটির কোন ড্রাইভার বা চালক নাই"। জনৈক ব্যক্তির এই উক্তিতে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সকলেই হয়তো তাহাকে পাগল বলিয়া অভিহিত করিবে। কেননা সেই ব্যক্তি একটি অবাস্তব ও অযৌক্তিক নিছক মিথ্যা কথাই বলিয়াছে। আমরা আশ্চর্য হইব, যদি উল্লেখিত ব্যক্তি পাগল বলিয়া কুখ্যাত হয়, তবে নাস্তিক নিরীশ্বরবাদীরা পাগলামী ও মস্তিষ্ক বিকৃতির অভিযোগে অভিযুক্ত হইবে না কেন? তাহারা ঐ ব্যক্তির চাইতে আরো অসম্ভব ও উদ্‌ভট্ উক্তি করিয়া বেড়াইতেছে। কেন না, যদি সাধারণ একটি ট্রেন ড্রাইভার বা চালক ব্যতীত চলিতে না পারে, তবে কেমন করিয়া এই বিশাল আকাশ ও ধরণী এবং এতদুভয়ের যাবতীয় বস্তুসমূহ কোন ব্যবস্থাপকের ব্যবস্থা ব্যতিরেকে এবং কোন পরিচালকের পরিচালনা ব্যতীত এমন সুশৃঙ্খল ভাবে ব্যবস্থিত ও পরিচালিত হইয়া আসিতেছে! অতএব নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, নিরীশ্বরবাদী নাস্তিকদের পরিগৃহীত নীতি ও মতবাদ বাস্তবতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এই নীতি ও মতবাদের সপক্ষে আদৌ কোন বিশ্বস্ত যুক্তি ও প্রমাণ বিদ্যমান নাই; কাজেই এই নীতি ও মতবাদ সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত ও অবাঞ্ছিত।

এই নিবন্ধের সংক্ষিপ্ত আলোচনার দ্বারা মোটা-মোটিভাবে আমরা যুক্তি ও প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বুঝিতে পারিতেছি যে, বিশ্বমানবের পঞ্চবিধ শ্রেণীর মধ্যে প্রথমোক্ত একাশ্বরবাদী মুয়াহ্‌হিদ সম্প্রদায়ের মতবাদই সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত, প্রামাণ্য, বাঞ্ছিত ও অনুসরণীয় মতবাদ। হযরত আদম (আঃ) হইতে আরম্ভ করিয়া হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) পর্যন্ত মানব-গোষ্ঠির তিদায়তের নিমিত্ত যে সকল নবী ও রসূল এই ধুলার ধরণীতে তশ্‌রীফ আনিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের ধর্মসাধনার মূল লক্ষ্য হইতেছেন আল্লাহ এবং সেই সাধনার উপলক্ষ হইতেছে খালেছ তওহীদ। সুতরাং উভয় লক্ষ্য ও উপলক্ষের দিক দিয়া বস্তুতঃ তাঁহারা সকলে একই উম্মত এবং সকলেই একেশ্বরবাদী বা মুয়াহ্‌হিদ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তাঁহাদের সুচেষ্টার বাস্তব প্রতিফল মুছলিম জাতি।

তওহীদের মূর্ত প্রতীক হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) প্রভু প্রতিপালককে পরিচয় করিবার চেষ্টায় ব্রতী হইয়া পর্যায়ক্রমে নক্ষত্র, চন্দ্র ও সূর্যের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া উহাদিগকে প্রভু হিসাবে বরণ করার পর ব্যর্থ মনোরথ হইয়া স্বীয় কওম বা জাতির মুশ্‌রেকী আচরণের প্রতি যে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়াছিলেন; পবিত্র কোর্‌আনের ছুরত "আল্‌আন্‌আম" এর ৭৫—৭৮ আয়তে তাহা সুস্পষ্ট ভাবে আলোচিত হইয়াছে। ৭৯ আয়তে উক্ত হইয়াছে; "বস্তুতঃ انى وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض حنيفا وما انا من المشركين আমি সর্বদিক হইতে বিমুখ হইয়া শুধু সেই প্রভুরই অভিমুখী হইলাম, যিনি যমীন ও আকাশ সমূহকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আর আমি কখনও মুশ্‌রিকদের দলভুক্ত নহি।" ছুরত আল্‌আন্‌আম: ৭৯ আয়ত! আয়তে হযরত ইব্‌রাহীম যে শুধু আল্লাহ্ তা'আলার অভিমুখী হইয়াছেন এবং অন্যসব পূজনীয় বস্তুসমূহকে সম্পূর্ণ ভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, এই সত্যটি প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। হযরত ইব্‌রাহীমের এই আদর্শটি যে একেশ্বরবাদী সম্প্রদায়ের অনুসরণীয় একটি চরম আদর্শ, মহিমান্বিত কোর্‌আনের বহুবিধ আয়ত হইতে আমরা ইহার স্বীকৃতি পাইয়াছি। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় রছুল হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)কে অনুরূপভাবে নিষ্ঠা সহকারে তদীয় মনোনীত ধর্ম ইছলামের উপর সুদৃঢ় থাকিতে নির্দেশ দিয়াছেন।

যাহারা আল্লাহ্‌কে প্রভু হিসাবে মান্য করিয়া হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছে, তাহাদের জাতীয় জীবনের সর্বোপরি কর্তব্য এই যে, অযৌক্তিক ঈশ্বরবাদের মুশ্‌রেকী কার্যকলাপ হইতে এবং অহেতুক নিরীশ্বরবাদের উৎসৃঙ্খলতা হইতে নিজেদেরকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখিতে হইবে এবং শাশ্বত সত্য ও সনাতন ধর্ম ইছলাম তথা পবিত্র কোর্‌আন ও ছুন্নাহ্‌র নির্দেশ মতে জাতীয় জীবনকে গঠন করিতে হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

সোশ্যালিজম ও ইসলাম

আফতাব আহমদ রহমানী এম, এ,

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কার্ল মার্কস তাঁর এ মতবাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ইউরোপের সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাসের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, ১৫ই শতাব্দীতে ইউরোপে জায়গীরদারী প্রথা প্রচলিত ছিল এবং এরই উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর বুনিয়াদ। অনন্তর ক্রমে ক্রমে একদিকে ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রসার লাভ করতে থাকে, সমুদ্র-পথে গমনাগমনের বিভিষিকা অপেক্ষাকৃত হ্রাস পাওয়ায় সামুদ্রিক ব্যবসায়ের উন্নতিলাভ হয় এবং অপর দিকে ব্যবসায়মণ্ডী হিসেবে নূতন নূতন দেশ আবিষ্কৃত হওয়ায় ইউরোপের অর্থনৈতিক অবস্থার বিরাট পরিবর্তন সাধন হয় যার ফলে একটা নূতন ধনিক-শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। এরা পূর্বতন শিল্পিদেরকে মজুর শ্রেণীতে পরিণত করে আর নিজেরা ব্যবসায়ের নবাবিষ্কৃত পথ হতে অভাবিতপূর্ব অর্থ উপার্জন ক'রে "আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ" হতে থাকে। কিন্তু কি সামাজিক পদমর্যাদায়, কি রাজনৈতিক পদমর্যাদায় এদের আর্থিক অবস্থা হিসেবে যে স্থান পাওয়া উচিত ছিল তা তারা পেল না। তাই এদের আর সমাজিক ও রাজনৈতিক উচ্চ পদের ঠিকাদার ইউরোপীয় "আশরাফ"গণের মধ্যে কোন্দল বেধে উঠল এবং ক্রমে ক্রমে বাড়তে বাড়তে গৃহ যুদ্ধে পরিণত হল। অবশেষে "ফ্রেন্স রিভোলুশনে" "আশরাফ"দের পরাজয় আর বিত্তশালীদের জয় সূচিত হল। কিন্তু বিত্তশালীরা সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায় সমাসীন হওয়ায় অবস্থার কোনই পরিবর্তন ঘটেনি এবং মজুর শ্রেণীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে আর বিত্তশালীদের নিমিত্ত অনুকুল অবস্থা স্থাষ্ট করার জন্য মজুরদের প্রতি পূর্বে যে অন্যায় করা হত তার বিন্দু বিসর্গও কম করা হয়নি। এ ভাবে বিত্তশালীদের সংখ্যা যতই বাড়তে থাকবে ততই মজুরদের সংখ্যা আনুপাতিক হিসেবে ক্রমবর্ধমান গতিতে চলতে থাকবে। অবশেষে এমন এক দিন আসবে যখন তারা সকলে সংঘবদ্ধ হয়ে রুখে দাঁড়াবে সমাজপতিদের বিরুদ্ধে। এ সংঘাতে মজুর শ্রেণীর নিশ্চিত বিজয়লাভ হবে। মজুরদের এ বিজয়ের ফলে সামাজিক বৈষম্য ও শ্রেণী-বিভাগ বিলুপ্ত হয়ে যাবে আর ধন-উপার্জনের সর্ববিধ উপকরণ ব্যক্তি বিশেষের অধিকার হ'তে মুক্ত হয়ে ষ্টেটের অধিকারভুক্ত হবে। এ ভাবে একদিন রাজতন্ত্রের আপনা-আপনিই অবসান ঘটবে।

সমাজতন্ত্রবাদ আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

ইউরোপে সমাজতন্ত্রবাদের সুব্যবস্থিত ও সুশৃংখল আন্দোলন আরম্ভ হয় ১৮৪৮ সালে যখন কার্ল মার্কস ও এঞ্জেলস মিলিতভাবে Communist manifesto প্রকাশ করেন। ইতিপূর্বে বিখ্যাত চিন্তাবিদ সেণ্ট সাইমন (Saint Simon) ও Fourier ফ্রান্সে সমাজতন্ত্রবাদের প্রচারণার কাজ চালিয়েছিলেন। কিন্তু এঁদের প্রচারণা-ক্ষেত্রের সীমা ছিল সংকীর্ণ আর উহার ফলাফল ছিল অদূর প্রসারী। ইংল্যাণ্ডে সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শকে কার্যে রূপায়িত করার ব্যবস্থা অবলম্বন করেন সর্ব প্রথম রবার্ট ওয়েন (Robert owin)। ওয়েন নিজে একজন ধনকুবের হলেও মজুরদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল হৃদয়ের। তিনি তাঁরই মত আরও দু'চার জন ধনকুবেরের সমবায়ে গ্লাসগো শহরের নিউ লেনার্ক (New Lanark) বস্তীতে একটি কারখানা ক্রয় করেন এবং তথায় সমাজতন্ত্রবাদীদের আদর্শ মোতাবেক মজুরদের অবস্থার উন্নতি সাধনে মনোনিবেশ করেন। তিনি সব মজুরদেরকে একই ব্যারাকে রাখার ব্যবস্থা করলেন, তাদের জন্য কো-অপারেটিভ দোকান খুললেন; তাদের ছেলেমেয়েদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন এবং তাদের কাজের সময় অন্যান্য কারখানার তুলনায় অনেক কমিয়ে দিলেন। ওয়েনের এ পরীক্ষামূলক (experimental) ব্যবস্থা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

খুব কার্যকরী হয় এর ফলে নিউ লেনাকের মজুরদের অবস্থা অনেকখানি উন্নত হয়। কিন্তু পরবর্তী কালে কতিপয় মত-বিরোধের ফলে ওয়েনকে এ কাজ হতে বাধ্য হয়ে দূরে সরে পড়তে হয়। ওয়েন এমনি ধরণের আরও দু' চারটা পরীক্ষা চালিয়ে ছিলেন এবং প্রত্যেকটিতে তিনি আশানুরূপ কৃতকার্যতাও লাভ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর কর্মক্ষেত্রের সীমা ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ আর তার পরীক্ষামূলক ব্যবস্থার বিরোধিতা হয়েছিল মারাত্মক রকমের।

রবার্ট ওয়েনের যুগে আর যে সব মহানুভব ব্যক্তি সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শ প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁদের অন্যতম হলেন লুই ব্লাঙ্ক (Luis blank)। ইনি ১৮৪৮ সালে ফ্রান্সের জাতীয় গণআন্দোলনের পুরোধায় ছিলেন, যার ফলে লুই ফিলিপকে (Luis phillipe) সিংহাসনচ্যুত হতে হয়। লুই ব্লাঙ্কের কর্মক্ষেত্র ছিল সুদূর প্রসারী এবং জনগণের অন্তরে উহার ছাপ পড়েছিল গভীর ভাবে, তাঁর আদর্শের প্রথম কথাই ছিল এই যে, মজুরদের নিয়োগের (employmt) ব্যবস্থা করা ষ্টেটের প্রধান দায়িত্ব, তিনি অল্প দিনের জন্য হলেও তাঁর এ আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িতও করেছিলেন। লুই ফিলিপকে সিংহাসনচ্যুত করার পর ফ্রান্সে যে হুকুমত কায়েম হয়েছিল লুই ব্লাঙ্ক ছিলেন তার একজন বড় কর্তা। তাঁর কার্যকালের সময়ই তিনি ফ্রান্সে বহু জাতীয় কারখানা নির্মাণ করেন, সেখানে মজুরদের কাজের ব্যবস্থা করেন এবং তাদেরকে ষ্টেটের তরফ থেকে নির্ধারিত মজুরী দেওয়া হয়। অল্প আয়াসে অধিক মজুরী দেওয়ার ফল দাঁড়ায় এই যে, অতি অল্প দিনের মধ্যেই জাতীয় কারখানায় কাজ করার জন্য একলক্ষ পনর হাজার দরখাস্ত উপস্থিত হয়। এত বিরাট সংখ্যক লোকের কাজ যোগাড় করা গভর্ণমেণ্টের পক্ষেও সম্ভব ছিল না। তাই লুই ব্লাঙ্কের এ চেষ্টা শেষ পর্যন্ত কৃতকার্য হতে পারেনি।

১৮৬৪ সালে কার্লমার্কসের নেতৃত্বে মজুরদের সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ফার্ষ্ট ইণ্টার নেশানাল বা প্রথম আন্তর্জাতিক বৈঠকের মাধ্যমে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সমাজতন্ত্রবাদ আন্দোলনের সাংগঠনিক কাজ আরম্ভ হয়ে যায়। ফলে, জার্মানের Social Democratic Party এ যুগেই জন্ম লাভ করে। কিন্তু জার্মানে পূর্ব হইতেই লেসালের Lassal নেতৃত্বে একটী সমধিক শক্তিশালী পার্টি বিদ্যমান থাকায় Social Democratic Partyকে এক বিরাট সংঘাতের সম্মুখীন হতে হয়। লেসাল আর কার্লমার্কস উভয় সমাজতন্ত্রবাদ বা সোশ্যালিজমের পরিপোষক হলেও উভয়ের মধ্যে বিরাট মতানৈক্য ছিল। লেসাল বিবর্তন 'Evolution' আর কার্লমার্কস বিপ্লব (Revolution) এর মতবাদ পোষণ করতেন, লেসাল মনে করতেন যে, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে হলে প্রচলিত গণতন্ত্রকে জিয়িয়ে রাখা অপরিহার্য। অবশ্য শিল্পকলা, কলকারখানা, ব্যবসায়-বাণিজ্য ইত্যাদিতে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থাকে পূর্বের তুলনায় অধিক হস্তক্ষেপ করতে হবে এবং নূতন নূতন আইন কানুন প্রণয়ন করে দেশের শিল্প ও কলকারখানা গুলোকে ধনকুবেরদের একচেটিয়া অধিকার হতে মুক্ত করতে হবে। পক্ষান্তরে কার্লমার্কস মনে করতেন যে, প্রচলিত গণতন্ত্রকে টুটি চিপে মেরে না ফেলে উহার সংস্কারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক পরিবর্তন সাধনের চেষ্টা করা নিছক বেহুদা কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ, তাঁর মতে গণতন্ত্রের জন্মই হয়েছে বিত্তশালী সম্প্রদায়ের সীমাহীন ভোগ-বিলাসের ঠিক ঠিক ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য। বিত্তশালীদের স্বার্থ রক্ষা করাই হল গণতন্ত্রের প্রধান কর্তব্য। অতএব গণতন্ত্রকে জিয়িয়ে রেখে তার মাধ্যমে দেশের গরীব ও মজুর শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণের চেষ্টা করা বৃথা কালক্ষেপন ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই তিনি ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত "গোথা কংগ্রেস" কর্তৃক প্রচারিত "গোথা প্রোগ্রামের" কঠোর সমালোচনা করেন এবং লেসালের নেতৃত্বে যে পার্টি গঠিত হয় তার সঙ্গে একমত হওয়াকে সোশ্যালিজম বা সমাজতন্ত্রবাদের মূলে কুঠারাঘাত করার সমান বলে উল্লেখ করেন।

লেসালের ন্যায় আরও দু'জন বিখ্যাত সমাজতন্ত্র-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বাদীর সহিত কার্লমার্কসের যথেষ্ট মতানৈক্য ছিল। এঁরা হলেন প্রুধান (Proudhan) ও ব্লাঙ্কি (Blanqui)। ব্লাঙ্কির মতে দেশে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লব সৃষ্টি করার জন্য সকল শ্রেণীর মজুরদের মধ্যে শ্রেণী-চেতনা জাগ্রত করার কোনই প্রয়োজন নেই। বরং মজুরদের একটী শক্তিশালী শ্রেণীর মধ্যে এ চেতনা জাগ্রত করতে পারলে তারা বিপ্লব আনয়নে যথেষ্ট হবে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। পক্ষান্তরে কার্লমার্কস বলতেন যে, গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুধু তখনই কামিয়াব হতে পারবে যখন সকল শ্রেণীর মজুরদের মনে বিত্তশালীদের বিরুদ্ধে ঘৃণার বহ্নি জ্বালিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে এবং তারা মনে প্রাণে একথা অনুধাবন করবে যে, তাদেরই রক্ত দিয়ে বিত্তশালীরা নিজেদের প্রাসাদোপম অট্টালিকাসমূহ লালরঙ্গে রঞ্জিত করেছে।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে মজুরদের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক বৈঠক [Second international] অনুষ্ঠিত হয়। এতে সব দেশ থেকে Representative উপস্থিত হন। এই সময় রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রবাদীদের উপরে অত্যাচারের ষ্টীম রোলার চালান হচ্ছিল। তাদের নেতৃবৃন্দকে নির্বাসিত করা হয়েছিল। ফলে, রাশিয়ার সমাজতন্ত্রবাদীরা সন্ত্রস্ত হয়ে তাদের আন্দোলন রাশিয়ার বাইরে চালাতে বাধ্য হয়। আলোচ্য সময় রাশিয়ায় তিনটী রাজনৈতিক দল নিজেদের মতবাদের প্রচারণায় ব্যস্ত ছিল। তন্মধ্যে Social Revolutionary Partyই সংখ্যা গরিষ্ঠ এবং এর অধিকাংশ সদস্যই ছিল কৃষক শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু যেহেতু কৃষকেরা দেশ দেশান্তরে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল তাই এই দলটীর মধ্যে সাংগঠনিক ব্যবস্থার যথেষ্ট অভাব ছিল। দ্বিতীয় দলটি ছিল বলশেভিকদের। এ দলের অধিকাংশ সদস্যই ছিল বড় বড় শহরের কলকারখানার মজুর শ্রেণী। তাই এদের সাংগঠনিক ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত মজবুত। তদুপরি দেশের কেন্দ্রস্থল গুলিতে এদের ঘাঁটি হওয়ায় এদের আওয়াজ অতি অল্প আয়াসে দেশের দূর দূরান্তরে পৌঁছে যেত। সংখ্যায় প্রথমোক্ত দলটীর তুলনায় কম হলেও শক্তিতে এরা ছিল ওদের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী। তৃতীয় দলটী ছিল, মনশেভিকদের। এরা নিজেদেরকে কার্লমার্কসের অনুসারী বলে দাবী করে থাকলেও এদের মধ্যে বিপ্লবের স্পিরিট নিতান্ত কম ছিল। এরা প্রকৃতপক্ষে Social Revolutionary Party র অনুগামী ছিল। কারণ প্রচলিত গণতন্ত্রের আওতায় থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে পরিবর্তন সাধনের নীতি এরাও পোষণ করত। অতএব কার্লমার্কসের নীতির সাথে এদের নীতির কোনই সামঞ্জস্য নেই।

রাশিয়ার বিপ্লব

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রবাদীদের তিনটি দল ছিল। এই তিনটি দলই রাশিয়ার তদানীন্তন গভর্ণমেণ্টের বিরাগভাজন ছিল এবং দেশে এমন একটি ব্যবস্থা কায়েম করতে চাচ্ছিল যদ্বারা দেশের মজুর কৃষক ও জনসাধারণের অবস্থার পরিবর্তন সাধন সম্ভব হত। তখনকার দিনে রাশিয়ায় একনায়কত্বের যে রাজত্ব কায়েম ছিল তাতে বিত্তশালীদের স্বার্থ সংরক্ষণেরই ব্যবস্থা ছিল কিন্তু নিঃসহায় ও নিঃসম্বলদের অসহায়তার প্রতিকারের কোনই ব্যবস্থা ছিল না। প্রকৃত কথা এই যে, ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় রাশিয়ায় ধনতন্ত্রবাদ প্রচলিত হয় অনেক দেরীতে এবং প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে সেখানে ধনতন্ত্রবাদ পুরোপুরিভাবে প্রতিষ্ঠিতও হতে পারেনি। তাই আলোচ্য যুগে রাশিয়ায় ধনতন্ত্রবাদের ভিত্তি অত্যন্ত দুর্বল হওয়ায় তথায় ধনতন্ত্রবাদ ও জায়গীরদারী প্রথা অন্যায়ভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। রাশিয়ার অধিবাসীদের মধ্যে কৃষকদের সংখ্যাই ছিল সব চেয়ে বেশী। তারা ছিল বিক্ষিপ্ত অবস্থায়। কলকারখানার সংখ্যা খুব কম হওয়ায় মজুরদের সংখ্যাও ছিল নগণ্য। মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলতে তথায় কিছুই ছিলনা—অধিবাসীরা পথের ভিখারী আর প্রাসাদের অধিকারী—এ দু' শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। এমতাবস্থায় ধনতন্ত্রবাদের বৈশিষ্ট ও গুণাগুণ যাঁচাই করার সুযোগ রাশিয়ার অধিবাসীদের ভাগ্যে জুটে উঠেনি। পক্ষান্তরে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সে উন্নত ধনতন্ত্রবাদের মাধ্যমেই দেশবাসীর অবস্থা সন্তোষজনক ছিল।

www.ahlehadeethbd.org

সন ১৯১৭ সাল পর্যন্ত রাশিয়ার অধিবাসীরা যুদ্ধের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে উঠেছিল। পরাজয়ের পর পরাজয় দেশময় বিশৃংখলা ও আইন-হীনতার বন্যা বইয়ে দিয়েছিল। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে দেশে এক নূতন ইন্‌কেলাবের সূচনা হল। এ ইন্‌কেলাব এমন বিদ্যুৎগতিতে গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়ল যার জন্য স্বয়ং বিপ্লবীরা প্রস্তুত ছিল না। ঘটনাটি হল এই যে, ১৯১৭ সালের ৮ই মার্চ পেট্‌রোগ্রেডের কারখানার মহিলা কর্মীরা ধর্মঘট আরম্ভ করেন এবং মাত্র এক সপ্তাহের স্বল্প সময়ের মধ্যে এ আন্দোলন দেশময় এমন ব্যাপক আকার ধারণ করল যে, ১৫ই মার্চে দ্বিতীয় জার নিকোলাসকে তার সিংহাসনচ্যুত হতে হল। দ্বিতীয় নিকোলাসের সিংহাসনচ্যুতির পর কেরেনস্‌কির (Kerensky) অধীনে একটি সাময়িক ব্যবস্থা পরিষদ গঠন করা হল। এ ব্যবস্থা-পরিষদে বেশীর ভাগ মধ্যপন্থী সমাজতন্ত্রবাদীরাই স্থান প্রাপ্ত হলেন। পক্ষান্তরে দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এই ছিল যে, সর্বশ্রেণীর লোকের মুখ থেকে আপোষ মীমাংসার জন্য জোর দাবী উত্থিত হয়েছিল। মজুর ও কৃষক এমন কি সেনাবাহিনী—সবাই যুদ্ধের বিভীষিকায় আতঙ্কিত ও যুদ্ধ-জনিত ক্লেশের ষ্টিম রোলারে নিষ্পেষিত হয়ে আপোষ মীমাংসার জন্য আকুলি-ব্যাকুলি করছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও নূতন কেরেনস্‌কি সরকার জার্ম্মানীর সহিত আপোষ মীমাংসার কোনই চেষ্টা না করে মিত্র শক্তিগুলির অনুরোধে জার্ম্মানীর উপর পুনর্বার আক্রমণ করে বসল। এ আক্রমণের ফল কিন্তু শুভ হল না। এতে রাশিয়ার সৈন্যদেরকে নির্মমভাবে পরাজিত হতে হল। ফলে, দেশে পুনরায় বিশৃংখলা ও রাজদ্রোহিতা দেখা দিল। এ দিকে দেশের বলশেভিক নেতারা ওৎ পেতে বসেই ছিলেন। তাঁরা ঝোপ বুঝে কোপ মারতে আরম্ভ করলেন। তাঁরা দেশময় এ প্রোপাগাণ্ডা শুরু করেদিলেন যে, যদি দেশবাসীরা তাঁদের হাতে শাসন-ক্ষমতা তুলে দেন তবে তাঁরা জার্ম্মানীর সহিত আপোষ-মীমাংসা করে ফেলবেন। এ ছাড়া বলশেভিকেরা কৃষক শ্রেণীর মধ্যে একথাও ছড়িয়ে দিলেন যে, যদি কৃষকেরা দেশে বিপ্লব সৃষ্টির ব্যাপারে তাদেরকে সাহায্য করে তবে তারা শাসনদণ্ড হাতে নিয়েই বড় বড় জমিদারের হাত থেকে জমিদারী ছিনিয়ে নিয়ে কৃষকদের মধ্যে ভূমি বণ্টন করবেন। বলাবাহুল্য, কৃষকদের জন্য এর চেয়ে বড় প্রলোভন আর কি হতে পারে যে, তারা নিজেরাই জমির মালিক সাজবে! যাই হোক, এভাবে বলশেভিকরা তাদের প্রোপাগাণ্ডায় একরূপ কৃতকার্য হল এবং তাদের আন্দোলন পূর্বাপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠল। ফলে, ১৯১৭ সালে অকটোবর মাসে—মাত্র সাত মাস পর—কেরেন্‌স্‌কিকে সিংহাসনচ্যুত করে বলশেভিকেরা তাঁর স্থান দখল করে বসলেন। বলশেভিকেরা মসনদে বসেই জার্মানীদের সঙ্গে আপোষ-মীমাংসা করার জন্য বন্ধুত্বের হস্ত সম্প্রসারিত করলেন। ফলে, ১৯১৮ সালে ব্রিস্‌ট্‌ লিটিউসিক এর ঐতিহাসিক সন্ধি স্বাক্ষরিত হল। বলশেভিকদের শ্রেষ্ঠ নেতা লেলিন মধ্যপন্থী সমাজতন্ত্রবাদীদেরকে সিংহাসনচ্যুত করে তাঁদের মসনদ দখল করে বসলেন। এ নূতন গভর্ণমেণ্ট আর বিদায়ী গভর্ণমেণ্টের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তফাৎ হল এই যে, কেরেন্‌স্‌কির গভর্ণমেণ্ট ছিল জমহুরী আর মধ্যবিত্তদের সাহায্যপুষ্ট। বিধায়, তাদেরই আশা আকাংখা চরিতার্থের মূর্তপ্রতীক। পক্ষান্তরে লেলিনের গভর্ণমেণ্ট ছিল মজুর শ্রেণীর সাহায্যপুষ্ট। বিধায় তাদেরই আশা-আকাঙ্খার সোল এজেণ্ট আর মধ্যবিত্তদের ঘোর শত্রু। এ ব্যাপার নিয়ে কার্ল-কাট্‌স্‌কি (Karl Kautsky) এর মধ্যে অনেক বাক-বিতণ্ডাও হয়ে গেছে। কার্ল-কাট্‌স্‌কির মতে সমাজতন্ত্রবাদের ideology বা মতবাদ কায়েম করা উচিত ছিল এবং তিনি স্বয়ং না বুঝেই মজুর শ্রেণীর যে হুকুমত কায়েম করেছিলেন তা' "ঘোড়ার পূর্বে গাড়ী রাখার" সামিল হয়েছিল। কারণ কার্লমার্কসের মতে কোন দেশে মজুরদের আধিপত্য তখনই স্থাপিত হতে পারে যখন সে দেশে ধনতন্ত্রবাদ উন্নতির উচ্চ-শিখরে আরোহণ করার পর পুনরায় নিম্নাভিমুখী হতে আরম্ভ করে। তখনকার দিনে এ অবস্থা একমাত্র ইংলেণ্ড ও ফ্রান্সে ছিল—রাশিয়ায় নয়।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পক্ষান্তরে, লেনিন বলতেন যে, বিপ্লব সৃষ্টির জন্য যে কয়েকটী ধাপ পেরিয়ে আসার কথা কার্লমার্কস বলেছেন তার প্রত্যেকটি রাশিয়া অতিক্রম করেছে। অতএব রাশিয়ায় বিপ্লব সৃষ্টি কোন ক্রমেই "ঘোড়ার পূর্বে গাড়ী যোড়ার" শামিল হয়নি। সে যাই হোক এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, বিপ্লবের মাধ্যমে লেনিন যে হুকুমত কায়েম করলেন তা কি সত্যিকারে সমাজ-তন্ত্রবাদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল? না, তা কখনই নয়, স্বয়ং লেনিনও সে কথা দাবী করতে পারেন নি, বরং তিনি বলতেন যে, তাঁর দ্বারা যে নূতন গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাকে সমাজ-তান্ত্রিক গভর্ণমেণ্ট না বলে State Capitalism বলা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত হবে। কারণ সেটা ছিল ধনতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্টের একটী উন্নত সংস্করণ। সত্যি-কারের সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা তখনও বহু দুরে ছিল।

সমাজতন্ত্রবাদীরা হুকুমতের মসনদে প্রতিষ্ঠিত হয়েই তৃতীয় ইণ্টার নেশ্‌নালের ঘোষণা করলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তাঁরা দুন্‌য়ার মানুষকে এ কথা জানাতে চাচ্ছিলেন যে, বর্তমান রুশ সরকার সেই আন্দোলনেরই পতাকাবাহী যে আন্দোলন কার্লমার্কস ফার্ষ্ট ইণ্টারনেশনালের মাধ্যমে আরম্ভ করেছিলেন।

সমাজতন্ত্রবাদীদের মতবাদ ও সমালোচনা

কার্লমার্কস ও এঙ্গেলস কর্তৃক তৈরী মেনি-ফেষ্টো যে সব সাড়ম্বর শব্দ দিয়ে আরম্ভ করা হয়েছে তা, নিম্নরূপ ঃ

মানবজাতির জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য বর্তমান জগতে যে সব Ism বা মতবাদ গড়ে উঠেছে তার প্রত্যেকটীর গোড়ায় ইতিহাস মূলতঃ শ্রেণী দ্বন্দ্বেরই ইতিহাস। ভৃত্য ও প্রভু, বিত্তশালী ও মজুর, ধনী ও দরিদ্র, আমীর ও ফকির—সংক্ষেপে নির্যাতনকারী ও নির্যাতিত, জালেম ও মজলুম চিরদিনই একে অপরের শত্রু, চিরদিনই একজন আর একজনকে নিষ্পেষিত করার জন্য ওৎ পেতে বসে আছে, চির দিনই এদের মধ্যে দা কুমড়ার সম্বন্ধ।

সমাজতন্ত্রবাদী বড় বড় চিন্তানায়কদের গোড়া-গুড়ি থেকেই এমনি ধরনের একটী পলিসি চলে আসছে যে, তাঁরা ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর মধ্য হতে শুধু সে সব ঘটনাই বেছে বেছে উদাহরণের জন্য পেশ করবেন যাতে করে তাঁদের মতলব সাধিত হয়। আর তা ছাড়া যে সব ঘটনা আছে সে গুলোর তাঁরা হয় এমন বিকৃত অর্থ করবেন যাতে করে তাঁদের উদ্দেশ্য সফল হয়, নয় সে গুলোকে একেবারেই দৃষ্টির অগোচরে রাখার চেষ্টা করবেন। এ জন্যই ত তাঁরা বলে থাকেন যে, বর্তমান জগতে মানব জাতির প্রচলিত সর্ব প্রকার জীবনযাত্রা প্রণালীর গোড়ার ইতিহাস মূলতঃ শ্রেণী-দ্বন্দ্বেরই ইতিহাস। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তবে কোন নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকই এ দাবীর সত্যতা স্বীকার করতে পারেননা, তবে অনেক ক্ষেত্রেই যে শ্রেণী-দ্বন্দের ফলে জীবন যাত্রা প্রণালী নতুনরূপ পরিগ্রহ করেছে সে কথা অনস্বীকার্য। কিন্তু মানব জাতির গোটা ইতিহাসই শ্রেণী-দ্বন্দের ইতিহাস—এ কথা সর্বৈব মিথ্যা। জাতিতে জাতিতে যে সংগ্রাম সাধিত হয়েছে, জাতিতে জাতিতে যে যুদ্ধের তাণ্ডব-লীলা অনুষ্ঠিত হয়েছে, জাতিতে জাতিতে যে বিভী-ষিকাময় রক্তের বন্যা প্রবাহিত হয়েছে, সমাজ জীবনে তাঁর প্রতিক্রিয়া শ্রেণী দ্বন্দের প্রতিক্রিয়ার তুলনায় লক্ষ কোটী গুণ বেশী, সেকেন্দার আযম, হালাকু, চেঙ্গীজ, তৈমুর লঙ্গ, সালাহউদ্দীন, নেপোলিয়ান এবং এমনি ধরনের আরও অনেকে যে সব লড়াই করেছেন সে গুলোর কোনটাই শ্রেণী-দ্বন্দ ছিল না। কিন্তু তার প্রত্যেকটীর ফলে পৃথিবীর রূপ ওলট পালট হয়ে গিয়েছিল, সমাজ জীবনের আমূল পরিবর্তন হয়েছিল, আর এমন পরিবর্তন হয়েছিল যার ধ্বংসা-বলীর বিষময় প্রতিক্রিয়া হতে আজও দুন্‌য়া সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেনি। কে জানে যে চেঙ্গীজ ও হালাকুর ধ্বংসকারী আক্রমণ না হলে আজ মুসলিম জাতির ইতিহাস অন্য রকম হতো এবং মুসলিম সমাজকে আজ যে দুর্দিনের মুখ দেখতে হচ্ছে তা কখনও দেখতে হতো না। পক্ষান্তরে যে সব জাতি

(১৩৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

www.ahlehadeethbd.org

তক্‌বিরাতে-ঈদায়ন পাঠ করার সহিহ তরিকা

—মোহাম্মদ আবদুস সুবহান

প্রবন্ধকার মওলানা মোঃ আবদুস সুবহান মুর্শিদাবাদ নিবাসী একজন বিজ্ঞ আলেম। প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়-বস্তু গুরুত্বপূর্ণ, বিধায় আমরা মূল প্রবন্ধের ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া উহাকে নিজের ভাষায় প্রকাশ করিলাম।—সম্পাদক

ঈদায়নের নামায ১২ তকবিরের সহিত পড়িতে হইবে—এ কথায় আহলে হাদিস আলেমবৃন্দের কাহারও দ্বিমত না থাকিলেও উহা বলার নিয়ম-পদ্ধতি, স্থান এবং উহার মধ্যে তকবির তহরিমার অন্তর্ভুক্তি ইত্যাকার ব্যাপারে তাঁহাদেরকে তিন মতে বিভক্ত হইতে দেখা যায়।

প্রথম মতাবলম্বীরা বলেনঃ কেবলা মুখী হইয়া তকবির তহরিমা সহ এক টানে ৮ (আট) তকবির শেষ করিয়া দোআয় ইফতেতাহ্‌ এবং اعوذ بالله পাঠ করতঃ কেরাত আরম্ভ করিতে হইবে।

দ্বিতীয় মতবাদীগণ বলেনঃ কেবলামুখী দাঁড়াইয়া তক্‌বির তহরিমাসহ একটানে ৭ (সাত) তকবির শেষ করিয়া দোআ-ই-ইফ্‌তেতাহ এবং اعوذ بالله পাঠ করতঃ কেরাত আরম্ভ করিতে হইবে।

তৃতীয় মত এই যেঃ—কেবলামুখী দাঁড়াইয়া তকবির তহরিমা বলিয়া বুকের উপর হাত বাঁধিয়া দোআ-ই-ইফ্‌তেতাহ পাঠ করিতে হইবে। তৎপর ৭ (সাত) তকবির পাঠ করিয়া اعوذ بالله সহ কেরাত আরম্ভ করিতে হইবে।

উল্লিখিত তিনটি দলই তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিসের উপর স্বীয় মতবাদের ভিত্তি স্থাপন করিয়া থাকেন।

হাদীসটি এইঃ—

ان النبى صلى الله عليه وسلم كبر فى العيدين فى الاولى سبعا قبل القرأة وفى الاخرة خمسا قبل القرأة ـ جامع ترمذى مطبوعة مجتبائى جلد اول ص ٥٠

অর্থাৎ নবী করিম (দঃ) ঈদায়নের নামাযে প্রথম রাকাতে কেরাতের পূর্বে ৭ (সাত) এবং দ্বিতীয় রাকাতে কেরাতের পূর্বে ৫ (পাঁচ) তকবির বলিতেন। ইমাম তিরমিযী (রাঃ) উক্ত হাদীসটি সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়া বলিয়াছেনঃ—

حديث جد كثير حديث حسن وهو احسن شئ روى فى هذا الباب عن النبى صلى الله عليه وسلم

অর্থাৎ ঈদায়নের নামাযের তকবির—সংখ্যা সম্বন্ধে রসূলুল্লাহ (দঃ) হইতে যতগুলি হাদিস বর্ণিত হইয়াছে তাহার মধ্যে কসিরের দাদা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটিই সর্বোত্তম।

তকবিরাতে ঈদায়নের মসাআলা লইয়া যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হইয়াছে গত কয়েক বৎসর ধরিয়া আমরা উহার আলোচনা করিয়াছি এবং বিশিষ্ট আহলে হাদীস আলেমগণের ফত্‌ওয়া এবং করাচী, দিল্লী, লাহোর, শিয়ালকোট, বেনারস ইত্যাদি স্থানের আহ্‌লে হাদিসগণের তকবীর বলার তরিকা অবগত হইয়াছি। এ বিষয় বিজ্ঞ আলেমগণের যে সব ফতওয়া আমাদের হস্তগত হইয়াছে তাহা আংশিকভাবে প্রকাশের জন্য প্রদত্ত হইল।

বিভিন্ন আলেমের নিকট জিজ্ঞাসিত ফত্‌ওয়ার নকল ঃ—

(১) مولوى ابو عبد الله ومولوى تراب الدين صاحبان كے (عيدين كى نماز مين) تكبير كہنے كا طريقہ' قبلہ رو ہوكر تكبير تحريمہ كہتے ہوئے دو ہاتھ سينہ پر باندھكر دعائے افتتاح پڑھكر زائد سات تكبيريں كہكر مع اعوذ بالله قرآت پڑھتے ہيں الخ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(۲) مولوی قسیم الدین و مولوی شہاب الدین وغیرہ صاحبان عیدین کی پہلی رکعت میں تکبیر اسطرح کہتے ہیں قبلہ رو ہوکر مع تکبیر تحریمہ مسلسل سات تکبیریں کہکر دعائے افتتاح پڑھکر مع اعوذ باللہ قرأت پڑھتے ہیں

(۳) مولانا عباس علی و مولوی ارشاد حسین صاحبان وغیرہ اسطرح پڑھتے ہیں' قبلہ رو ہوکر مع تکبیر تحریمہ مسلسل آٹھ تکبیریں کہکر دعائے افتتاح پڑھکر مع اعوذ باللہ قرأت پڑھتے ہیں

ہر فریق اپنے طریق عمل کو صحیح اور ٹھیک کہتے ہیں

الجواب

از مولانا ابو مسعود قمر بنارسی صاحب :—

فریق اول مولوی ابو عبد اللہ صاحب وغیرہ حق پر ہیں اور انکا بیان صحیح ہے اور طریقہ رسول یہی ہے' صحیح حدیث کے الفاظ یوں ہیں :— التکبیر فی الفطر سبع فی الاولی وخمس فی الاخرة والقرأة بعدھما کلتیھما (ابوداؤد و ترمذي) اس حدیث میں صاف ہے کہ پہلی رکعت میں سات تکبیر کے بعد اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیروں کے بعد قرأت کرے' دعائے ثنا کو قرأت نہیں کہتے عربی میں قرأت قرآن شریف کے پڑھنے کو کہتے ہیں ان تکبیرات زوائد سے تکبیر تحریمہ علحدہ ہے' اسلئے تکبیرات زوائد مسلسل کہی جاتی ہیں' یہاں تکبیر تحریمہ کے بعد دعائے ثنا ہے' اسکے بعد تکبیرات زوائد ہیں' فتاوی ثنائیہ جلد اول ص ۳۶۳ پر بھی یہی لکھا ہے' فریق ثانی مولوی قسیم الدین صاحب وغیرہ و فریق ثالث مولانا عباس علی صاحب وغیرہ باطل پر ہیں اور انکے بیان غلط اور خلاف سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے .

উর্দু ফতাওয়াগুলির বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল

১। মৌলবী আবু আবদুল্লাহ ও মৌলবী ছুরাওউদ্দীন সাহেবান ঈদায়নের নমাযে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে তকবীর পাঠ করিয়া থাকেন, কিবলার দিকে মুখ করিয়া তকবীর তাহরীমা (নমাযে প্রবেশ কালের তকবীর) বলিয়া হস্তদ্বয় বক্ষোপরে স্থাপন করতঃ দোয়ায়ে ইফতেতাহ পাঠ করেন অতঃপর অপর সাতটি তকবীর বলিয়া পরে আয়ুযু ও বিসমিল্লা পাঠ করতঃ কিরআত আরম্ভ করেন।

। পক্ষান্তরে মৌলবী কছিমুদ্দীন ও মৌলবী শাহাবুদ্দীন সাহেব প্রভৃতি ঈদায়নের নমাযের প্রথম রাকআতে সর্বাগ্রে একই সঙ্গে তকবীরে তাহরীমা সহ সাতটি তকবীর বলিয়া ফেলেন, অতঃপর দোয়া ছানা প্রভৃতি পাঠ করতঃ কিরআতে গমন করেন।

৩। আবার মওলানা আব্বাস আলী ও মৌলবী ইর্শাদ হুসাইন সাহেবান তকবীরে তাহরীমা সহ একই সঙ্গে আট তকবীর বলার পর ছিনার উপর হাত বাঁধিয়া পরে দোয়া ছানা প্রভৃতি পাঠ করেন। প্রত্যেক দল নিজেদের গৃহীত পদ্ধতিকে সঠিক ও বিশুদ্ধ বলিয়া দাবী করেন।

উত্তর

জনাব মওলানা আবু মছউদ কমর বেনারসী সাহেব উত্তরে লিখিয়াছেন, প্রথম দল মৌলবী আবু আবদুল্লাহ প্রভৃতির গৃহীত পদ্ধতিই বিশুদ্ধ ও সঠিক। রসূলুল্লাহর (দঃ) পদ্ধতি ইহাই ছিল। বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে 'ঈদুল ফিতরের নমাযে প্রথম রাকআতে সাত তকবীর ও দ্বিতীয় রাকআতে পাঁচ তকবীর এবং এতদুভয়ের পর কিরআত পাঠ করিতে হইবে।—আবু দাউদ ও তিরমিযী।

এই হাদীসে উভয় রাকআতে তকবীর পাঠের পরেই কিরআতের কথা স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে। দোয়া ছানাকে কিরআত বলা হয় না, আরবীতে শুধু কুরআন পাঠকেই কিরআত বলা হইয়া থাকে। তকবীর তাহরীমা বাড়তি তকবীর হইতে ভিন্ন। কারণ, বাড়তি তকবীরগুলি একই সঙ্গে বলা হইয়া থাকে। অথচ

www.ahlehadeethbd.org

از مولانا عبد القادر صاحب حصاری :—

اگرچہ اماموں کے درمیان کچھ اختلاف ہے مگر میری تحقیق میں اول الذکر مواوی ابو عبد اللہ کا عمل بہت درست اور راجح ہے اور اسی پر آج اکثر اہل حدیث کا تعامل ہے کیونکہ بعض روایتوں میں یہ صراحت آچکی ہے کہ سات تکبیر سوائے تکبیر تحریمہ اور تکبیر رکوع کے ہیں' چنانچہ نیل الاوطار ج ۳ ص ۱۹۹ میں ہے وقد تقدم فی حدیث عائشة عند الدارقطنی سوی تکبیرة الا فتتاح وعند ابی داود سوی تکبیرتی الرکوع (والافتتاح ؟) وهو دلیل لمن قال ان السبع لاتعد فیها تکبیرة الافتتاح والرکوع والخمس لاتعد فیها تکبیرة الرکوع' تکبیر تحریمہ کو ساتھ شمار کریں تو پھر تیرہ کہنی چاہئے

از مولانا عبید اللہ صاحب رحمانی مبارکپوری :—

عیدین کی پہلی رکعت میں سات تکبیرات زوائد تکبیر تحریمہ کے علاوہ ہیں یعنی تکبیر تحریمہ اور تکبیرات زوائد دونوں ملاکر آٹھ ہیں' حضرت عائشہ (رضی) کی روایت میں ہے :— ان رسول اللہ صلعم یکبر فی العیدین اثنی عشر تکبیرة سوی تکبیرة الاستفتاح (دارقطنی ص ۱۸۰ مستدرک حاکم ص ۲۹۹) اور عبد اللہ بن عمروبن العاص کی حدیث میں ہے سوی تکبیرة الاحرام (دارقطنی ص ۱۸۱) اور بیہقی میں ہے سوی تکبیرة الصلوٰة' دعائے افتتاح تکبیرات زوائد سے پہلے ہے یعنی تکبیر تحریمہ پکار کر دعائے افتتاح پڑھے پھر تکبیرات زوائد پکارے پھر تعوذ و بسم اللہ کہکر قرأت شروع کرے

বয়হকীর রেওয়াতে নমাজের (আরম্ভের) তকবীর ছাড়া উল্লিখিত হইয়াছে। দোয়া ইফতেতাহ [অর্থাৎ আল্লা হুম্মা বাঈদ বাইনী প্রভৃতি] বাড়তি তকবীরের পূর্বেই পড়িতে হইবে। অতঃপর অতিরিক্ত তকবীর বলিয়া আউযু প্রভৃতি পাঠ আরম্ভ করিবে।

জনাব মওলানা আবদুল কাদের ছেছারী ছাহেব লিখিয়াছেন,

[জিজ্ঞাস্য বিষয়ে] যদিও ইমামগণের মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয় কিন্তু আমার নিজস্ব তাহকীক এই যে, প্রথমোল্লিখিত মৌঃ আবু আব্দিল্লাহ প্রভৃতির আমলই সঠিক এবং রাজেহ্ ইহার প্রতিই অধিকাংশ আহলে হাদীসগণের আমল। কারণ, কোন কোন রেওয়ায়তে তকবীর তাহরীমা ও তকবীরে রুকু' ছাড়াই আরও সাত তকবীর বলার কথা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। যেমন, নয়লুল আওতার [৩] ২৯৯ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে, দারকুতনী কর্তৃক বর্ণিত জননী আয়েশার রেওয়াতে 'নমায আরম্ভ করার সময়কার তকবীর আর রুকুর তকবীর ব্যতীত' উল্লিখিত হইয়াছে। যাহারা তকবীর তাহরিমা ও তকবীর

এখানে তকবীরে তাহরীমার পর দোয়া ছানা এবং উহার পর বাড়তি সাত তকবীর (পাঠ করিতে হইবে)। ফতাওয়া ছানাইয়া (১) ৩৬৩ পৃষ্ঠায় ইহাই বলা হইয়াছে।

দ্বিতীয় দল মৌঃ কছীমুদ্দীন প্রভৃতি ও তৃতীয় দল মওলানা আব্বাস আলী প্রভৃতির পদ্ধতি ভ্রান্ত এবং তাহাদের বিবৃতি ভুল ও ছুন্নত রসূলের বিপরীত।

হযরত মওলানা উবায়দুল্লাহ রহমানী মুবারকপুরী লিখিয়াছেন,

ঈদায়নের প্রথম রাকআতে বাড়তি সাত তকবীর তাহরীমার তকবীর ছাড়াই (বলিতে) হইবে। উহার সহিত মিশ্রিত করিলে তকবীরের সংখ্যা দাঁড়াইবে আট।

হযরত আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রহিয়াছে রসূলাহ [দঃ] ঈদায়নের নমাযে নমায আরম্ভের তকবীর ছাড়াই বার তকবীর বলিতেন।—দারকুতনী ১৮০ পৃষ্ঠা; মুসতাদরক হাকিম ২৯৮ পৃষ্ঠা।

হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আছ প্রমুখাৎ বর্ণিত হাদীসে তকবীরে তাহরিমা ব্যতীত এবং

www.ahlehadeethbd.org

کیونکہ تحریمہ تو ابتداء نماز میں گذر چکی ہے' اور یہ سات قبل القرأت ہیں اسلئے انکو علحدہ شمار کیا

উল্লিখিত তিনটী ফতাওয়া ছাড়া মরহুম মওলানা ইব্রাহীম শিয়ালকোটী, তাঁহার পুস্তকে, মরহুম মওলানা মুহাম্মদ জুনাগড়ী সাহেব তাঁহার "ইন্আম মোহাম্মদী, তুহ্ফায়ে মোহাম্মদী এবং নামায়ে মোহাম্মদী" পুস্তকত্রয়ে, মওলানা আবদুস সালাম বস্তবী তাঁহার ইসলামী তালিম নামক পুস্তকে, মওলানা সানাউল্লাহ সাহেব তাঁহার ফতাওয়া সানায়ীয়াহ গ্রন্থে [১ম খণ্ড, ৩৬৩ পৃঃ], ফেকাহ মোহাম্মদী প্রথম খণ্ডের ৮৫ পৃষ্ঠায়, পুনশ্চ ইয়াদগারে আহলেহাদিস [দিল্লী], সহিফা আহলেহাদিস [করাচী], জরিদা আহলে হাদিস সোহদরা, এ'তেসাম লাহোর, ও আহলে হাদিস [অমৃতসর] ইত্যাদি পত্রিকায় একাধিকবার ইহা পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, প্রথম রাকআতে তকবীর তহরিমা বলার পর দোওয়া ইফ্তেতাহ পড়িয়া অতিরিক্ত সাত তকবীর বলিতে হইবে।

ইমামগণের মধ্যে (ক) ইমাম নববী তাঁহার মিন্হাজ নামক গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

ثم یاتی بدعاء الاستفتاح ثم یکبر سبع تکبیرات

(খ) ইমাম শাফেয়ী তাঁহার কিতাবুল উম্ নামক গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ২০৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ

اذا ابتدأ الامام صلوة العیدین کبر للدخول فی الصلوة ثم افتتح کما یفتتح فی المکتوبة الی ان قال ثم یکبر سبعا لیس فیها تکبیرة الافتتاح ثم قرأ

অর্থাৎ ঃ—ঈদায়নের নামায আরম্ভ করিতে যাইয়া ইমাম নামাযে প্রবেশের জন্য তকবির পাঠ করিবে অতঃপর দোআ-ই-ইফ্তেতাহ পাঠ করিবে যেমন ফরয নামাযে পাঠ করা হইয়া থাকে.....তারপর সাত তকবীর পাঠ করিবে—তকবীর তাহরিমা ইহার মধ্যে গণ্য নহে—তৎপর কেরাত পাঠ করিবে।

(গ) ইমাম বয়হকী তাঁহার সুননের একটী

چنانچہ نیل الاوطار میں مسند بزار کے حوالہ سے ایک یہ روایت نقل کی ہے' کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخرج لہ العنزة فی العیدین حتی یصلی الیها فکان یکبر ثلاث عشرة تکبیرة وکان ابوبکر وعمر یفعلان ذلک .

ہاں یہ بھی یاد رہے کہ تکبیریں دعائے افتتاح کے بعد شروع کیجاویں' کیونکہ انکا محل قبل القرأت ہے چنانچہ حدیثوں میں قبل القرأة کی صاف صراحت وارد ہے' جب قبل القرأت سے انکا محل ظاہر ہوگیا تو قبل دعاء الافتتاح کا احتمال رفع ہوگیا' جوشخص قبل از دعائے افتتاح تکبیریں کہتا ہے وہ حدیث قبل القرأة کا خلاف کرتا ہے' نیز اس سے یہ بھی ثابت ہوگیا کہ سات تکبیریں بغیر تکبیر تحریمہ کے ہیں .

রুকু' ব্যতীতই সাত ও পাঁচ তকবীর বলার পক্ষপাতিগণ উল্লিখিত হাদীস দ্বারাই প্রমাণ গ্রহণ করেন।

তকবীর তহরীমাকে উক্ত বাড়তি তকবীরের অন্তর্ভুক্ত করিলে তকবীরের সংখ্যা তের বলিতে হইবে। নয়লুল আওতারে মুসনদে বয্যারের হাওয়ালায় এইরূপ একটি রেওয়ায়তও বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহর (দঃ) জন্য ঈদের দিনে তাঁহার লাঠি সম্মুখে স্থাপন করা হইত এবং তিনি উহার দিকে নমায পড়িতেন এবং উহাতে তিনি ১৩ তকবীর বলিতেন। হযরত আবু বকর ও উমর এইরূপই করিতেন।

রণ থাকে যে, তক্বীরগুলি দোয়াছানা পাঠের পরই আরম্ভ করা উচিত। কারণ, উহার স্থান হইতেছে কিরআতের পূর্বে। হাদীসে উহার স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। অতএব দোয়া ইফতেতাহের পূর্বে হওয়ার সম্ভাবনাই রহিল না। যাহারা প্রারম্ভিক দোয়ার পূর্বেই তক্বীর বলেন, তাহারা উক্ত হাদীসের বিরোধিতা করিয়া থাকেন। পূর্বালোচনা হইতে ইহাও পরিষ্কার হইয়া গেল যে, তক্বীর তাহরিমা ব্যতীতই সাত তকবীর বলিতে হইবে।—অনুবাদ : এম, এ, রহমানী।

www.ahlehadeethbd.org

আধুনিক তুরস্কে ইসলাম

—মোহাম্মদ আবদুর রহমান বি,এ, বি,টি

কামাল আতাতুর্ক কর্তৃক তুরস্ক থেকে ইসলাম, ইসলামী অনুষ্ঠান, ইসলামী আইনকানুন পরিবর্জিত এবং পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুসরণ ও উহার রীতিনীতির প্রতি অন্ধঅনুরাগ প্রদর্শিত হলেও যুগযুগান্তর থেকে ধর্মীয় ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ তুর্কী জনসাধারণ তা হৃষ্টমনে কবুল করতে পারেনাই। কামালপন্থী ইসমত ইনুনুর রিপাবলিক্যান পার্টির শাসনামলে ইসলামী পুনর্জাগরণের স্বপ্নসাধ মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারলেও ভিতরে ভিতরে শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে। মেন্দারেস ও জালাল বায়ার পরিচালিত ডেমোক্রেটিক পার্টির শাসনামলে কামাল আতাতুর্কের ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপের সংশোধন ও ইসলামী নীতি ও প্রথার পুনঃ প্রবর্তন শুরু হয়। কিন্তু শহর বন্দরের পাশ্চাত্য পন্থীদল ইহাতে রুষ্ট হয় এবং পুনঃ কামালী সংস্কারের পক্ষে প্রচার-প্রপাগাণ্ডা চালাতে থাকে। অত্যাধুনিক তুরস্কে চিন্তাধারার এই অন্তর্দ্বন্দ্বের সঙ্গীন মুহূর্তে জেনারেল জামাল গার্সেল গণতান্ত্রিক সরকারের নিকট হতে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে সামরিক শাসন প্রবর্তন করেন। সামরিক শাসনের প্রভাবাধীন এবং বহু বিধিনিষেধের আওতায় সম্প্রতি যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে ইসলাম অনুরাগী জাষ্টিস পার্টি একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল রূপে বিজয়ী হতে না পারলেও পরিষদে দ্বিতীয় স্থান এবং সিনেটে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। জেনারেল গার্সেল এবং তার সামরিক শাসনের কামালপন্থী পাশ্চাত্যবাদীদের প্রতি আন্তরিক প্রবণতা এবং পরোক্ষ সমর্থন না থাকলে হয়ত ইসলাম অনুরাগীগণ আরও শক্তিশালী রূপ নিয়ে আবির্ভূত হতে পারতেন। বর্তমানের প্রতিকূল পরিবেশ সত্বেও ইসলাম বিরোধী পাশ্চাত্যপন্থীদের মুকাবেলায় ইসলামের প্রতিষ্ঠাকামীগণ যে সাফল্য অর্জন করেছেন, তার মাধ্যমে তুরস্কের আপামর জনসাধারণের বৃহত্তর অংশের ইসলাম প্রীতি এবং পাশ্চাত্য রীতিনীতির প্রতি বিতৃষ্ণার মনোভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, যে তুরস্ক ইসলামের ইতিহাসে দীর্ঘদিন গৌরবময় ভূমিকা পালন করে এসেছে, পুনঃ সেই তুরস্ক অনুরূপ ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য নবতর শক্তি সঞ্চয় করে চলেছে।

মোটের উপর আজ তুরস্কের অভ্যন্তরে ইসলাম বিরোধী ও ইসলামপন্থী শক্তি পরস্পরের মুকাবেলায় তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দণ্ডায়মান। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্বরূপ এবং তুর্কী জাতির ভবিষ্যৎ গতি সম্বন্ধে একটা

পরিচ্ছেদের শিরোনামায় লিখেছেন ঃ—

আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে যাইয়া হাফেয ইরাকী সাহেব বলিয়াছেন যে, সাহাবা ও তাবেয়ীন বিদ্বানগণের মধ্যে অধিকাংশই আমাদের উল্লিখিত মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সাহাবীগণের মধ্যে হযরত উমর, হযরত আলী, হযরত আবু হুরায়রা, হযরত আবু সাঈদ, হযরত জাবের, হযরত ইবনে উমর, হযরত ইবনে আব্বাস, হযরত আবু আইয়ুব, হযরত যায়দ ও হযরত আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহুম; তাবেয়ী বিদ্বানগণের মধ্যে মদীনার সাতজন ফকীহ, হযরত উমর বিন আবদুল আযিয, ইমাম যুহরী এবং ইমাম মকহুলের মতও ছিল ইহাই।

ফল কথা, ঈদায়নের নামাযের তকবির বলার সহিহ তরীকা এই যে, **কেবলামুখী দাঁড়াইয়া তকবির তহরিমা বলার সঙ্গে সঙ্গে বুকের উপর হাত বাঁধিয়া দোআয়ে ইফ্‌তেতাহ পড়িবে। অতঃপর সাতবার তকবির বলিয়া আউযু বিল্লাহ, বিসমিল্লাহ সহ কেরাত পড়িবে। দ্বিতীয় রেকাতেও অনুরূপ ভাবে কেরাতের পূর্বে ৫ (পাঁচ) বার তকবির বলিবে।**

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মোটামুটি ধারণায় পৌঁছতে হলে এর পটভূমিকার সহিত পরিচিত হওয়া প্রয়োজন।*

তুরস্কে বর্তমানে দু'কোটিরও অধিক মুসলমান বাস করছে। নিকট অতীতে ধর্মকে বিসর্জন দেওয়া সত্ত্বেও তুরস্কের মুসলমানগণ তমদ্দুন এবং ঐতিহ্যে আজও ইসলামী রঙ্গে রঞ্জিত। প্রাক-ইসলাম বর্বর তুর্কী দিগকে একটি সুসভ্য, গৌরবদীপ্ত ও মহান জাতিতে পরিণত করে তুলেছিল ইসলামেরই মায়াবী পরশ— একথা কে অস্বীকার করতে পারে?

ওসমান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং বিজয়ী মোহাম্মদ কর্তৃক ইসলামের ভিত্তিতে দৃঢ়ভাবে গ্রথিত ওসমানীয় শাসন ওমাইয়া এবং আব্বাসীয় খেলাফতের ন্যায় ইসলামের ইতিহাসে গৌরবময় মর্যাদা লাভে সমর্থ হয়। ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে কনস্টান্টিনোপ্‌ল জয়লাভের অব্যবহিত পর বিজয়ী মোহাম্মদ কর্তৃক শেয়খুল ইসলামের পদ সৃষ্ট হয়। তখন থেকে খেলাফতের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত শেয়খুল ইসলাম তুর্কী খেলাফতে শরীয়ত সংক্রান্ত বিভাগের মন্ত্রিত্বের আসনে সমাসীন থেকে ধর্মীয় বিষয়াদি সুপরিচালিত করে আসছিলেন। শুধু তাই নয়, প্রধানমন্ত্রীর পরেই ছিল তাঁর পদমর্যাদার গুরুত্ব এবং প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একমাত্র তিনিই 'হিজ হাইনেজ' (His Highness) পদবীর ধারক ছিলেন।

শরীয়ত কোর্টে কাজীগণ শরীয়ত সংক্রান্ত বিচার করতেন এবং বিচারের রায় কার্যকরী করার পূর্বে মুফতীদের নিকট অনুমোদনের জন্য প্রেরিত হ'ত। তাঁরা ছিলেন শরীয়ত আইন সম্পর্কে সরকারী উপদেষ্টা। মুফতীদিগকে লিখিত অভিমত জানাতে হতো যে, কাজীর সংশ্লিষ্ট রায় শর্‌য়ী আইন মুতাবেক হয়েছে, কি হয় নাই। শরীয়তের পরিভাষায় এর নাম ছিল 'ফতওয়া'। শেয়খুল ইসলাম ছিলেন মুফতী এবং কাজী উভয়ের সর্বোচ্চ কর্মকর্তা। তিনিই মুফতীর পক্ষথেকে ফতওয়া ঘোষণা করতেন। সুলতান সুলায়মান এবং দ্বিতীয় মোহাম্মদ 'কানুন' এর প্রবর্তন করেন। ফৌজদারী দণ্ডবিধি এবং ব্যবসায়, প্রভৃতি সংক্রান্ত মানুষের তৈরী আইনগুলোকে 'কানুন' বলা হতো। কিন্তু 'কানুনের' প্রবর্তকগণ সহ সমস্ত সুলতানই ছিলেন উৎসাহী ও কার্যকরী মুসলমান। তাঁরা ধর্মবিরুদ্ধ কোন চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা অনুপ্রাণিত হন নাই।

কিন্তু ১৯০৮—৯ খৃষ্টাব্দে নব্য তুর্কী বিপ্লবের পর থেকে তুর্কী মুসলমানদের একাংশ ইসলাম ও ইসলামী আদর্শের প্রতি মারমুখী হয়ে উঠে এবং ইসলামী ভাবধারার পরিবর্তে পাশ্চাত্য চিন্তাধারার প্রতি আকৃষ্ট এবং পাশ্চাত্য আদর্শ ও রীতিনীতির প্রতি প্রবণতা দেখাতে শুরু করে।

কানাডার বিখ্যাত নও মুসলিম লেখিকা মিস মারগারেট মারকাস (Miss Margaret Marcus) তাঁর এক প্রবন্ধে এসম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন ঃ

ইসলামের সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হয়েছে যে ভাবধারার দ্বারা সে হচ্ছে - জাতীয়তার পাশ্চাত্য ধারনা। ইসলামের মতে বিভিন্ন জাতির মধ্যে ঐক্যের সুদৃঢ় স্বর্ণসূত্র হচ্ছে একই আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ। কিন্তু পাশ্চাত্যের নব জাতীয়তার মতবাদ মানুষকে নির্দিষ্ট ভৌগলিক সত্বার প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের শিক্ষা প্রদান করে থাকে। তুর্কী সমাজ তত্ত্ববিদ জিয়া গোকাপ [Zia Gokalp (১৮৭৬-১৯২৪)] সর্ব প্রথম মুসলিম জগতে এই অবাঞ্ছিত পাশ্চাত্য মার্কা জাতীয়তার আদর্শের সপক্ষে প্রচারণা শুরু করেন।

তিনি তাঁর লেখনীর মারফত এই যুক্তি প্রদর্শন করতে চান যে, সভ্যতা ও ধর্ম সম্পূর্ণ পৃথক জিনিষ। ইসলাম একটি সভ্যতা অথবা পাশ্চাত্য সভ্যতা খৃষ্টধর্মের সহিত সম্পর্কিত একথা তিনি অস্বীকার করেন। সুতরাং তিনি বলতে চান, মুসলমানগণ কর্তৃক পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ তাদের ধর্মের পক্ষে মোটেই অকল্যাণকর নয়। তিনি বলেন, শিল্প, বিজ্ঞান এবং সামরিক দিক দিয়ে ইউরোপীয়

* আলোচ্য পটভূমিকার তথ্যাবলী—১৯৬০ সালের অক্টোবর সংখ্যা Islamic Review এ প্রকাশিত M. R. Karim লিখিত Islam in Turkey প্রবন্ধ থেকে গৃহীত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

শক্তিসমূহের সমপর্যায়ে পৌঁছার একমাত্র উপায় হচ্ছে ইউরোপীয় সভ্যতার হুবহু অনুকরণ। এছাড়া তুর্কী জাতির মুক্তির দ্বিতীয় কোন পথ নেই। উম্মতে মুসলিমা বা সমগ্র জাহানের মুসলমানদের এক জাতি হওয়ার দাবীকে তিনি সরাসরি অস্বীকার করেন। বলা বাহুল্য এ মতবাদ ইসলামের শাশ্বত সার্বজনীন শিক্ষার সম্পূর্ণ প্রতিকুল—আল্লার কালাম ও রসূলের সুন্নাহর সম্পূর্ণ বিপরীত।

কিন্তু তুরস্কে জিয়াগোকাপের ভাবধারার লোক ক্রমেই বর্ধিত হতে থাকে। কামাল পাশা এবং তার ভক্ত অনুরক্তের দল এই ভ্রান্ত ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জোর প্রচার প্রপাগাণ্ডা চালাতে থাকেন। কিন্তু তুরস্কে সুলতানত ও খেলাফত যতদিন বিদ্যমান ছিল ততদিন সামগ্রিক ভাবে জাতির মন এই ভাব-ধারায় বিষায়িত হয়ে উঠে নাই। তখন পর্যন্ত শর্‌ঈ-আইন বলবৎ ছিল, মুফতী, কাজী ও শেয়খুল ইসলামের প্রভাব বিদ্যমান ছিল। কিন্তু কামাল পাশা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পরপরই তুরস্ককে ধর্মনিরপেক্ষ রাজ্যে পরিণত করে বসলেন। তিনি ধর্মকে মানুষের একটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বস্তুরূপে ঘোষণা করলেন, ইসলামী আইন নাকচ করলেন এবং শরীয়তী কোর্ট বন্ধ করে দিলেন।

শুধু তাই নয়—আতাতুর্ক সমাজিক সংস্কারের নাম নিয়ে তুরস্কের জাতীয় পোষাক—বিশেষ করে মস্তকের টুপী 'ফেজ'কে নির্বাসন দিলেন এবং ইউরোপীয় হ্যাট প্রবর্তন করলেন। পর্দা প্রথার উচ্ছেদ করলেন, আরবী বর্ণ মালা তুলে দিয়ে রোমান অক্ষরের প্রচলন করলেন, ইউরোপের পঞ্জিকা গ্রহণ করলেন। তিনি শুক্রবারের পরিবর্তে রবিবারকে সরকারী ছুটির দিনরূপে ঘোষণা করলেন এবং সমস্ত ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি বাজেয়াফত করলেন।

তিনি প্রথমে ধর্মশিক্ষা নিয়ন্ত্রিত এবং পরে উহা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিলেন। ইসলামী আইনের পরিবর্তে পাশ্চাত্যের অনুকরণে নাগরিক আইন ও দণ্ড-বিধি প্রবর্তন করলেন। উলামাদের প্রভাব প্রথমে খর্ব, পরে সম্পূর্ণ বিনষ্ট করলেন।

মাট কথা ইসলামের সর্ব শেষ চিহ্ন তুরস্কের মাটি থেকে মুছে ফেলার জন্য যা কিছু করা প্রয়োজন তার সবই তিনি করলেন।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন, ক্ষমতা বলে সব কিছু করা সম্ভব কিন্তু মানুষের মনকে জবরদস্তী—প্রভাবিত করা সম্ভব নয়। তুরস্কের আপামর মুসলিম জনসাধারণ আতাতুর্কের ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপে মনে মনে খুবই বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। তাঁর মৃত্যুর পর ইসলাম-পন্থীগণ ইসলামের বিধিবিধান পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজে কর্ম-ক্ষেত্রে নেবে পড়েন। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ কামাল-পন্থী সরকার ক্ষমতাসীন থাকায় তাদের আন্দোলনকে জোরদার করার অনুকূল পরিবেশ না পাওয়ায় ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে তাদের কর্মপ্রচেষ্টা বিশেষ ফলপ্রসূ হতে পারে নাই। তুর্কী মন্ত্রিসভার শিক্ষা সংক্রান্ত একটি প্রকাশনার ব্যাপারে ইসলামপন্থীদের প্রতিবাদ-ধ্বনি জনসাধারণের সমর্থনের ফলে অত্যন্ত মুখর ও সরগরম হয়ে উঠে। ঘটনাটি এই ঃ

১৯৩৯ সালে তুরস্কের শিক্ষা বিভাগ পাশ্চাত্য কর্তৃক রচিত ও পাশ্চাত্য ব্যবস্থাপনায় সম্পাদিত ইসলামের বিশ্বকোষের (Encyclopaedia of Islam) তুর্কী ভাষায় অনুবাদ প্রকাশের সিদ্ধান্ত করেন। অবশ্য ইসলামী বিশ্বকোষের তুর্কী সংস্করণ কেবলমাত্র হুবহু তর্জমা ছিলনা। যে সব প্রবন্ধ পুরাতন বিধায় সময়ের অনুপযোগী হয়ে গিয়েছিল—তুরস্কের প্রখ্যাত নামা পণ্ডিতগণ কর্তৃক সেগুলি আধুনিক তথ্য-সমৃদ্ধ করা হয়েছিল এবং বহু নূতন প্রবন্ধও সংযোজিত হয়েছিল। তথাপি একদল ধর্মীয় ভাবাপন্ন তুর্কী সুধী এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করলেন। এই দলের নেতৃত্ব করছিলেন 'সাবিলুর রশিদ' নামক তুর্কী সাময়িকীর সম্পাদক আশরাফ আদীব। তারা উক্ত পরিকল্পনার বিরুদ্ধে এই যুক্তি প্রদর্শন করলেন যে, তথাকথিত 'ইসলামী বিশ্বকোষ' আসলে ইসলামের বিশ্বকোষ নয়। উহা ইসলামের শত্রুগণ কর্তৃক ইসলামকে হেয় প্রতিপন্ন করার মতলবে খৃষ্টান মিশনারীদের কার্যের সহায়তা কল্পে এবং মুসলমানগণের আকিদার ভিত্তিকে দুর্বল প্রতিপন্ন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করার উদ্দেশ্যে মিশনারী প্রচেষ্টার অন্যতম অঙ্গরূপে বিরচিত এবং প্রকাশিত হয়। ধর্মীয় ভাবাপন্ন এই তুর্কী প্রতিবাদীগণ সরকারের এই ইসলাম-বিরোধী পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ঘোর আপত্তি উত্থাপন করেন। তাঁরা সংবাদ পত্রে চিঠির পর চিঠি এবং প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখতে থাকেন এবং অবশেষে এই উদ্দেশ্যে একটি সাময়িকীর প্রকাশও শুরু করে দেন। ১৯৪১ সালে তারা স্বয়ং তাদের মিলিত উদ্যোগে সরকারী পরিকল্পনার মুকাবিলায় একটি পৃথক নিজস্ব বিশ্বকোষ প্রকাশের কাজ শুরু করে দেন এবং সেটার নাম দেন "তুর্ক ইসলাম ইনসিক্লোপেডিসী"—ইসলামের তুর্কী বিশ্বকোষ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর গণতান্ত্রিক তুরস্ক সকল প্রকার স্বাধীন মতামত প্রকাশের সুযোগ প্রদান করেন। ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ এই সুযোগে ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে এবং ইসলামী আদর্শ ও নীতির পুনর্জাগরণের পক্ষে তাঁদের বলিষ্ঠ মতামত স্পষ্ট কণ্ঠে ঘোষণা করেন।

১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে তুর্কী স্কুলসমূহে ধর্মীয় শিক্ষা একটি শর্ত সাপেক্ষে প্রবর্তন করা হয়। শর্তটি এই যে, যে সব ছাত্রের অভিভাবক তাদের ছেলেমেয়েদের ধর্ম-শিক্ষা দেওয়ার আবেদন জানাবেন—শুধু তাদের জন্যই ধর্ম শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে—মাদ্রাসা সমূহের বিলোপ সাধন এবং ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে মাধ্যমিক স্কুলসমূহ থেকে আরবী ও পারসী শিক্ষার ব্যবস্থা নাকচ করে দেওয়া হয়। ফলে, পঞ্চদশকে ধর্মীয় শিক্ষা পুনঃপ্রবর্তিত হওয়ায়—স্কুলে যোগ্য ধর্ম শিক্ষক এবং মসজিদে উপযুক্ত ইমামের নিদারুণ অভাব পরিলক্ষিত হয়। এই অভাব বিদূরণের জন্য আঙ্কারা বিশ্ববিদ্যালয়ে নূতন সরকারকে একটি ধর্মীয় বিভাগ খুলিতে হয়।

সাম্প্রতিককালে তুরস্কে ধর্মীয় তৎপরতা বৃদ্ধির বহু লক্ষণ পরিদৃষ্ট হচ্ছে। মসজিদের বাইরেও ধর্মানুকূল পোষাক অনেক লোককে পরতে দেখা যায়। বিরাণ মসজিদগুলো পুনঃ আবাদ হয়ে উঠেছে। অনেক মসজিদেই লোকাধিক্যের জন্য নামাজের সময় মাইক ব্যবহৃত হচ্ছে। কাঁফে রেস্তোরায়, দোকানে বাজারে, গৃহে এমন কি ট্যাক্সিতে পর্যন্ত কোরআন মজিদের সুনির্বাচিত আয়াত ঝুলান হচ্ছে। ধর্মীয় পুস্তক পুস্তিকা বর্ধিত আকারে লিখিত ও প্রকাশিত হচ্ছে। এখন অনেক তুর্কীবাসী হজ করার জন্য মক্কাধামেও এসে থাকেন। বিভিন্ন তরিকার পুনর্জাগরণ এবং তৎপরতা বেড়ে চলেছে। ১৯৫০ সালের নির্বাচনে ডেমোক্রেট পার্টির মেনোফেস্টোতে তুরস্কের জাতীয় জীবনে ইসলামের পুনর্জাগরণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হয়। উক্ত দল কর্তৃক ১৯৫০ সালে ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পরই ১৭ই জুলাই পবিত্র রমযানের পয়লা তারিখে মসজিদে মসজিদে তুর্কীর ভাষার পরিবর্তে পুনঃ আরবী ভাষায় ইসলামী আযান ঘোষণার অনুমতি প্রদত্ত হয়। ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে তুরস্কের রাষ্ট্রীয় বেতারে কোরআন মজিদ তেলাওয়াতের ব্যবস্থাও প্রবর্তিত হয়। ১৯৫২ সালে গ্রাম্য স্কুল সমূহের পাঠ্য তালিকায় 'ধর্মীয় শিক্ষা' সংযোজিত হয়।

১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারী তুরস্কের জাতীয় পার্লামেন্টে ধর্মীয় কর্মসূচীতে অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি নিয়ে বিরোধী দলের সহিত একটি তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয় এবং পরিশেষে অধিক ভোটে ইসলাম পন্থীদের দাবী গৃহীত হয়। ফলে ১৯৫৫ সালের ধর্মীয় ব্যাপারে ৪০ লক্ষ লিরার (তুর্কী মুদ্রা) স্থলে ১৯৫৬ সালের জন্য ১ কোটি ৭০ লক্ষ লিরা মঞ্জুরকৃত হয়।

ধর্মীয় পুনর্জাগরণের জন্য ডেমোক্রেটিক দলের এই প্রচেষ্টা বৃহত্তর জনগণ কর্তৃক সমর্থিত এবং অভিনন্দিত হয়। এদের অধিকাংশই গ্রামের বাসিন্দা এবং কৃষিজীবী। কিন্তু শহর বন্দরের পাশ্চাত্যের অন্ধ মুকাল্লেদ কামালপন্থী শিক্ষিত সমাজ ও বুর্জোয়াদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। শিক্ষায় অগ্রসর ও বিত্তশালী সমাজের সঙ্গে ইসলাম পন্থীদের নীতিগত দ্বন্দ্ব ক্রমেই তীব্র হতে তীব্রতর হয়ে উঠে এবং ১৯৬০ সালের সামরিক বিপ্লবের মাধ্যমে তার অভিব্যক্তি ঘটে। আজিকার তুরস্কের সর্বাধিনায়ক জেনারেল জামাল গার্সেলের প্রতি তুরস্কের আধুনিক শিক্ষিত

www.ahlehadeethbd.org

সুব্‌হে-সাদেক

—আবদুল্লাহ ইব্‌নে ফজল এম এম, এম, এফ

নিশার অবসানে পূর্ব গগনে যখন শুভ্র রেখা ভেসে উঠে এবং ঘুমন্ত বিশ্ব নব প্রাণ-স্পন্দনে জাগতে শুরু করে, সুব্‌হে সাদেকের সেই অপরূপ দৃশ্য যে কী মাধুর্যমণ্ডিত আর সেই স্নিগ্ধ মনোরম শুভ মুহূর্ত যে কত মূল্যবান তা উপলব্ধি করার মত হৃদয় যাদের আছে, একমাত্র তারাই তা উপলব্ধি করতে সক্ষম। প্রত্যুষের এই মাধুর্যমণ্ডিত অমূল্য সময়টিকে তাই সার্থক ক'রে তোলার মহতী ব্যবস্থা সর্বযুগে সর্বধর্মে ব্যবস্থিত হয়ে আসছে। তাই মহৎপ্রাণ, মহাজন এবং মনিষীবৃন্দকে আমরা এহেন মূল্যবান ও অনুপম সময়কে সর্বপ্রযত্নে যথার্থভাবে সদ্ব্যবহার করতে দেখতে পাই।

প্রত্যুষে গাত্রোত্থান সমুদয় সুখ, যাবতীয় শান্তি এবং সকল সৌভাগ্যের বাহন। 'স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল' এই প্রবাদ বাক্যের সত্যতা সর্বদেশে সর্বযুগে স্বীকৃত হয়ে আসছে। প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ সুস্থতার জন্য 'মৃত সঞ্জিবনী' সম ফলদায়ক একথা কে অস্বীকার করতে পারে?

প্রত্যুষে গাত্রোত্থানের সুফল এবং এই অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য ইসলামী বিধানে গুরুত্ব আরোপের কথা পর আলোচনা করছি। অন্যান্য ধর্মেও এ সম্পর্কে তাকিদ রয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ হিন্দু ধর্মের কথা বলা যেতে পারে। হিন্দু ধর্মে প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ পূর্বক জ্যোতির্ধ্যান, মূর্তিধ্যান, মন্ত্রজপ, প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে। হিন্দু শাস্ত্র মতে প্রাতে নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে প্রাকৃতিক প্রয়োজন নিষ্পন্ন ক'রে রক্তিমাভ সূর্য দিক-চক্রাবলে দৃশ্যমান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উহা স্থির দৃষ্টিতে দর্শন করা সাধক মাত্রের একান্ত কর্তব্য। উক্ত মতে এই সময় কম্বলাসন, কুশ আসন, মৃগ চর্মাসন ইত্যাদি আসনে উপবিষ্ট হয়ে সিদ্ধাসন অবলম্বন ক'রে নিয়মিতভাবে মন্ত্রাদি জপ করতে হয়।

রাতের বিদায় লগনে অন্ধকারের তিরোভাবে —আলোর শুভাগমনে গাছে গাছে ডালে ডালে যখন দোয়েল, পাপিয়া, প্রভৃতি পাখীকুল বিশ্বপ্রভুর জয়গানে কলকণ্ঠে চতুর্দিকের নীরবতা ভাঙ্গতে শুরু করে, আর প্রশান্ত প্রকৃতি-রাজ্যে ধীরে ধীরে মৃদু-মন্দগতিতে বইতে থাকে মলয় সমীরণ এবং সেই আরাম দায়ক মুহূর্তে আরাম প্রিয় মানুষ যখন সুখ নিদ্রায় বিভোর তখনই মসজিদের মীনার চূড়া থেকে মুয়াজ্জেনের মধুর কণ্ঠে বুলন্দ আওয়াজে ধ্বনিত হয় আল্লাহু—আকবর—আল্লাহু আকবর। আল্লাহই মহান, আল্লাহই শ্রেষ্ঠ। যাদের বুঝবার মত দেল আছে, যাদের শোনার মত কান আছে তারা বুঝতে পারে, মুয়াজ্জেনের ডাকের অর্থ, তারা শুনতে পায় সে ডাকের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ঃ "পূর্ব আকাশের পেয়ালা উপচে আলোর শিরাজী ঝরে পড়ছে, প্রাণ ভরে পান করতে আর

সমাজের সমর্থনের অন্যতম অন্তর্নিহিত কারণ—গার্সেল সরকারের ধর্মের প্রতি কামালপন্থী মনোভাব। কিন্তু গার্সেলের পরোক্ষ সাহায্য ও মুরুব্বিয়ানা সত্ত্বেও তুর্কী জনসাধারণের এক তৃতীয়াংশের অধিক ভোট কামালের—দক্ষিণ হস্ত ও বিশ্বস্ত অনুচর ইসমত ইনোনুর পরিচালিত পিপলস রিপাবলিক পার্টি লাভ করতে সক্ষম হয় নাই। বিচার প্রহসনের পর ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতাদের বর্বর হত্যাকাণ্ডের নিষ্ঠুর আচরণও তুর্কী জনগণকে যে ইসলামী পুনর্জাগরণের স্বপ্নসাধ ও ইসলামের পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে নাই ডেমোক্রেটিক পার্টির নব রূপায়ন, গ্রামের কৃষক এবং কামাল-বিরোধী শহরবাসীদের সমর্থন-পুষ্ট জাস্টিস পার্টীর সাফল্য সেই সাক্ষ্যই বহন করছে।

www.ahlehadeethbd.org

তৃপ্তির সঙ্গে এ আনন্দ উপভোগ করতে চাও তো নিদ্রাসুখ ত্যাগ কর—জীবনের সেরা উপভোগের সময় হচ্ছে এই প্রভাতীক্ষণ"*

প্রভাতী আহ্বানের শেষাংশে ভক্ত মুয়াজ্জেন ডেকে উঠেন—"আস্ সালাতু খায়রুম মিনান নাওম" নিদ্রা থেকে নামাজ শ্রেষ্ঠ! ঘুমের চেয়ে নামাজ উত্তম!! উঠ হে জগৎবাসী, ঘুম হ'তে জাগো, সুসময় যে বয়ে যায়! দেখ তোমার প্রভুর পুণ্য পরশে প্রকৃতি আনন্দে উছ্‌লিয়ে পড়ছে। তাঁর দান ভাণ্ডারের খোশ খবর নিয়ে প্রভাতী সমীরণ তোমার আঙ্গিনায় হাজির হয়েছে। আর প্রস্ফুটিত কুসুমদল প্রভুর দর্শন লাভ ক'রে আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে তোমাকে তার সৌরভ দানে জাগাতে প্রয়াস পাচ্ছে, ওদিকে বিহগদল প্রভুর সান্নিধ্য লাভে খুশীতে আত্মহারা হয়ে কিচিমিচি স্বরে তোমাকে তাদের আনন্দ অভিব্যক্তির রব পৌঁছাচ্ছে, হতভাগা মানুষ, তুমি এখনও ঘুমঘোরে অচেতন থাকবে?

তোমাকে জাগরিত ক'রে বিশ্বপ্রভুর আরাধনায় নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে মুয়াজ্জেন তোমার কর্ণকুহরে প্রাণমাতানো হায়দরী হাঁক হাঁকছে। তুমি কি এখনও বিছানায় পড়ে থাকবে। না আর ঘুমিয়ে সময় কেটোনা, আর বৃথা সময়ের অপচয় করোনা, এখনই জাগো, উঠো—প্রভুর অফুরন্ত দান ভাণ্ডার থেকে নিজের মঙ্গলের জন্য কিছু সংগ্রহ করো, তোমার যাচ্ঞা জ্ঞাপন করো।

হায়! এহেন শুভ মুহূর্তে যে জাগেনা, এমন প্রাণ-স্পর্শী আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রভুর সকাশে আত্ম-নিবেদন করেনা আর তাঁর কাছে প্রার্থনা জানায়না, তার মত হতভাগা এ দুনিয়ায় আর কে আছে?

প্রত্যুষে গাত্রোত্থানে দেহে শক্তি, বুকে বল, কর্মে স্ফূর্তি, মনে বিমল আনন্দ এবং মস্তিষ্কে সৎচিন্তার উদ্ভব ঘটে। পৃথিবীর খ্যাতনামা মনিষীদের প্রায় সকলের মধ্যে প্রাতরুত্থানের অভ্যাস দেখতে পাওয়া যায়।

আদি মানব হযরত আদম (আঃ) থেকে হযরত ঈসা পর্যন্ত সমুদয় পয়গম্বর প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করতেন, স্নিগ্ধ আবহাওয়া ও শান্ত পরিবেশে আপন প্রভু পরওয়ার্দেগারের এবাদতে মশগুল হতেন। বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ (দঃ) তো রজনীর শেষভাগে তাহাজ্জুদের নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট শক্তি যাচ্ঞা করতে স্বয়ং আল্লাহ কর্তৃকই আদিষ্ট হয়েছিলেন। কোরআন মজীদে তাঁর প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে,

(হে নবী দঃ) আপনি রাত্রে (শেষ ভাগে) আপনার নিজের জন্য অতিরিক্ত কর্তব্য হিসেবে তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করুন, নিশ্চয় আপনার প্রভু আপনাকে 'মাকামে মাহমুদে'র উন্নত আসনে সমাসীন করবেন।†

এই নির্দেশ পাওয়ার পর থেকে রসুলুল্লাহ (দঃ) জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রজনীর শেষ দিকে নিদ্রা থেকে জাগতেন আর তময় তদ্গত হয়ে

* অঙ্গবিহীন আলিঙ্গন, ৩৮ পৃঃ।

† সূরা বানি ইস্রাইল ৭৯ আয়াত

(১২৮ পৃষ্ঠার পর)

আজ দুনিয়ায় নেতৃত্ব করছে তাদের অবস্থা অন্যরকম হত। তবে হ্যাঁ, কেউ যদি এ সব জাতীয় সংগ্রামকেও শ্রেণী-দ্বন্দের নামে অভিহিত করতে চান তবে তার কোন প্রতিকারই আমাদের জানা নেই। আমরা শুধু একথাই বলব যে, জন্‌ডিস্ রোগীর চোখে যদি দুনিয়ার প্রত্যেকটী জিনিষ হলুদ বর্ণের বলে মনে হয়ে থাকে তবে কি সত্যি সত্যিই দুনিয়াটা হলুদ বর্ণের বলতে হবে? দুনিয়ার গোটা ইতিহাস সমাজতন্ত্রবাদীদের এ দাবীর সত্যতা অস্বীকার করে যে, বিত্তশালী ও মজুর, ধনী ও দরিদ্র, আমীর ও ফকিরের মধ্যে চিরদিনই দা কুমড়ার সম্বন্ধ। কে না জানে যে, দুনিয়ার যতগুলি জাতীয় এবং ধর্মীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে তার প্রত্যেকটীতে আমীর ও ফকির, বিত্তশালী ও বিত্তহীন, প্রভু ও ভৃত্য যালেম ও মযলুম—সবাই আপোষের ধর্মীয় ও সামাজিক সর্বপ্রকার বিভেদকে জলাঞ্জলী দিয়ে একই সারিতে দাঁড়িয়ে শত্রুর মোকাবিলা করেছে, একই সঙ্গে জান ও মাল কুরবার করেছে। (চলবে)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তাহাজ্জদ নামাজ আদায় করতেন। শুধু নিজেই উক্ত অভ্যাস গড়ে তুলে ক্ষান্ত হননি। তিনি মুসলমানদিগকে এই নৈশ-শেষের নামাজ পড়তে উৎসাহিত করে গেছেন। তিনি এরশাদ করেছেন, উৎকৃষ্ট স্বভাবের লক্ষণ ৩টি; (১) মিষ্ট ভাষায় কথা বলা, (২) ক্ষুধিতকে অন্ন দেওয়া—(৩) আর মানবকুল যখন ঘুমন্ত—(তাদের চক্ষুসমূহ মুদ্রিত) তখন নামাজ আদায় করা।

রসুলুল্লাহর (দঃ) অনুসরণ করে স্বর্ণযুগের নিষ্ঠাবান মুসলমানগণ রজনীর শেষভাগে নিদ্রা থেকে জাগরণের অভ্যাস গড়ে তুলেন। তন্মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য নাম হচ্ছেঃ হযরত আবুবকর, উমর ফারুক, উসমান গণী, আলী হায়দর, ইমাম হাসান, ইমাম হুসাইন, ইমাম আবুহানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফী, ইমাম আহমদ বিন্ হাম্বল, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম নাসায়ী, ইমাম আবুদাউদ, ইমাম তিরমিযি, ইমাম ইবনে মাজা, খলিফা হারুনর রশিদ, ইমাম গায্যালী, ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী, ইমাম আবুনসর আলফারাবী, ইমাম ইবনে কাসির, ইমাম ইবনে তাহমিয়া, সুফী শামস তব্রীজী, বশর হাফী, হযরত বড় পীর আবদুল কাদের জিলানী, নেজামুদ্দীন ওলী, খাজা মাইনুদ্দীন চিশতী, বাদশাহ আওরঙ্গজেব, প্রভৃতি। ইমাম ও মুহাদ্দিস, অলী ও আলেম; মুসলিম সাধক ও বৈজ্ঞানিক, প্রভৃতি সফল জীবনের অধিকারী প্রায় সকলেই ঊষার প্রথম আবির্ভাবে সাধনার সুচনা করে জীবনকে ধন্য করে গিয়েছেন।

মুসলমান মনিষী ছাড়াও অন্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে যারা তাঁদের জীবন সাফল্যে এবং কৃতিত্ব-গুণে ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করে গেছেন—তাঁরা প্রায় সকলেই প্রাতরুত্থান করতেন। নেপোলিয়ান, পিটার দি গ্রেট, বাফ্যুন, মনটেন, পীট, গ্ল্যাডস্টোন, বিদ্যাসাগর মহর্ষী দেবেন্দ্রনাথ—প্রভৃতি নিষ্ঠার সঙ্গে এ নিয়ম মেনে চলতেন। ইংল্যাণ্ড এবং অন্যান্য উন্নত দেশের লোকদের ঘুমের সময় সুনির্দিষ্ট, তাঁরা সময়ের যথার্থ মুল্য অনুধাবন ক'রে কাজের সময়কে দীর্ঘায়িত করার জন্য প্রত্যুষেই জাগরণের অভ্যাস গঠন করেন। আমরা পাক-ভারতের অধিকাংশ লোক তাদের সৎগুণের অনুকরণের পরিবর্তে বদভ্যাসগুলির দিকেই বেশী ঝুকে প'ড়ে আমাদের জাতীয় জীবনকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে দিচ্ছি।

একথা সহজ বুদ্ধিতেই বুঝতে পারা যায় যে, প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করে—সকাল সকাল কর্তব্য কাজ আরম্ভ করতে পারলে কাজে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়। আর সুর্যোদয়ের যত পরে শয্যা ত্যাগ করা যায়, কাজের সময় তত অধিক বৃথা নষ্ট হয়। যাদের ঘুম ভাঙতে বিলম্ব ঘটে, কর্তব্য কার্য সম্পাদনে তাদের সময়ের সঙ্কুলান হয় না, তাই জীবন-সংগ্রামের অনেক ক্ষেত্রেই তাদিগকে পরাজয় বরণ করতে হয়। সময়ের এই বৃথা অপচয় রোধ করার অন্যতম উদ্দেশ্যে ইসলামী শারিয়তে তাই রাতের এক তৃতীয়াংশ সময়ের মধ্যেই সালাতে-এশা বা নৈশ নামাজ সমাধা ক'রে অতি সত্বর ঘুমিয়ে পড়ার বিধান বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে দেওয়া হয়েছে। ঐ একই উদ্দেশ্যে রসুলে মকবুল (দঃ) এশার নামাজের পর বাজে কথা এবং বেহুদা কাজে সময় নষ্ট না করে সকাল সকাল শয্যা গ্রহণের আদেশ দিয়ে গিয়েছেন—যাতে করে নির্দিষ্ট সময় বিশ্রাম ক'রে কর্মক্লান্ত শরীর ও চিন্তাক্লিষ্ট মনের অবসাদ ঝেড়ে মুছে প্রভাতের স্নিগ্ধ হাওয়ায় পরিতুষ্ট মনে প্রাতঃ-অর্চনা সমাধা করে নব উদ্যমে ঊষার আলোতেই মানুষ কর্তব্য কাজের শুভ সুচনা করতে সক্ষম হয়। ফল কথা, গভীর চিন্তা করে দেখলে একথা অবশ্যই প্রতীয়মান হবে যে, প্রত্যুষে শয্যাত্যাগের ইসলামী প্রেরণা এবং নিভৃত সময়ে উপাসনা আরাধনা এবং সকাল সকাল কর্তব্য কার্য আরম্ভ করার ব্যবস্থা প্রাকৃতিক নিয়মের সহিত যেমন সামঞ্জস্যপূর্ণ, শারীরিক ও মানসিক শ্রীবৃদ্ধি এবং জাগতিক কর্তব্য সুসমাধার পক্ষেও তেমনই কল্যাণপ্রদ ও ফলদায়ক। সুতরাং এ বিধান যে প্রাকৃতিক, বিজ্ঞান সম্মত এবং চিকিৎসাশাস্ত্র সঙ্গত এ বিষয়ে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।

নিদ্রায় মানুষের আয়ুষ্কালের বহু মূল্যবান সময় নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং যত কম সময় ঘুমিয়ে পারা

www.ahlehadeethbd.org

যায় তার অভ্যাস গঠন করা প্রত্যেক মানুষের অবশ্য কর্তব্য। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ বলে থাকেন বয়স্ক লোকের পাত্রভেদে ৫ হতে ৭ ঘণ্টা ঘুম স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট। কর্মব্যস্ত ইংরেজ জাতি নিদ্রার নিম্নলিখিত সময় তালিকা নির্দিষ্ট করেছেন:

স্বাভাবিক ঘুম পাঁচ ঘণ্টা,
পরিশ্রমীদের জন্য সাত ঘণ্টা,
অলসদের ঘুম নয় ঘণ্টা,
রোগী ঘুমায় এগার ঘণ্টা।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে রাত্র ১০টায় ঘুমিয়ে পড়লে শেষরাত্র ৩টায় কিম্বা রাত্র এগারটায় ঘুমালে ভোর ৪টায় স্বাভাবিক ঘুম পাঁচ ঘণ্টা বেশ ভালভাবেই পূর্ণ হয়ে যায়। আর যারা দিবাভাগে অধিক পরিশ্রমের কাজ করে তারা রাত্রি ৯টায় ঘুমালে সকাল ৪টায় অথবা ১০টায় ঘুমালে ভোর ৫টায় তাদের জন্য প্রয়োজনীয় ৭ঘণ্টার প্রাকৃতিক ঘুম পূর্ণ হয়ে যায়। এর চাইতে অধিক সময় ঘুমান শুধু অনাবশ্য নয়, রীতিমত ক্ষতিকরও বটে।

ভূবণ বিখ্যাত দার্শনিক লেখক হুজ্জতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালী তাঁর সুপরিচিত গ্রন্থ কিমিয়ায়ে সা'আদতে ৮ ঘণ্টা ঘুমানর অনুমতি দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, "দিবারাত্রির চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আট ঘণ্টার অধিক কাল নিদ্রায় কাটাইয়া দেওয়া উচিত নয়। এই আট ঘণ্টা কাল ঘুমাইলেও আয়ুষ্কালের তিন ভাগের এক ভাগ কেবল নিদ্রায় অতিবাহিত হয়। সুতরাং যাহার পরমায়ু ষাট বৎসর তাহার কুড়ি বৎসর নিদ্রায় বিনষ্ট হয়। ইহা অপেক্ষা অধিক সময় নিদ্রায় অপব্যয় করা উচিত নয়।†

আমাদের দেশের সাধারণ লোকদের অধিকাংশই রাত্র ৮ ঘটিকায় শয্যা গ্রহণ ক'রে সকাল ৭ টায় জাগে। সুতরাং তাদের ঘুম হয় ১১ ঘণ্টা। এমন সর্বনাশা ঘুমে মূল্যবান সময়ের যে অপচয় ঘটে—দুঃখের বিষয় তা বুঝবার মত জ্ঞান এবং অনুভূতিও তাদের নেই!

একথা অনস্বীকার্য যে, ঘুম মানুষের শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম জনিত ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করে মানুষের মধ্যে নব কর্মস্পৃহা, নূতন কার্যক্ষমতা এবং প্রাণ-চাঞ্চল্য এনে দেয়। ঘুমে মানুষের রক্ত পরিষ্কার এবং মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা হয়—মনে নব উদ্যম ও নূতন প্রেরণা জাগ্রত করে। এ সম্বন্ধে স্বয়ং আল্লাহ অল্প-কথায় ঘোষণা করছেন:

"আমি তোমাদের জন্য নিদ্রাকে আরামপ্রদ ক'রে দিয়েছি।"

(আগামী বারে সমাপ্য)

† সূরা আননাবা, ১ আয়ত।

(১৪৪ পৃষ্ঠার পর)

বল্‌গাহীন উক্তি করে জাস্‌টিস্‌ শফি সাহেব যে কি পরিমাণ দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়েছেন আমরা তা ভাষায় প্রকাশ করতে অক্ষম।

এখানে আর একটি কথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তা হল এই যে, জাস্‌টিস্‌ শফি সাহেব একটি ইসলামী রাজ্যের একজন বিশিষ্ট রাজকর্মচারী। যে ইসলাম ও ইসলামের প্রবর্তকের দোহাই দিয়ে পাকিস্তান অর্জিত হয়েছে তারই একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর মুখ দিয়ে ইসলাম ও তার প্রবর্তকের বিরুদ্ধে সমালোচনা কি করে বের হতে পারে? এ সব সমালোচনা করার কি তাঁর আইনগত অধিকার আছে? রাশিয়ায় কি কোন সরকারী কর্মচারীর কার্ল মার্কস অথবা এঙ্গেল্‌সের বিরুদ্ধে পাবলিক ত' দূরের কথা কোন গোপন সমালোচনা করার অধিকার আছে? আর যদি কোন বদনসীব এ কাজ করে বসে তবে কি তার গদী বহাল তবিয়তে থাকবে? Party affiliation বা দলীয় আনুগত্য বলেও একটা কথা আছে। এ সব কথা ত' জাস্‌টিস্‌ সাহেব আমাদের চেয়ে অনেক ভাল জানেন। তবু তিনি ইসলামী হুকুমতের মসনদে বসে ইসলামের মূলে কুঠারাঘাত করতে গেলেন কোন্ সাহসে? আমরা আশা করি শীগগীরই তিনি তাঁর ভুল বুঝ্‌তে পারবেন এবং মর্মাহত মুসলমানদের সন্তুষ্টির জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

www.ahlehadeethbd.org

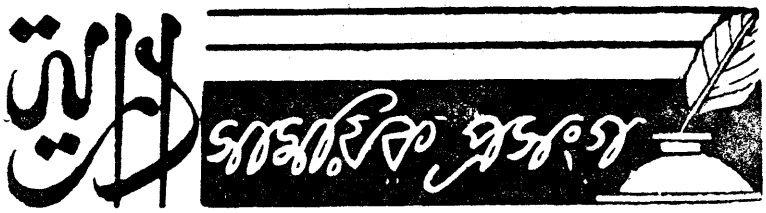

بسم الله الرحمن الرحيم

সিরিয়ার রাজনীতি

বিগত ২৯শে সেপ্টেম্বর সিরিয়ায় যে সামরিক অভ্যুত্থান হয় তার ফলে সিরিয়া সম্মিলিত আরব প্রজাতন্ত্র হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সম্মিলিত আরব প্রজাতন্ত্রে এ ফাটল ধরার সংবাদ সাধারণভাবে মুসলিম বিশ্বের এবং বিশেষ করে আরব জাহানের নিকট যে একটি অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার তাতে কোনই সন্দেহ নেই। কারণ বৃহত্তর আরব ঐক্যের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বিগত ১৯৫৮ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী সিরিয়া নিজের স্বকীয়তা বিসর্জন দিয়ে মিসরের সাথে একত্রীভূত হওয়ায় আরব রাষ্ট্রপুঞ্জের মধ্যে একতার যে আলোকরশ্মি দেখা দিয়েছিল ২৯শে সেপ্টেম্বরের বিদ্রোহের ফলে তা' চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ন্যায় সিরিয়া ও মিসরের মাঝখানে ভিন্ন রাষ্ট্র বর্তমান থাকলেও পশ্চিমা ঔপনিবেশিক শক্তি ও ইসরাইলের চক্রান্তের বিরুদ্ধে শক্তিশালী ফ্রন্ট গড়ে তোলার উদ্দেশ্যেই সিরিয়া আজ হতে আড়াই বছর পূর্বে স্বেচ্ছায় তার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাগ্য মিসরের সাথে জুড়ে দিয়েছিল। কিন্তু মাত্র আড়াই বছরের স্বল্প সময়ের মধ্যে এমন কি তিক্ততার সৃষ্টি হল যার ফলে সামরিক বিদ্রোহ সংঘটিত হতে পারে?

সিরিয়া আরব প্রজাতন্ত্রভুক্ত হওয়ার পর থেকে যুক্ত-আরব প্রজাতন্ত্রের এক তরফা প্রচারণার ফলে বহির্বিশ্বের পক্ষে ভিতরের প্রকৃত খবর জানা সম্ভব হয়নি। পশ্চিমা মহল কর্তৃক প্রচারিত খবরাদির দ্বারা অবশ্য মিসরের বিরুদ্ধে সিরিয়ার কিছু কিছু অভিযোগের কথা শোনা যেত। কিন্তু যেহেতু পশ্চিমা মহল সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের প্রতি বৈরী মনোভাব সম্পন্ন তাই তাদের পরিবেশিত খবরের প্রতি বিশেষ কোন গুরুত্ব আরোপ করা হত না। কিন্তু সে সব সংবাদ যে মোটেই কপোল-কল্পিত নয় এক্ষণে তা' পরিষ্কার হয়ে উঠেছে।

মিসরের বিরুদ্ধে সিরিয়ার প্রধান অভিযোগগুলি এই যে, সিরিয়া মিসরের সহিত সংযুক্ত হওয়ার পর হতে প্রেসিডেন্ট নাসের তাঁর বিশ্বাসভাজন কর্ণেল সিরাজের মারফতে সিরিয়ায় নিজের ব্যক্তিগত প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করতে তৎপর হয়ে তথায় ত্রাসের এক রাজত্ব কায়েম করেছিলেন। ফলে, সিরিয়া একটী "পুলিসের রাজ্যে" পরিণত হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ সিরিয়ার মুদ্রা মিসর অপেক্ষা অধিকতর ক্রয় ক্ষমতা সম্পন্ন ছিল। কিন্তু উহাকে সমপর্যায়ে আনয়ন করায় সিরিয়ার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অচলাবস্থা দেখা দিয়েছিল। চাকুরী বাকুরী, ব্যবসায়-বাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রেও সিরিয়াকে কোন্‌ঠাসা করে রাখা হয়েছিল। এ সব অভিযোগ যে বহুলাংশে সত্য তা' এ ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিগত ২৮শে সেপ্টেম্বর সামরিক অভ্যুত্থানের সূচনা হলে পর সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের প্রধান সেনাপতি মার্শাল আবদুল হাকিম আমর সিরীয় সামরিক অফিসারদের দাবী-দাওয়া মেনে নিয়ে আশু

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রতিশ্রুতি দেন। বলা বাহুল্য, অভিযোগ সত্য না হলে দাবী-দাওয়া মেনে নেওয়ার কোন প্রশ্নই উঠ্‌ত না।

সিরিয়ার এসব অভিযোগের কথা প্রেসিডেন্ট নাসের বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। তাঁরই বিশ্বস্ত ব্যক্তি কর্ণেল সিরাজ যখন ভাইস প্রেসিডেন্ট পদ হতে ইস্তেফা দেন তখন পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করা তাঁর উচিত ছিল। এসব ব্যাপারে কোন গুরুত্ব আরোপ না করে তিনি কূটনৈতিক অপরিপক্কতারই পরিচয় দিয়েছেন।

প্রেসিডেন্ট নাসের নিজেকে আরব ঐক্যের প্রতীক বলে দাবী করেন। কিন্তু আড়াই বছর পূর্বে আরবদের মধ্যে যে সামান্য ঐক্য স্থাপিত হয়েছিল তাঁরই নেতৃত্বাধীনে থেকেই পারস্পরিক স্বার্থের সংঘাতে তা ভেঙ্গে খান্ খান হয়ে গেল এথকা ভাবতেও লজ্জা বোধ হয়। আরব ঐক্যের পথে সিরিয়াই ছিল পথপ্রদর্শক। তাই মিসরের বিরুদ্ধে তার কোন অভিযোগ উথাপন করার অবকাশ সৃষ্টি করা দূরে থাক, সিরিয়ার প্রতি মিসরের এমন উদার আচরণ করা উচিত ছিল যাতে অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরব রাষ্ট্র সিরিয়ার পথ অনুসরণ করে "এক অখণ্ড আরব রাষ্ট্র" গঠনে উদ্বুদ্ধ হত।

মানব-চরিত্রের অধঃপতনের কারণ

মানব চারিত্রের অধঃপতনের কারণ কি—এ প্রশ্নের উত্তরে সাধারণতঃ দারিদ্রের উপরেই সব দোষের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়। এ মতবাদ বেশীরভাগ কম্যুনিষ্ট ব্লক এবং তাদের চেলাদের তরফ থেকে প্রচার করা হয়। আর এ হাতিয়ার দিয়েই তারা দরিদ্র প্রপীড়িত দেশগুলোতে নিজেদের মতলব হাসেল করে থাকে। অন্য পক্ষে বলা হয় যে, প্রাচুর্যই মানব-চরিত্রের অধঃপতনের কারণ। দুন্‌য়ায় বাস্তব ক্ষেত্রে চরিত্র হীনতার যে সব নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা ঘটছে, নিরপেক্ষ মন নিয়ে তা বিচার করে দেখলে, দেখতে পাওয়া যাবে যে, দারিদ্র ও প্রাচুর্য দু'টাই অবস্থা ভেদে মানুষের ব্যক্তিগত, জাতিগত ও চারিত্রিক তধঃপতনের সহায়তা করে থাকে। বরং ওয়াশিংটন থেকে আমেরিকার সামাজিক, চারিত্রিক ও নৈতিক অধঃপতনের যে রিপোর্ট সদ্য প্রকাশিত হয়েছে তা, দেখে মনে হয় যে, দারিদ্রের তুলনায় প্রাচুর্যই নৈতিক ও চারিত্রিক অধঃপতনের বেশী সহায়তা করে থাকে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, গত বৎসর আমেরিকায় সামাজিক নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন যে দ্রুতগতিতে সংঘটিত হয়েছে, আমেরিকার সামাজিক অধঃপতনের ইতিহাসে তার নজীর অতি বিরল। গত বৎসর আমেরিকায় ঃ—

(ক) প্রতি ৫৮ মিনিটে একটী হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে,

(খ) প্রতি ৩৪ মিনিটে একটী নারী ধর্ষণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে,

(গ) প্রতি ২ মিনিটে একটী মটর গাড়ী চুরি হয়েছে,

(ঘ) প্রতি ৩৯ সেকেণ্ডে (মিনিট নয়) একটী ডাকাতি সংঘটিত হয়েছে।

উপরোক্ত পরিসংখ্যানের অর্থ দাঁড়ায় এই যে, সন ১৯৫৯ সালের তুলনায় ১৯৬০ সালে হত্যাকাণ্ড শতকরা ৬টী আর বলৎকার জনিত ঘটনা শতকরা ৩টী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে।

উপরে উল্লিখিত রিপোর্ট তৈরী করেছেন আমেরিকার অনুসন্ধান বিভাগের ডাইরেক্টর এডগার হাওয়ার সাহেব। সরকারী রিপোর্ট। অতএব সন্দেহের অবকাশ নেই। আর রিপোর্ট হল এমন এক জাতির যে ধন-দওলত ও ঐশ্বর্যে আজ দুন্‌য়ার সব জাতির সেরা; বিদ্যা, বুদ্ধি এবং বিজ্ঞানের উন্নতিতে সব জাতির নেতা; রকেটের সাহায্যে চন্দ্রলোকে ভ্রমণের অভিলাষী, যুদ্ধংদেহী বর্তমান দুন্‌য়ার বুকে শান্তি স্থাপনের অগ্রদূত এবং অনুন্নত জাতিগুলির পৃষ্ঠপোষক। কিন্তু তহযীব তমদ্দুন এবং নৈতিক ও সামাজিক চরিত্রের যে রূপটী এডগারহাওয়ার সাহেবের রিপোর্টে প্রকটিত হয়ে উঠেছে তাতে শুধু এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, আমেরিকা এ সব দিক দিয়ে এতই অধঃপতিত ও এতই নিম্ন স্তরের যে সম্ভবতঃ আফ্রিকার কোন অসভ্য জাতিও তেমন নয়।

আসল কথা হল এই-যে, দারিদ্র, ধন-ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য, বিজ্ঞানের উন্নতি অথবা শিল্পায়ন—এর কোন-

www.ahlehadeethbd.org

টাই মানব চরিত্রের অধঃপতনের মূল কারণ নয়। এর মূল কারণ হচ্ছে এমন কতকগুতি মৌলিক নীতি যার উপরে ভিত্তি করে সমাজ জীবন গড়ে উঠে। অন্য কথায় জীবন সম্বন্ধে এমন সব দৃষ্টিভঙ্গী যার উপরে সমাজ জীবন ব্যবস্থিত হয়ে থাকে। যেহেতু আমেরিকা তথা উন্নত দেশগুলির জীবন সম্বন্ধীয় দৃষ্টিভঙ্গী জড়বাদের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, যেহেতু নশ্বর জগতের চাকচিক্য ও উহার সুখ-সমৃদ্ধিই তাদের নিকট মানবজীবনের একমাত্র কাম্য বলে পরিগণিত হয়েছে, যেহেতু তারা ধরাকে সরা জ্ঞানে ভোগ-বিলাসকেই মানব সৃষ্টির মুখ্য উদ্দেশ্য বলে মনে করে নিয়েছে তাই চরিত্র হীনতা তাদের মধ্যে দিন দিন তড়িৎ গতিতে বেড়ে চলেছে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার জৌলুসে প্রভাবান্বিত একদল লোককে মাঝে মাঝে একথা বল্‌তে শোনা যায় যে, ইউরোপ ও আমেরিকার লোকেরা এত সভ্য হয়ে গেছে যে, তাদের মহিলারা অবাধে কল-কারখানায়, অফিস-আদালতে কাজ করে, রাস্তাঘাটে চলাফেরা করে কিন্তু কেউ তাদের দিকে চোখ তুলেও দেখেনা। বলৎকারের প্রশ্ন ত' একেবারেই অবান্তর। কিন্তু এড্‌গরহাওয়ার সাহেবের রিপোর্ট তাঁদের চোখের আবরণ খুলে দিয়ে তাঁদেরকে পাশ্চাত্য-সভ্যতার মোহ-মুক্ত করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

পক্ষান্তরে যাঁরা নৈতিক ও চারিত্রিক অধঃপতনের সব দোষের বোঝা একমাত্র দারিদ্রের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে আত্ম-তৃপ্তি লাভ করার কোশেশ করে থাকেন তাঁদেরকে আমরা শুধুমাত্র একথাই বলতে চাই যে, সে দিন সরকারী হিসাবে জানা গেছে যে, একমাত্র ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ শহরে দৈনিক বিশ হাজার টাকার বিড়ি ও সিগারেট খরচ হয়ে থাকে; পাকিস্তানের একটি মাত্র শহরে দৈনিক সত্তর হাজার টাকার মদ বিক্রি হয়ে থাকে; সে দিন ফুটবল লীগ খেলার ফাইনালে ঢাকা ষ্টেডিয়ামে ৮০ হাজার টাকার টিকেট বিক্রি হয়ে গেল—এ সবই কি আমাদের দারিদ্রের ফল? এ সবও কি আমাদের দরিদ্রতা নিবন্ধন দিন দিন বিদ্যুৎগতিতে প্রসার লাভ করছে?

প্রশংসনীয় উদ্যম

আজ হতে পৌণে চৌদ্দ শত বছর পূর্বে যে মদীনা মনওয়ারায় স্বয়ং মহা প্রভুর সাক্ষাৎ শিষ্য পৃথিবীর মহা পণ্ডিত, মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ (দঃ) বিশ্ব-মানবতার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মুক্তি বিধানের জন্য এক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন; খবরে প্রকাশ, সেই মদীনা মনওয়ারায় বাদশাহ সউদের ব্যক্তিগত ফরমান অনুযায়ী একটি নূতন ধরণের বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই আগামী এক বছরের জন্য ত্রিশ লক্ষ সউদী রিয়াল মঞ্জুর করা হয়েছে। বাদশাহ সউদ তাঁর এ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, ইসলামী শিক্ষার বিস্তার, দ্বীন-ই-হকের খেদমত এবং বিশ্ব-মুসলিমের মনোজগতে ধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি ইত্যাদি মহৎ উদ্দেশ্যেই তিনি নিজ ব্যয়ে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করবেন।

উজ্জ্বল ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ মদিনার পাকভূমিতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে—এ শুভ সংবাদে যে বিশ্বমুসলিমের মনে আনন্দের বান ডাকবে তাতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। কিন্তু আজকার বিশ্ব সংসারে শিক্ষার ব্যাপারটা যেমন জটিল হয়ে উঠেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে যথেষ্ট সতর্কতার প্রয়োজন আছে বৈ কি? শিক্ষার নামে কুশিক্ষা ও নগ্ন শিক্ষা আজ যেভাবে শনৈঃ শনৈঃ বিস্তার লাভ করছে তাতে ইতি-মধ্যেই একদল লোকের মনে বর্তমান শিক্ষার প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মে গেছে। পক্ষান্তরে, বর্তমান শিক্ষার সবটুকু বাদ দিয়ে যদি শুধু কুরআন, হাদিস, ফেকাহ ও অসুল নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে থাকি তা হলেও যে বিশ্ব-বিদ্যালয় অচিরেই অচল হয়ে পড়বে তা এক রকম অবধারিত। এদিক দিয়ে পাঠ্য-পুস্তক তালিকা প্রণয়নকারীদের দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সে যাই হোক, পৌণে চৌদ্দ শ' বছর পূর্বে স্থাপিত মদিনার বিশ্ববিদ্যালয় একদিন যেমন গোটা দুন্‌য়ার অজ্ঞতার অন্ধকার বিদূরিত করে তথায় জ্ঞানের আলোক প্রজ্জলিত করেছিল বর্তমানের আলোচ্য বিশ্ববিদ্যালয়টিও ঠিক তেমনি আজকার দুন্‌য়ার জড়বাদের ঘন তিমির ভেদ করে দুন্‌য়াকে "সেরাতে মুসতাকিমের" হেদায়েত করবে আমরা এ আশাই পোষণ করি।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অনধিকার চর্চা

হাদিসের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণের প্রবণতা আমাদের মধ্যে দিন দিন শনৈঃ শনৈঃ বেড়ে চলেছে। এতদিন ধরে হাদিসের বিশ্বস্ততার প্রতিকূলে শুধু দলিল দস্তাবেজ পেশ করেই উহাতে সন্দেহ সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হত। এখন দিন দিন অবস্থা সঙ্গীন আকার ধারণ করছে এবং নাউযু বিল্লাহ স্বয়ং রিসালত মাআব (দঃ) সম্বন্ধে তাঁর মর্যাদা হানিকর উক্তিও প্রচার করা হচ্ছে। আর এ সব কথা উচ্চারিত হচ্ছে এমন লোকের মুখ দিয়ে যাদের সংযত রসনার সুখ্যাতি আছে আর যারা প্রাইভেট ও পাবলিক আলোচনায় প্রত্যেকটী কথা মেপে বলতে অভ্যস্ত বলে জনশ্রুতি আছে।

পাকিস্তান হাইকোর্টের জাসটিস জনাব মুহাম্মদ শফি সাহেব হাদিসের প্রামাণিকতার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করতে গিয়ে সে দিন লায়ন্‌স্ ক্লাবের ডিনারে ইসলাম ও রসূলুল্লাহর (দঃ) বিরুদ্ধে যে সব কটুক্তি করেছেন তাতে পাকিস্তানের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের অন্তরে যে আঘাত লেগেছে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রায় সব কাগজ গুলিই সমস্বরে ইহার প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং এ ধরণের বল্গাহীন উক্তি পুনরায় যাতে কোন পাকিস্তানী নাগরিকের মুখ দিয়ে উচ্চারিত না হয় তার যথোচিত ব্যবস্থা করার জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন জানিয়েছে।

জাসটিস জনাব মুহাম্মদ শফি সাহেব তাঁর বক্তৃতায় যে সব যুক্তির অবতারণা করেছেন তা, দেখলে মনে হয় যে, কুরআন ও হাদিছ সম্বন্ধে তাঁর বর্ণমালারও জ্ঞান নেই। এ বিষয়ে তিনি এখনও "তিফ্‌লে মক্তব"। যে সব যুক্তির উপর ভিত্তি করে তিনি হাদিস কে অপ্রামাণ্য বলে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন সে গুলি মাকড়সার জালের চেয়ে কোন মতেই বেশী শক্তিশালী নয়। তিনি যদি আরবী নাও পড়তে জানেন তবে উর্দু ভাষায় লিখিত "মনসবে রিসালত" নামক বইখানা দেখলেও তিনি তাঁর যুক্তির অসারতা সম্যক উপলব্ধি করতে পারতেন। ভুল ত্রুটী মানুষের সহজাত। আল্লাহর রসূলও মানুষ ছিলেন। তাই ভুল ত্রুটী তাঁর সহজাত ছিল এ যুক্তির উপরে ভিত্তি করে জনাব শফি সাহেব যে বিরাট সৌধ নির্মাণ করেছেন তা যে কত মজবুত আর কত দৃঢ় হয়েছে তা পাঠক বৃন্দেরই বিচার্য। আল্লার রসূল মানুষ ছিলেন এতে দ্বিমতের কোনই অবকাশ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে তিনি কি আমাদেরই মত সাধারণ মানুষ ছিলেন, না তাঁর কিছু বৈশিষ্টও ছিল? মানুষের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয় "Man is a rational animal" অর্থাৎ মানুষ হল বিবেকসম্পন্ন জানোয়ার। তাই কি মানুষ গরু ছাগল, ভেড়া-বকরী আর কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি ইতর প্রাণীর ন্যায়ই জানোয়ার? আলকুরআন আল্লাহর রসূলকে "তোমাদের ন্যায় মানুষ" বলে ঘোষণা করার কথা উল্লেখ করার সঙ্গে সঙ্গেই "ইউহা ইলাইয়া" (আমার প্রতি অহী বা প্রত্যাদেশ নাজেল করা হয়) এ কথাও ঘোষণা করেছে। এটাই হল তাঁর বৈশিষ্ট্য। আর এ বৈশিষ্ট্যই তাঁকে সাধারণ মানুষের পর্যায় হতে ঊর্ধে তুলে নিয়েছে। ঠিক যখন Rationality বা বিচার শক্তি মানুষকে সাধারণ জানোয়ারের পর্যায় হতে উন্নীত করে একটি বিশিষ্ট শ্রেণীতে পরিণত করেছে, এমনিভাবে "মনসব-ই-রিসালত" মুহামদুর রসূলুল্লাহকে (দঃ) সাধারণ মানুষের পর্যায় হতে বিচ্ছিন্ন করে "মকামে মাহমুদে" প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাই তিনি শরীয়ত সম্বন্ধে যখন যা বলেন তা তাঁর কথা হয় না বরং স্বয়ং আল্লাহর বাণীর প্রতিধ্বনি হয়। এ সম্বন্ধে কুরআনের সাক্ষ্য দ্ব্যর্থহীন ও স্পষ্ট। কুরআনের সূরত আন-নাজমে বলা হয়েছে, মুহাম্মদ (দঃ)ত' কোন কথাই নিজের তরফ থেকে বলেন না। তিনি যা কিছু বলে থাকেন তা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই বাণী যা তাঁর প্রতি নাজেল করা হয়।

মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ (দঃ) সম্বন্ধে কুরআনের এ সব দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা বিদ্যমান থাকা সত্বেও শুধু এ ধারণার বশবর্তী হয়ে যে, "ভুল ভ্রান্তি মানুষের সহজাত" অতএব মানুষ—মুহাম্মদও ভুল করে গেছেন—এমন

(১৪০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

www.ahlehadeethbd.org